উৎসর্গ

শ্রীআনন্দমোহন বসু (খলিসানী, চন্দননগর)

শ্রীকৃষ্ণমোহন শীট (চাঁপাতলা, মেদিনীপুর)

নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ ও রাণী দেবনাথ

কল্যাণীয়েষু—

রঞ্জন দেবনাথ

ভূমিকা

ইতিহাস বলে, মাত্র সপ্তদশ (?) অশ্বারোহী নিয়ে, পুরুষসিংহ বক্তিয়ার খিলজী অধিকার করেছিলেন গৌড়ের মসনদ। কিন্তু মসনদে বসে কি শান্তি পেয়েছিলেন বক্তিয়ার? মহাকালের ইতিহাস কি তাঁকে ক্ষমা করেছিল? আজও নাকি গৌড়ের আকাশে বাতাসে কার করুণ কান্না ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে কান্না কার? সিংহশাবক বক্তিয়ার খিলজীর? শাহজাদা মহম্মদের? ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজা রুদ্রপ্রতাপের, না স্বৈরিণী চাঁদবানুর? সমর সিংহের কাছে কিসের মূল্য বেশী? দেশ, জাতি, স্বাধীনতা? না গৌড়ের মসনদ? ভ্রষ্টা নারী কি মা হতে পারে না? এরই উত্তর পাবেন এই নাটকে।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভৈরব পুস্তকালয়ের স্বত্বাধিকারীদের, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উত্তর-চন্দননগর গড়বাটী নাট্য সংঘের সভ্যবৃন্দকে।

বিনীত
রঞ্জন দেবনাথ

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

বক্তিয়ার খিলজী	গৌড়ের সুলতান।
মহম্মদ	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
রমজান	ঐ কনিষ্ঠপুত্র।
আজম খাঁ	ঐ সৈনাধ্যক্ষ।
আলিমর্দান	ধর্মান্তরিত বান্দা।
হাসেম খাঁ	চাষী।
রুদ্রপ্রতাপ	সপ্তগ্রাম-অধিপতি।
রণদেব	ঐ মন্ত্রী।
ভজন	রাজভৃত্য।
দুর্জয় সিংহ	ঐ সেনাপতি।
সমর সিংহ	ঐ সহকারী সেনাপতি।
ধিনিকেষ্ট	জনৈক ঘরজামাই।
চতুরানন	ঐ প্রতিবেশী।
রতন	উদাসী।

—স্ত্রী—

চাঁদবেগম	গৌড়ের রাজ্ঞী।
ইন্দ্রাণী	রুদ্রপ্রতাপের কন্যা।
কৃষ্ণকলি	ধিনিকেষ্টর স্ত্রী।
নিয়তি	

অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন বর্জনীয়।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

রক্তে রাঙা মসনদ ● নেভাও আগুন ● শহীদ
বিজয় তোরণ ● নালিশ ● রক্তরাগ
রক্তমাখা প্রভাত ● রিক্সাওয়ালা
সূর্য্য তোরণ ● প্রথম পানিপথ
লাল রাজপথ

রঞ্জন দেবনাথ রচিত

ফেরিওয়ালা ● রাতের কান্না ● রক্তাক্ত গৌড়
এক মুঠো অন্ন চাই ● সাত পাকে বাঁধা
রক্তে বোনা ধান

সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত

অগ্নিবাসর ● অভিশপ্ত ছিয়াত্তর ● তৃষ্ণা

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

রাজবন্দী ● নাচমহল ● বাংলার দুষমণ
আগুনের ক্ষুধা ● অতীতের কান্না ● চন্দ্রলেখা
শেষ সেলাম ● কে কাঁদে
সমাজ ● মার্ডার ● ঝাঁকামুটে
আহ্বান ● বাঁচার লড়াই
আনারকলি
মসনদ

রক্তাক্ত গৌড়

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

উত্তেজিতভাবে চাঁদবেগম, তৎপশ্চাৎ
বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আমার কথা শোন বেগম—

চাঁদবেগম। না-না, আমি কোন কথাই শুনতে চাই না, আমি চাই এক সপ্তাহের মধ্যে সপ্তগ্রাম পরগণাকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

বক্তিয়ার। চাঁদবানু!

চাঁদবেগম। মন্দির ভেঙে তৈরী করাও মসজিদ, পাঠশালা ভেঙে তৈরী করাও মক্তব, হিন্দু-দেবতার বিগ্রহ দু'পায়ে মথিত করে নিক্ষেপ কর প্রবাহিনী গঙ্গার জলে।

বক্তিয়ার। কিন্তু বেগম—

চাঁদবেগম। না-না, কোন ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না, আমি শুধু দেখতে চাই—আমার আদেশ নির্দ্বিধায় পালিত হয়েছে।

বক্তিয়ার। তোমার আদেশ আমার কাছে খোদাতালার হুকুম। অতি তুচ্ছ সপ্তগ্রাম পরগণা। প্রয়োজন হলে সমগ্র বাংলা দেশটাকে

আমি শ্মশানে পরিণত করব। কিন্তু বেগম, সপ্তগ্রাম অধিপতি রাজা রুদ্রপ্রতাপ আমার বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছে, কাজেই সন্ধি ভঙ্গ করে—

চাঁদবেগম। তাহলে কি বুঝব, যে আফগান পুরুষসিংহ মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেছিল, যার রণ-হুঙ্কারে থর-থর করে কেঁপে উঠেছিল গৌড়ের মাটি, সেই ইফতিকার-উদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজীর মৃত্যু হয়েছে?

বক্তিয়ার। না-না বেগম, বক্তিয়ার খিলজী এখনো ক্ষুধার্ত সিংহ। যুদ্ধের নাম শুনলে তার অশান্ত আফগান রক্তধারা শিরা-উপশিরায় উত্তাল তরঙ্গ তোলে—তার চোখের বিশ্বগ্রাসী অগ্নিশিখা এখনো লক্ষ হিন্দু-নিধনে সক্ষম।

চাঁদবেগম। তবে জেগে ওঠো, জেগে ওঠো অশান্ত আফগান! প্রলয় দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠে পুড়িয়ে ছাই করে দাও—কাফের হিন্দুর আকাশচুম্বী অহমিকা!

বক্তিয়ার। বেগম!

চাঁদবেগম। জ্বালিয়ে তোল বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসের আগুন, ঘরে ঘরে উঠুক আর্তের হাহাকার, রক্তের প্লাবনে ভেসে যাক হাজার হাজার বেইমান হিন্দু।

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। এ তোমার অন্যায় আদেশ মা-সাহেবা।

চাঁদবেগম। মহম্মদ!

মহম্মদ। জী মা-সাহেবা! প্রজা-নির্যাতন করা রাজধর্ম নয়; দেশের শাসকের কাছে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সন্তানের মত।

চাঁদবেগম। তুমি কি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ মহম্মদ?

মহম্মদ। না মা, তোমাকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কি অপরাধ করেছেন সপ্তগ্রাম-অধিপতি রাজা রুদ্রপ্রতাপ, কি অপরাধ করেছে দরিদ্র দেশবাসী—কেন তারা তোমার জিঘাংসার আগুনে পুড়ে মরবে?

চাঁদবেগম। মরবে—তার কারণ, তারা বিধর্মী কাফের, ধর্মান্ধ শয়তান। ইসলামকে ওরা সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। ওদের মরতেই হবে মহম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবাদ করতে হলে কাফের হিন্দুর ধ্বংস একান্ত অপরিহার্য।

মহম্মদ। কিন্তু মা-সাহেবা—

চাঁদবেগম। সপ্তগ্রামের বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে আমি পূজো দিতে গিয়েছিলাম, বেইমান রুদ্রপ্রতাপের কন্যা ইন্দ্রাণী আমার পূজার উপাচার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছে বে-ইজ্জতের পয়জার।

বক্তিয়ার। চাঁদবানু!

চাঁদবেগম। এতবড় দুঃসাহস সেই কাফের নারীর যে গৌড়েশ্বরী চাঁদবেগমকে অপমান করতে সাহস পায়?

মহম্মদ। কিন্তু মা, তুমিই বা সেই বিধর্মীর দেব-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলে কেন?

চাঁদবেগম। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেবো না মহম্মদ। কৈফিয়ৎ যদি দিতেই হয়—আমি সুলতান বক্তিয়ার খিলজীকেই দেবো।

মহম্মদ। মা-সাহেবা!

চাঁদবেগম। আমি চাই—হিন্দুধর্ম হিন্দুসংস্কৃতি বাংলার বুক থেকে

চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাক। হিন্দুর আকাশচুম্বী দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়ে হিন্দুর দেব-দেউল ধ্বংস করে জেগে উঠুক অপ্রতিহত পাঠান শক্তি, কোটি কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠুক ইসলামই হচ্ছে দুনিয়ার একমাত্র ধর্ম।

বক্তিয়ার। তাই হবে—তাই হবে বেগম! ইসলাম-বিদ্বেষী বেইমানদের আমি কিছুতেই মার্জনা করব না। অযোধ্যা—ত্রিহুত জয় করে, যে বিজয়-অভিযান দুর্মদ গতিতে এসে গৌড়ের মাটিতে শেষ হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ ধূর্জটির প্রলয়-বিষাণে আবার তাকে আমি জাগিয়ে তুলবো।

মহম্মদ। বাপজান!

বক্তিয়ার। আবার আমি প্রমাণ করে দেবো যে, সিংহ-শাবক ইফতিকারউদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী এখনো ক্ষুধার্ত সিংহই।

মহম্মদ। বাপজান! বাপজান! আপনি—

বক্তিয়ার। লক্ষ্মণাবতী অধিকার করবার পর সুদীর্ঘ বারো বছর তুর্কী-সিংহ ঘুমিয়ে পড়েছিল, আবার তাকে আমি জাগিয়ে তুলবো। হিন্দু-কুত্তাদের ঘরে ঘরে উঠবে গগনভেদী কান্নার হাহাকার, শ্মশানের নির্জনতা নেমে আসবে অভিশপ্ত বাংলার বুকে।

মহম্মদ। বাপজান! বাপজান! আপনার পায়ে ধরে আমি মিনতি করছি—সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সর্বনাশা ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে তুলবেন না।

বক্তিয়ার। মহম্মদ—

মহম্মদ। হিন্দু আর ইসলামের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে ডেকে আনবেন না হিন্দু মুসলমানের মহাসর্বনাশ! তাহলে গৌড়ের বুকে নেমে আসবে খোদাতালার চরম অভিশাপ!

চাঁদবেগম। তাই নেমে আসুক। ইতিহাসের পাতা থেকে ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক কাফের হিন্দুর নাম।

মহম্মদ। মা-সাহেবা! ওগো আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী মা! তুমি নিজেও তো একদিন হিন্দু ছিলে। তবে কেন হিন্দু-নিধন করে জিঘাংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাও?

চাঁদবেগম। সে তুমি বুঝবে না মহম্মদ, সে তুমি বুঝবে না। এই বুকের মাঝে জ্বলছে অনির্বাণ রাবণের চিতা, এই দেহ চিতার আগুনে ভস্মীভূত না হওয়া পর্যন্ত আমার বুকের জ্বালা নিভবে না—

মহম্মদ। মা-সাহেবা!

চাঁদবেগম। কাপুরুষ লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ে, বাংলার বুকে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে ইসলামের নতুন চেতনা। সেই অনাগত যুগের পদধ্বনিই আমি শুনতে পাচ্ছি। জাগো ইসলাম, জাগো! [প্রস্থান।

বক্তিয়ার। যাও মহম্মদ, সিপাহশালার আজম খাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবে—অবিলম্বে যেন সপ্তগ্রাম পরগণা অবরোধ করে।

মহম্মদ। কিন্তু বাপজান—

বক্তিয়ার। চোপরাও বেয়াদব! আমি দেখতে চাই, আমার আদেশ নির্দ্বিধায় পালিত হয়েছে। কাফের বেইমান হিন্দুদের জন্য আমার দিলে এতটুকু রহম নেই। শরিয়তি শাসনের চাকায় ফেলে হিন্দু জানোয়ারগুলোকে আমি জাহান্নমে পাঠাতে চাই।

আজম খাঁর প্রবেশ।

আজম। বান্দার সেলাম পৌঁছে আলমপনা!

বক্তিয়ার। কি সংবাদ আজম খাঁ ?

আজম। বেগম সাহেবা যে সপ্তগ্রাম থেকে বেইজ্জৎ হয়ে ফিরে এসেছেন, সে খবর আমি পেয়েছি জনাব! যদি আদেশ করেন, সপ্তগ্রাম পরগণা আমি তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে আসব, হিন্দু-কুত্তাদের ধরে ধরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করব।

মহম্মদ। বাপজান! এইসব ধর্মান্ধ বেইমানদের আপনি প্রশ্রয় দেবেন না, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির গাঁটছড়া বেঁধে, বিচারকের নীতিকে কলঙ্কিত করবেন না।

বক্তিয়ার। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি বাপজান, আগুন নিয়ে আপনি খেলতে চাইছেন। ভুলে যাবেন না, সপ্তগ্রাম পরগণা লক্ষ্মণাবতী নয়।

আজম। শাহজাদা মহম্মদ কি হিন্দুর বীরত্বে ভয় পাচ্ছেন?

মহম্মদ। আজম খাঁ!

আজম। আমরা তুর্কী সন্তান, মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য, কলিজায় আমাদের ব্যাঘ্রের হিম্মৎ, রণদামামা শুনলে আমাদের রক্তে বয়ে যায় সমুদ্রের ঘূর্ণী ঝড়।

মহম্মদ। আমি জানি—আমি জানি আজম খাঁ, তোমাদের রণ-কৌশল কোন ন্যায়-নীতির ধার ধারে না। তোমাদের লক্ষ্মণাবতী জয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

আজম। শাহজাদা!

মহম্মদ। ভিখারীর ছদ্মবেশে লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করে যে বীরত্বের পরিচয় তোমরা দিয়েছিলে, তাতে শুধু ইসলামের মুখই নয়, সমগ্র দুনিয়ার সামনে—

বক্তিয়ার। খামোশ বেয়াদব! তোমার হিন্দু-প্রীতির মাথায় মারি লাখো পয়জার!

মহম্মদ। বাপজান!

বক্তিয়ার। আমার নীতির সমালোচনা করলে, পুত্র বলে আমি তোমাকে কিছুতেই মার্জনা করব না। হুঁশিয়ার মহম্মদ, এখনও বলছি—খুব হুঁশিয়ার!

[প্রস্থান।

আজম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আফশোষ, বড়ি আফশোষ কি বাত শাহজাদা মহম্মদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মহম্মদ। আজম খাঁ!

আজম। তুর্কী জাতির কলঙ্ক তুমি। কোনও কাফের হিন্দুর ঘরেই তোমার জন্ম নেওয়া উচিত ছিল।

মহম্মদ। তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ আজম খাঁ? আফগান তুরাণী রক্তধারা শুধু তোমার দেহেই নয়, আমার দেহেও বইছে।

আজম। জী হাঁ। তলোয়ার একখানা সঙ্গে আছে দেখছি, তবে ওটার ব্যবহার জানা আছে তো? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মহম্মদ। তোমার সাধ আমি অপূর্ণ রাখব না। এস নেমক-হারাম! জাহান্নমের রাস্তাটা বাতলে দিচ্ছি। [অস্ত্র নিষ্কাসন]

আজম। [অস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া] হুঁশিয়ার হিন্দুর পা-চাটা কুত্তা!
[উভয়ের যুদ্ধ, আজমের পরাজয়]

মহম্মদ। এইবার সেনাপতি! তোমার ওই জানোয়ারের মাথাটা যদি উড়িয়ে দিই, নিশ্চয়ই কোন অন্যায় হবে না।

আজম। আচ্ছা! এই অপমানের কথা জিন্দেগীভোর আমার

মনে থাকবে শাহজাদা। যদি আমি আফগান সন্তান হই, এর বদলা আমি নিশ্চয়ই নেবো।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। হে দীন-দুনিয়ার মালিক খোদা! এইসব ধর্মান্ধ বেইমানদের তুমি সুবুদ্ধি দাও, সুমতি দাও। মানুষ শুধু মানুষ, শুধু ইনসান—এই সরল কথাটা ওদের তুমি বুঝিয়ে দাও মেহেরবান, বুঝিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম দরবার।

কথা বলিতে বলিতে রুদ্রপ্রতাপ, রণদেব ও দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। তোমার গুপ্তচর কি সংবাদ এনেছে দুর্জয়?

দুর্জয়। সুলতান বক্তিয়ার খিলজী নাকি সপ্তগ্রাম পরগণা অবরোধ করবার হুকুম দিয়েছেন। তাঁর আদেশে নাকি পাঁচ হাজার তুরাণী সেনা অচিরেই সপ্তগ্রামের পথে যাত্রা করবে।

রুদ্রপ্রতাপ। এ সংবাদ পেয়েও তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছ দুর্জয়?

তুমি কি চাও, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতীর মত আমার সপ্তগ্রামও তুর্কীর অধীনতাপাশে আবদ্ধ হোক ?

দুর্জয়। আমাকে মার্জনা করবেন রাজাবাহাদুর! গুপ্তচর যে সংবাদ বহন করে এনেছে, তার কোন ভিত্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

রণদেব। তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না দুর্জয় সিংহ।

দুর্জয়। মহামাত্য!

রণদেব। সমস্ত দেশই গুপ্তচরের সংবাদের ওপর গুরুত্ব দেয়, আমাদেরও দেওয়া উচিত। বিশেষ করে, বক্তিয়ারের লোলুপ দৃষ্টি অনেক দিন থেকেই সপ্তগ্রামের ওপর নিবদ্ধ।

দুর্জয়। যুদ্ধ যদি বাধে, তা বাধবে আপনাদের জঘন্য মনোবৃত্তির জন্যই।

রণদেব। দুর্জয় সিংহ!

দুর্জয়। সমগ্র ভারতের এক-তৃতীয়াংশ আজ ইসলামের কবলে, অথচ তাদেরই আপনারা ঘৃণা করবেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন।

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি কি বলছো দুর্জয়, কার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ?

দুর্জয়। অভিযোগ আপনার এই নীতিজ্ঞানহীন অথর্ব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

রণদেব। তোমার অভিযোগ স্পষ্ট করে বল দুর্জয় সিংহ! যদি অপরাধ করে থাকি, শাস্তি নিতেও আমি প্রস্তুত; কিন্তু মিথ্যে অপবাদ আমি সহ্য করব না।

দুর্জয়। মিথ্যে অপবাদ! কোন স্পর্ধায় আপনি সুলতানের বেগমের পূজার উপাচার ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন?

রণদেব। দুর্জয় সিংহ!

দুর্জয়। আজ যদি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বক্তিয়ার খিলজী সপ্তগ্রাম অবরোধ করে, পারবেন আপনি তা প্রতিরোধ করতে?

রণদেব। একথা তোমার মত ভীরু কাপুরুষ সৈন্যাধ্যক্ষের মুখেই শোভা পায়।

দুর্জয়। রণদেব বর্মা!

রণদেব। বিলাস-ব্যসনে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে, সুরা আর নারীকে জীবনের পরমার্থ মনে করে, আরামের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ। যুদ্ধ তোমাদের কাছে বিভীষিকা, শত্রু তোমাদের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু-দূত। ছিঃ কাপুরুষ! ছিঃ!

দুর্জয়। আপনার অশালীন উক্তি প্রত্যাহার করুন, নইলে—

রুদ্রপ্রতাপ। দুর্জয় সিংহ! আসন্ন বিপদের মুখে আত্মকলহ মৃত্যুরই নামান্তর। মন্ত্রী রণদেব যদি বেগম-সাহেবার অপমান করে থাকেন, আমরা না হয় তার জন্য সুলতানের কাছে মাফ চাইব।

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। আপনার এই হীনমন্যতার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ!

সমর। বক্তিয়ার খিলজী গৌড়ের সুলতান, কোন স্পর্ধায় তিনি আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চান?

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ!

সমর। কেন তাঁর বেগম এসেছিলেন হিন্দুর দেবমন্দির অপবিত্র করতে? হিন্দুধর্ম, হিন্দুসংস্কৃতির ওপর বিধর্মীর হস্তক্ষেপ আমরা বরদাস্ত করব না। তার জন্য যদি মৃত্যু আসে, হাসিমুখেই আমরা বরণ করব—তবু শয়তানের চাবুকের তলায় মাথা পেতে দেব না।

রণদেব। বাঃ—বাঃ সমর! এই তো বাংলা মায়ের দামাল ছেলের কথা। এই তো স্বাধীন দেশের মানুষের মত কথা—আমরা প্রাণ দেব, তবু মান দেব না; আমরা শির দেব, তবু স্বাধীনতা দেব না।

গীতকণ্ঠে রতনের প্রবেশ।

রতন।—

গীত।

সদা ঊর্দ্ধে রাখিব শির।
মৃত্যুভয়ে ভীত নই মোরা লক্ষ বাঙালী বীর।

সমর। রতন!

রতন।—

পূর্ব গীতাংশ।

আসুক প্রলয় বাজিয়ে বিষাণ,
আসুক মৃত্যু নিয়ে যাক প্রাণ,
মৃত্যু বিজয়ী বাঙালী আমরা, সন্তান মোরা ধূর্জটির।

[প্রস্থান।

সমর। আবার বল, আবার বল বন্ধু! কোটি কোটি কণ্ঠে

চীৎকার করে বল—আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী, আমরা ধূর্জটির সন্তান, আমরা স্বাধীন, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

রণদেব। আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী, আমরা স্বাধীন, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। গৌড়ের সুলতানকে আর আমরা কর দেব না।

দুর্জয়। আমি জানতে চাই রাজাবাহাদুর, এই বৃদ্ধ মন্ত্রী, আর এইসব তরলমতি অস্থিরচিত্ত যুবকদের ক্ষণিকের উত্তেজনায় আপনি কি সুলতানের বিরুদ্ধাচারণ করে, দেশের অমঙ্গল ডেকে আনতে চান ?

রুদ্রপ্রতাপ। না দুর্জয়! আমি চাই দেশ ও জাতির মঙ্গল। যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের ওপর আমি চাপিয়ে দিতে চাই না।

সমর। রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তুর্কীর ভয়ে ভীত হয়ে আমরা জাতির স্বার্থ বিলিয়ে দেব।

দুর্জয়। ইফতিকারউদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী বন্য শার্দুল! অযোধ্যা থেকে ত্রিহুত পর্যন্ত যার সিংহবিক্রমে থরহরি কম্পমান, হাজার হাজার দেব-দেউল ধ্বংস করে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করে যার দুর্মদ বাহিনী বাংলা তথা ভারতের বুকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, কোন স্পর্ধায় এইসব অর্বাচীন—

সমর। মনে হচ্ছে, সুযোগ্য প্রধান সেনাপতি মশাই যেন বক্তিয়ার খিলজীর জয়ঢাকটা নিজের হাতেই পেটাচ্ছেন।

দুর্জয়। আমি তোমাকে হত্যা করব জানোয়ার!

সমর। সাধ্য থাকে আসুন, গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছি—

দুর্জয়। সমর সিংহ!

সমর। চোখ রাঙিয়ে কথা বলবেন পুরনারীদের কাছে। তারা

আপনার রক্তচক্ষু দেখে ভয় পাবে। কিন্তু আমার কাছে আস্ফালন দেখাতে এলে—

দুর্জয়। রাজাবাহাদুর! আমি এর—

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ! আমি তোমাকে স্নেহ করি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তোমার বেয়াদবি আমি মার্জনা করব।

সমর। কিন্তু রাজাবাহাদুর—

রুদ্রপ্রতাপ। দেশ ও জাতি আজ কঠোর বিপদের সম্মুখীন, অথচ আমাদের শক্তি অত্যন্ত সীমিত। তাই তো আমি বক্তিয়ারকে শত্রু করে তুলতে চাই না।

সমর। আপনার এই হীনমন্যতাই দেশের চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে। পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়।

রুদ্রপ্রতাপ। সমর!

সমর। আর মৃত্যু যদি সত্যিই আসে, হাসিমুখে তাকে আমরা বরণ করে নেব—তবু অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে চোখের জল ফেলব না, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ভগবানকে অভিশাপ দেব না, বক্তিয়ারের পায়ে ধরে বলব না—'হে বাংলার ভাগ্যবিধাতা, তুমি আমাদের প্রাণ-ভিক্ষা দাও!'

দুর্জয়। মৃত্যু তোমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে নির্বোধ, তাই জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে চাইছো। আর আগুন যদি সত্যিই জ্বলে ওঠে, তাতে তুমি শুধু একাই পুড়ে মরবে না, সমগ্র সপ্তগ্রাম পরগণা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সমর। সেই ভস্মস্তূপের মাঝে মহামান্য সেনাপতি না হয় কলসী কয়েক কুম্ভীরাশ্রু ঢেলে দেবেন।

দুর্জয়। আমি তোকে হত্যা করব নরপশু! [অস্ত্র আস্ফালন]

সমর। সাবধান জাতিদ্রোহী বিভীষণ! [অস্ত্র নিষ্কাশন]

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ! দুর্জয় সিংহ! তোমাদের স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে দরবারের শালীনতার সমাধি রচনা করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে উঠেছ তোমরা?

দুর্জয়। আমাকে মার্জনা করুন দেব! হীনের স্পর্ধা দেখে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

রুদ্রপ্রতাপ। দেশের দ্বারপ্রান্তে পরাক্রান্ত শত্রু এসে হানা দিচ্ছে, আর তোমরা আত্মকলহ করে শক্তিক্ষয় করছো? ভবিষ্যৎ জাতির কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে?

সমর। এই ঘরভেদী বিভীষণরাই দেবে সে প্রশ্নের জবাব।

দুর্জয়। রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ! তোমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে অসৌজন্য আমি মার্জনা করব না, এর জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

রণদেব। মহারাজ রুদ্রপ্রতাপ! আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যলক্ষ্মী ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিধর্মী তুর্কীর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিতে।

রুদ্রপ্রতাপ। মহামাত্য!

রণদেব। হ্যাঁ রাজা। বাংলাদেশের গর্ব, বাঙালীর শিল্প-সাহিত্যের তীর্থভূমি এই স্বাধীন সপ্তগ্রাম। নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার করলেও, এতদিন আমাদের স্বাধীন স্বত্বায় কেউ হস্তক্ষেপ করেনি!

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু রণদেব—

রণদেব। তোমার এই দুর্বল সেনাপতির ভীরুতার জন্য এবার নেমে আসবে কাল-বৈশাখীর প্রলয়ঙ্কর ঝড়, ঘন তমিস্রায় ডুবে

যাবে সপ্তগ্রামের স্বাধীন সূর্য। যদি দেশের মঙ্গল চাও, জাতির স্বাধীনতা বজায় রাখতে চাও—এই অকর্মণ্যটাকে বিদেয় করে দাও, নইলে সপ্তগ্রামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

[প্রস্থান।

দুর্জয়। এই ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধের কুৎসিৎ ইঙ্গিতের আমি প্রতিবাদ করছি রাজাবাহাদুর। আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে সত্যিই যদি আপনার মনে সন্দেহ জেগে থাকে—

সমর। আপনার কথা শুনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। মনে হয়, আপনি যেন বক্তিয়ারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে—

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ! বার-বার তুমি দরবারের নীতি লঙ্ঘন করে অশিষ্টতার পরিচয় দিচ্ছ। আমার আদেশ, এই মুহূর্তে তুমি দরবার ত্যাগ কর, নইলে বাধ্য হয়ে আমাকে আরও অপ্রিয় হতে হবে।

সমর। আপনার আদেশ অমান্য করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু যাবার পূর্বে বলে যাচ্ছি রাজাবাহাদুর—আপনি যদি কায়েমী স্বার্থের মোহে জাতির স্বাধীনতা বিলিয়ে দেন, আমার সমর্থন আপনি পাবেন না। [প্রস্থানোদ্যত]

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ!

সমর। প্রয়োজন হলে এই দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়ে রক্ষা করব জাতির স্বাধীনতা, বরণ করে নেবো চির-দারিদ্র্য, দেশের স্বার্থে করব প্রাণ বিসর্জন—তবু স্বৈরাচারীর রক্তচক্ষুর কাছে মাথা নত করব না, বিধর্মী বিদেশী কুকুরকে দেব না ঠাকুরের মর্যাদা।

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। ওরে হতভাগ্য যুবক! আমিও কি চাই বিধর্মীর

চাবুক পিঠ পেতে নিতে? কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার কি সার্থকতা, তা তো আমি বুঝতে পারছি না।

দুর্জয়। এই স্বার্থান্বেষী নরাধম আর ওই বৃদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শেই সেদিন রাজকুমারী ইন্দ্রাণী বেগম সাহেবার অমর্যাদা করেছিলেন।

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী—মাতৃহারা কন্যা আমার। ওর জন্যই আমার যত ভাবনা দুর্জয়! ওকে যদি সৎপাত্রে সম্প্রদান করতে পারতাম—

দুর্জয়। আমার একটা আবেদন আছে রাজাবাহাদুর, যদি অনুমতি করেন—

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি আমার একান্ত স্নেহভাজন দুর্জয়, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। বল—কি আবেদন তোমার?

দুর্জয়। ইন্দ্রাণীকে আমি ভিক্ষা চাই রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। দুর্জয় সিংহ!

দুর্জয়। অবশ্য আপনি যদি আমাকে সৎপাত্র বলে বিবেচনা করেন।

রুদ্রপ্রতাপ। না-না দুর্জয়, এ তো ইন্দ্রাণীর সৌভাগ্য! শিক্ষায় শালীনতায় বংশকৌলীন্যে বীরত্বে—সপ্তগ্রামের তুমি আদর্শ পুরুষ! আশীর্বাদ করি—ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তুমি সুখের সংসার রচনা কর।

দুর্জয়। [পদধূলি লইয়া] আপনার এ দেওয়া দায়িত্ব আমি যেন সসম্মানে বহন করতে পারি দেব! দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে আমি যেন নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি—এই আশীর্বাদ করুন।

রুদ্রপ্রতাপ। আশীর্বাদ আমি নিশ্চয়ই করব দুর্জয়। আজ তুমি আমাকে ভারমুক্ত করলে। আশীর্বাদ করছি—জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল কর—মুখ উজ্জ্বল কর।

[প্রস্থান।

দুর্জয় । ইন্দ্রাণী—দেবকন্যা, নন্দনের অনাঘ্রাত পারিজাত ! সামান্য সেনানী থেকে আজ আমি সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছি । হাতের মুঠোয় আমার সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্য । রাতের অন্ধকারে কে যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে—দুর্জয় ! ওরে দুর্জয় ! সিংহাসনে বসবি আয়, সিংহাসনে বসবি আয় !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজ-উদ্যান ।

গীতকণ্ঠে ইন্দ্রাণীর প্রবেশ ।

ইন্দ্রাণী ।—

গীত ।

তোমার আকাশে আমি ওগো প্রিয় শুকতারা সম ।
জেগে রব, জেগে রব অনুপম ।
চাঁদ হয়ে তুমি চাহিবে আমার পানে,
আমি হেসে ক'ব, আছি ওগো এইখানে,
দু'জনে মিলিয়া স্বপনের নীড় রচিব সুন্দর নিরুপম ।

নাঃ, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে ! আমাকে বলা হলো, সন্ধ্যে-বেলায় মাধবী-কুঞ্জের নীচে এস, আমি ওখানেই থাকব । বাবুর

পালাই নেই। ঠিক আছে, আমিও লুকিয়ে থাকব, দেখি খুঁজে পায় কি করে?

[প্রস্থান]

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। ইন্দ্রা—ইন্দ্রা—ইন্দ্রাণী! আচ্ছা মেয়ে যা হোক, কথা দিয়ে কথা রাখে না! ইন্দ্রা—ইন্দ্রাণী—

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। সমর সিংহ!

সমর। কে? কে তুমি? রুক্ষ এলায়িত কুন্তলদাম, জীর্ণ মলিন বেশ-বাস, অথচ দেখলে মনে হয় কোন উচ্চবংশীয়া। কে তুমি?

নিয়তি। আমি? আমি নিয়তি।

সমর। নিয়তি?

নিয়তি। হ্যাঁ সমর সিংহ। পাঠানের সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছি, আজ আমি পথের ভিখারিণী।

সমর। কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

নিয়তি। নিজের প্রয়োজনে। ইসলামের অত্যাচারে অবিচারে সমগ্র দেশের বুকে জেগে উঠেছে তীব্র হাহাকার, অথচ দেশের মানুষের কোন চেতনা নেই! সমগ্র গৌড় আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, একটা মানুষ পাইনি যে বক্তিয়ার খিলজীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে—তুমি বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, নেমকহারাম।

সমর। তোমার পরিচয়টা আমি জানতে চাই মা!

নিয়তি। পরিচয়? কি পরিচয় আমি দেবো সমর সিংহ? পাঠানের পৈশাচিক ক্ষুধায় আমার সমস্ত পরিচয় ধুয়ে-মুছে গেছে।

সমর। তবু তোমার পরিচয় আমার জানা দরকার।

নিয়তি। আমি অযোধ্যার নবাবের কনিষ্ঠা কন্যা, নাম শবনম! বক্তিয়ার খিলজী আমার পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, আমি তার প্রতিশোধ চাই।

সমর। কিন্তু শাহজাদী—

নিয়তি। ব্যাভিচারী বক্তিয়ার খিলজীর অত্যাচারে বাংলার ঘরে ঘরে উঠেছে আর্তের হাহাকার। মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দখল করেছিল লক্ষ্মণাবতী। তোমার কি ইচ্ছে হয় না সমর সিংহ, বেইমান বক্তিয়ার খিলজীর রক্তে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দিতে?

সমর। ইচ্ছে হয় শাহজাদী—ইচ্ছে হয়, কিন্তু আমি একা—

নিয়তি। তুমি একা নও সমর সিংহ, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

সমর। শাহজাদী!

নিয়তি। গৌড়ের পথে-ঘাটে শহরে-বন্দরে বাংলার তরুণ সমাজের কাছে আমি আবেদন জানাব—জেগে ওঠো, জেগে ওঠো বাংলার সাতকোটি সন্তান, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভাস্রোতের মত, সমুদ্রের উত্তাল ঘূর্ণীর মত ঝাঁপিয়ে পড় স্বৈরাচারীর বক্ষে—তুলে নাও দানব-ধ্বংসী হাতিয়ার, ভেঙে চুরমার করে দাও পাঠানের আকাশ-চুম্বী অহমিকা!

[প্রস্থান।

সমর। হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার স্বেচ্ছাচারী সুলতান বক্তিয়ার খিলজী!

বাংলার জাগ্রত যৌবনকে তুমি লাঞ্ছিত করো না, তাহলে এই গৌড়ের মাটিতেই রচিত হবে তোমার অন্তিম কবর।

ইন্দ্রাণীর প্রবেশ।

ইন্দ্রাণী। সে কবর রচনা করবে কে? তুমি?

সমর। আমি একা নই ইন্দ্রাণী, হাজার হাজার দেশপ্রেমিক তরুণের আমি সাহায্য পাব। পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে কাম্য আমার।

ইন্দ্রাণী। তুমি আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছ সমরদা!

সমর। ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী। তার চেয়ে বিবাহ করে সংসারী হও। আজই তুমি বাবার কাছে বল, আমাদের বিবাহ—

সমর। তোমাকে বিবাহ করবার স্পর্ধা আমার নেই ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী। সমরদা!

সমর। তুমি তো জানো, আমার বংশকৌলীন্য নেই। আমার পিতা রাজভৃত্য ভজন। কাজেই—

ইন্দ্রাণী। তোমার পিতা রাজভৃত্য হতে পারেন, কিন্তু তুমি তো সহকারী সৈনাধ্যক্ষ। শুধু তাই নয়, শিক্ষায়-শালীনতায়-বীরত্বে কারোর চেয়েই তুমি কম নও।

সমর। বীরত্ব দিয়ে জন্মের কলঙ্ক ঢেকে রাখা যায় না ইন্দ্রাণী, মনুষ্যত্ব দিয়ে পাওয়া যায় না আর্থিক কৌলীন্য। তার চেয়ে তোমার জীবন থেকে আমি দূরে সরে যাব ইন্দ্রা।

ইন্দ্রাণী। কোথায় যাবে তুমি?

সমর। স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনকে আমি উৎসর্গ করব।

ইন্দ্রাণী। সমরদা!

সমর। শয়তান বক্তিয়ার খিলজী লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সপ্তগ্রামের দিকে। যে-কোন মুহূর্তে সে সপ্তগ্রাম অবরোধ করতে পারে। তাই আমি চাই, পূর্বাহ্নেই পাঠানের বিষদাঁত ভেঙে দিতে।

ইন্দ্রাণী। এই যদি তোমার মনের কথা, এতদিন তাহলে ভালবাসার অভিনয় করেছিলে কেন?

সমর। আমাকে ক্ষমা কর ইন্দ্রাণী। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, খেলাধূলা করেছি—জানি না নিজের অজ্ঞাতে কখন তোমাকে ভালবেসেছি!

ইন্দ্রাণী। সমরদা!

সমর। আজ বুঝতে পারছি, তোমার চেয়েও আমার দেশ অনেক প্রিয়, ভালবাসার চেয়েও বড় জাতির স্বাধীনতা, হীনমন্যতায় ভুগে ভুগে মৃত্যুর চেয়ে রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু অনেক বেশী সম্মানের।

ইন্দ্রাণী। তুমি কি ভাব, পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা জয়ী হবে? আমার তো মনে হয়, এ তোমার অলীক স্বপ্ন!

সমর। স্বপ্ন? হয়তো তাই। লক্ষ্মণাবতীর সৌভাগ্য-রবি যেদিন অস্তমিত হলো, বিধর্মীর পদতলে লাঞ্ছিত হলো বাঙালীর ভাগ্যলক্ষ্মী, স্বাধীন বাংলার বুকে প্রোথিত হলো ইসলামের বিজয় নিশান, এ স্বপ্ন বোধ হয় সেইদিন থেকেই দেখতে আরম্ভ করেছি।

ইন্দ্রাণী। কিন্তু তুমি—

সমর। কবে, কখন জানি না', অবচেতন মনের স্তরে স্তরে জমা হয়েছিল বিপ্লবের বহ্নিশিখা, নিজের একান্ত অজ্ঞাতে কখন যে দেশকে ভালবেসে ফেলেছি, নিজেই আমি বুঝতে পারিনি ইন্দ্রা!

ইন্দ্রাণী। তাহলে তুমি আমাকে বিবাহ করবে না?

সমর। আমাকে ক্ষমা কর ইন্দ্রাণী, তোমার মত একটা দেবভোগ্য পারিজাতকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে অকালে নষ্ট করে দিতে চাই না।

ইন্দ্রাণী। তাহলে কি চাও তুমি?

সমর। জানি না, আমি জানি না ইন্দ্রাণী—কি চাই আমি। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যেন দিক হতে দিগন্তে উল্কার মত ছুটে যাই। মনে হয়, ভারত মহাসাগরের উত্তাল-উর্মির সঙ্গে আমি যেন মিশে যাই। মনে হয় আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভাস্রোত হয়ে গোটা দেশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিই!

[প্রস্থান।

ইন্দ্রাণী। সমরদা—সমর—না, ওই অশান্ত-ঘূর্ণীর সঙ্গে আমিই বা কোথায় যাব? আমি নারী—আমার কাম্য স্বামী-সংসার-সন্তান, সুস্থ পরিবেশ। রাজনীতি আমার ধর্ম নয়, ধ্বংস আমার পেশা নয়। আলো দেখাও হে জগদীশ্বর! আমাকে একটুখানি আশার আলো দেখাও। [প্রস্থানোদ্যত]

দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

দুর্জয়। আশার আলো আমিই তোমাকে দেখাব ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী। আপনি?

দুর্জয়। হ্যাঁ ইন্দ্রাণী। তোমার পিতার সম্মতি আমি পেয়েছি, আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে।

ইন্দ্রাণী। তাই নাকি? সেনাপতি মশাই বুঝি সেই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছেন?

দুর্জয়। আজ আমার জীবন ধন্য ইন্দ্রাণী, তোমার মত নারীরত্ন লাভ যে-কোন পুরুষের গৌরবের বস্তু। দীর্ঘ চার বছর শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে শুধু তোমাকেই আমি কামনা করেছি ইন্দ্রা।

ইন্দ্রাণী। সপ্তগ্রামের ভাগ্যাকাশে নাকি দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে, অথচ দেশের প্রধান সেনানায়ক মশাই অন্তরে নারীর ধ্যান করে চলেছেন!

দুর্জয়। দেশে এখন পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। কতকগুলো স্বার্থান্বেষী বেইমান তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রটনা করে বেড়াচ্ছে—যুদ্ধ আসন্ন।

ইন্দ্রাণী। তাই নাকি?

দুর্জয়। নিশ্চয়ই। প্রয়োজন হলে আমরা বক্তিয়ারের সঙ্গে পুনর্বার সন্ধি করব, তবু দেশটাকে 'যুদ্ধ' নামক যমের মুখে ঠেলে দিয়ে রাজ্যের অমঙ্গল ডেকে আনব না।

ইন্দ্রাণী। সন্ধি করবেন—সুলতানের সঙ্গে?

দুর্জয়। নিশ্চয়ই।

ইন্দ্রাণী। অর্থাৎ বক্তিয়ারের পদলেহন করে তার করুণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আপনি জীবন বাঁচাতে চান, তাই নয়? ছিঃ কাপুরুষ! তার চেয়ে মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

দুর্জয়। না ইন্দ্রা, গোঁয়ার্তুমী করে নিজের জীবন যারা বিপন্ন করতে চায়, হয় তারা নির্বোধ—না-হয় বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ। সবলকে ভজনা করা রাজনীতিতে অন্যায় নয়।

ইন্দ্রাণী। চুপ কর তুমি সবলের সেবাদাস! তোমার মত কাপুরুষের গলায় মালা পরাবার জন্যে ইন্দ্রাণীর জন্ম হয়নি।

দুর্জয়। ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী। হ্যাঁ দুর্জয় সিংহ। দেবভোগ্যা পারিজাত কোনদিন বাঁদরের গলায় উঠবে না।

দুর্জয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তোমার পরিহাস সত্যিই উপভোগ্য ইন্দ্রাণী। বিবাহের পরে কিন্তু এই বাঁদরকেই তোমার স্বামীর অধিকার দিতে হবে।

ইন্দ্রাণী। হ্যাঁ সেনাপতি মশাই, একটা অধিকার তুমি নিশ্চয়ই পাবে।

দুর্জয়। পাব—পাব ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাবে, তবে স্বামীর অধিকার নয়।

দুর্জয়। তবে?

ইন্দ্রাণী। আমার পদসেবার অধিকার।

[প্রস্থান।

দুর্জয়। শয়তানী! তুমি যদি ভেবে থাক, একটা অজ্ঞাত-কুলশীল নীচবংশের সন্তানকে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করবে, সে তোমার আকাশ-কুসুম কল্পনা। আমি যা ভোগ করতে পারব না, অপরকেও তা ভোগ করতে দেবো না! তার জন্য যদি আমাকে নরকের অতল অন্ধকারে নেমে যেতে হয়, আমি তাই যাব—তবু তোমাকে আমি সুখের ঘর বাঁধতে দেবো না।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

ধিনিকেষ্টর বাড়ীর সম্মুখভাগ।

ঝাড়ুহস্তে কৃষ্ণকলির প্রবেশ।

কৃষ্ণকলি। [ঝাড়ু দিতে দিতে] ওঃ, সোয়ামী! অমন সোয়ামীর গলায় দড়ি! কথা বুঝবে না, বার্তা বুঝবে না—অকাট বাঙ্গাল। এর চেয়ে মা যদি আমাকে কেটে দু'খানা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিত, ঢের ভাল ছিল, হাড় জুড়োতো আমার। ঝাঁটাকে বলবে পিছা; যাচ্ছি তো মুখে আসবেই না, বলবে, যাইতাছি—

চাদর কাঁধে, ছাতা বগলে ধিনিকেষ্টর প্রবেশ।

ধিনিকেষ্ট। কালী, কেষ্টকালী—পেয়সী আমার—বলি হোনছো?

কৃষ্ণকলি। দেখ দেখ, মিনসের কথার ছিরি দেখ। ঘরে মা-বাবা রয়েছে, লোকটার সে আক্কেলটুকুও নেই গা? আ মরণ!

ধিনিকেষ্ট। মরুম ক্যান হালায়, আমি কি গরু চুরি করচি? নিজের বিয়া করা ইস্তিরি, তারে কইছি পেয়সী। খারাপটা কি কইছি হালায়?

কৃষ্ণকলি। চুপ, আবার কথা বলে!

ধিনিকেষ্ট। কি, হালার তুমি আমারে ধমকাবার লাগছো, আমি হালার মুন্সিগঞ্জের কুলীন, তুমি হালায় বউ অইয়া—

কৃষ্ণকলি। এই 'শালা' 'শালা' বলবে না বলে দিচ্ছি।

ধিনিকেষ্ট। দূর হালায়, এতক্ষণে এই বোঝলা? হালায় কইনা, এলায় কই। তুমি হালায় বিয়া করা ইস্তিরি, তোমারে হালায়, শালা কইতে পারি। এডা বোঝ না হালায়।

কৃষ্ণকলি। না, বুঝি না—যাও।

ধিনিকেষ্ট। কই যামু হালায়? যাওনের কি রাস্তা আছে? হালায় ঘটকালি করতে আইয়া নিজের ফান্দে নিজেই জড়াইয়া পড়লাম! এক্কেবারে হালায় ঘর-জামাই। হেঁ-হেঁ-হেঁ—

কৃষ্ণকলি। আমি কি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলাম—ওগো প্রাণ-নাথ, তুমি আমাকে বিয়ে কর?

ধিনিকেষ্ট। তুমি হালায় কবা ক্যান? আমিই তোমার চান-বদনখান দেইখ্যা ভুইল্যা গেলাম। হাচাইও কালি, জীবন ভইরা এত মাইয়া দেকলাম, তোমার মত একখানও দেখলাম না। তুমি আমার পরাণডারে গামচা দিয়া বানচো!

কৃষ্ণকলি। থাক থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। কোথায় যাচ্ছিলে—যাও। বেলা চৌপর হলে আমি কিন্তু ভাত কোলে করে বসে থাকব না।

চতুরাননের প্রবেশ।

চতুরানন। ও কেষ্টদা, কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?

ধিনিকেষ্ট। না রে বাই, যামু আর কই, বউয়ের লগে একটু ফষ্টি-নষ্টি করতাছি।

কৃষ্ণকলি। ছিঃ-ছিঃ, মুখের আড় নেই গা? বাইরের লোকের কাছেও ঘরের কথা? মিনসের আদিখ্যেতা দেখ। [প্রস্থান।

চতুরানন। হেঁ-হেঁ—তোমার বউখানা কিন্তু বেশ কেষ্টদা, যেন ইস্পাতের ছুরি। সাবধান কেষ্টদা, মিঞা ভাইরা কোনদিন না হাপিস করে দেয়।

ধিনিকেষ্ট। দেহো চতুর, আমার বউখান যদি লইয়াই যায়, অগো মাইয়া আইন্যা আমিও বিয়া করমু হালায়।

সশস্ত্র আজম খাঁর প্রবেশ।

আজম। এই কাফের, কি নাম তোদের?

ধিনিকেষ্ট। সেলাম হুজুর! আমার নাম আইজ্ঞা ধিনিকেষ্ট, বাপের নাম লবকেষ্ট, ঠাকুরদার নাম আইজ্ঞা—বটকেষ্ট, পোলার নাম রাখচি রাধাকেষ্ট।

আজম। চোপরাও কমবক্ত! কেয়া ঝুট-মুট কেষ্ট কেষ্ট করতা, নাম বাতাও—নাম বাতাও কমবক্ত!

ধিনিকেষ্ট। অই যে কইলাম হুজুর, আমার নাম ধিনিকেষ্ট, মুন্সি-গুঞ্জের কেষ্ট আমরা।

আজম। ধি-নি-কেষ্ট?

ধিনিকেষ্ট। আইজ্ঞা হ—ধিনিকেষ্ট, বাপের দেওয়া নাম হালায়, মিথ্যা কই না।

আজম। পেশা?

ধিনিকেষ্ট। আইজ্ঞা পেশা হালায়, ঘটক।

আজম। ঘোটক! মানে ঘোড়া?

ধিনিকেষ্ট। তোর পিণ্ডি হালার পুত!

আজম। কেয়া মতলব? পিণ্ডি?

ধিনিকেষ্ট। অইজ্ঞা পিণ্ডি বোঝলেন না হালায়? যহন মা-বাপের শ্রাদ্ধ হোতা, তখন চটকাতা। এ হগল আপনি বোঝবেন না হালায়, নতুন আইচেন তো?

আজম। নেহি সমঝে গা তো সমঝা দো। জানতে হো কাফের, ম্যায় কৌন হুঁ, গৌড়ের সিপাহশালার—মহম্মদ আজম খাঁ।

চতুরানন। আজ্ঞে হুজুর, আপনি যে গৌড়ের শালা, সে আমি পোষাক দেখেই বুঝতে পেরেছি।

আজম। শালা নেহি বেকুব। শালার, ইয়ানে সিপাহশালার।

ধিনিকেষ্ট। ও ব্যাডা গো-মুখ্যু হুজুর, ও বোঝবা কচুডা। আপনারে দেইখ্যাই আমি বুঝছি, নিশ্চয়ই হালায় মূখ্য সেনাপতি। শূয়ারের মত গোঁ, বিদ্যার ঘডে অষ্টরম্ভা, বুদ্ধির ঘডে কাচকলা, ও হালাগো দেখলেই চেনোন যায়।

আজম। বে-শক, বে-শক, তুমি বেশ বুদ্ধিমান, মগর তোমার জবান বড় শক্ত, কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

ধিনিকেষ্ট। হেঁ-হেঁ, এরই নাম হালায় প্রাকৃত বাংলা ভাষা।

আজম। বে-শক, বে-শক, আচ্ছা ঘোটক মোশা—

ধিনিকেষ্ট। মারি পিছা হালার কপালে! হালার পুত, ঘোটক নয়—ঘটক।

আজম। বে-শক ঘোটক! আচ্ছা তুমি বলতে পারো দোস্ত, রাজবাড়ীটা কোনদিকে?

চতুরানন। আমি জানি হুজুর, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

ধিনিকেষ্ট। চতুর, তুমি হালায় একখান রামছাগল। আপনি হুজুর এক কাম করেন, নাক বরাবর হালায় হাঁটতে আরম্ভ কইরা দেন, দেখবেন হালায়, ঠিক যোমের দুয়ারে পৌঁছবেন গিয়া।

আজম। কিন্তু আমি তো পথ চিনি না।

হাসেমের প্রবেশ।

হাসেম। রাজপ্রাসাদে যাবেন? আসুন আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব।

ধিনিকেষ্ট। দেহো হাসেম, খাল কাইট্যা কুমীর ঢুকাইও না। শেষকালে—

হাসেম। তুমি থামো। রাজা রুদ্রপ্রতাপ উচ্ছন্নে যাক, আমাদের কি? প্রজার পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, রাজা কোনদিন তাকিয়ে দেখেছে? ইসলামের রাজত্ব হলে আর কিছু না হোক, আমরা দুটো খেয়ে-পরে বাঁচব।

আজম। বাঃ দোস্ত! এই তো চাই। তুমি আমার সঙ্গে লক্ষণাবতীতে চলো—তোমাকে আমি যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবো। হিন্দুরা কাফের, হিন্দুরা বেইমান, ওরা দোজাকের শয়তান।

হাসেম। হুজুর!

আজম। শোভান আল্লা! একটা পাথরের মূর্তিকে ওরা পূজা করে, বলে—ওটা নাকি ভগবান। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ধনিকেষ্ট। হালার পুত, মরণ তোমার ঘনাইচে!

হাসেম। মরণ ওঁর ঘনায়নি, ঘনিয়েছে তোমাদের। হিন্দুধর্মে জাতিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে, ইসলামকে ঘৃণা করে যে পাপ তোমরা করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতেই হবে।

চতুরানন। হাসেম খাঁ!

হাসেম। আজ যদি বক্তিয়ার খিলজী সপ্তগ্রাম পরগণা আক্রমণ করে, নিম্নবর্ণের হিন্দু আর বাঙালী মুসলমানরা রুদ্রপ্রতাপকে সাহায্য করবে না।

আজম। এ্যাঁ—তাই নাকি? শোন দোস্ত, এই সংবাদটুকু পাবার জন্যই আমি সপ্তগ্রামে এসেছিলাম। হাজার হাজার কাফেরের খুনে সপ্তগ্রামের মাটি আমি লালে লাল করে দেব। [প্রস্থানোদ্যত]

সশস্ত্র সমরের প্রবেশ।

সমর। তার পূর্বে তোমার মাথাটাই রেখে যেতে হবে শয়তান!

আজম। কে তুই কাফের?

সমর। তোমার মৃত্যুদূত।

আজম। হুঁশিয়ার জাহান্নমকি-কুত্তা! জবান খিঁচ লুঙ্গা।

সমর। জেনে শুনেই তুমি সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করেছ আফগান! সপ্তগ্রামের মাটিতেই তোমাকে দেবো জীবন্ত কবর।

আজম। আয় কাফের, জাহান্নামের রাস্তাটা বাতলে দিচ্ছি।

[উভয়ের যুদ্ধ ; ধিনিকেষ্ট পেছন হইতে আজমের গলায় চাদরের ফাঁস লাগাইয়া টানিয়া ধরিল, আজম মাটিতে পড়িয়া গেল।]

আজম। শোভান আল্লা!

ধিনিকেষ্ট। গরুডারে বানছি সেনাপতি মশাই, এইবার আপনি হালারে দড়ি লাগায়েন।

আজম। [উঠিয়া] হুঁশিয়ার কাফের! বেইমানী করে—

সমর। বেইমানী? হে ইমানদার সিপাহশালার, কোন ইমানদারী দেখিয়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেছিলে? কোন ইমানের বশবর্তী হয়ে অধিকার করেছিলে দিল্লীর তখৎ-এ-তাউস? কোন ইমানের বশবর্তী হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত করেছ হিন্দুস্থানের শ্যামল মাটি? তোমাদের মত বেইমানের মুখে ইমানের কথা শোভা পায় না।

ধিনিকেষ্ট। অত কথায় কাম কি হালায়? লয়েন হুজুর, এডারে দিয়া হালচাষ করামু। লগে একটা বলদ জুইরা দিলে টানবে ভালো!

আজম। চোপরাও শূয়ার! আমার গ্রেপ্তারের খবর পেলে লাখো লাখো তুরাণী সেনা বন্যার স্রোতের মত ছুটে আসবে, দলে-পিষে চূর্ণ করে দিয়ে যাবে তোদের সাধের সপ্তগ্রাম পরগণা।

সমর। তাই দিক, তাই দিক শয়তান! জাহান্নামে বসে সেই সুন্দর দৃশ্যটাই না হয় দেখবে তুমি। চল বেইমান, ঘাতক তোমাকে পৌঁছে দেবে জাহান্নামের দরজায়।

[আজমকে লইয়া প্রস্থান।

চতুরানন। কাজটা কিন্তু ভাল করলে না তোমরা। হাজার হোক, রাজা-বাদশার জাত, ওদের মানই আলাদা।

ধিনিকেষ্ট। চতুর! যাও হালায়, বৌমার আঁচলের তলায় ঢুইক্যা থাহো গিয়া, মরণ কিন্তু আইত্তাছে।

হাসেম। সমর সিংহের মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছে। বক্তিয়ার খিলজী মূষিক নয়, জীবন্ত শার্দুল। তাঁর একটা ইঙ্গিতে সপ্তগ্রাম ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবে।

কৃষ্ণকলির পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণকলি। তোমাদের মত ভেড়ার পাল যে দেশের নাগরিক, সে দেশ উচ্ছন্নে যাওয়াই উচিত।

ধিনিকেষ্ট। বাঃ বউ, খাশা কইচো হালায়।

হাসেম। তুমি আমাকে অপমান করছো কালী?

কৃষ্ণকলি। অপমান! তোমাদের মান-অপমান জ্ঞান আছে কাপুরুষ? তোমরা ভাত খাবে সপ্তগ্রামের রাজার, আর গুণ গাইবে বক্তিয়ার খিলজীর।

চতুরানন। এ তোমার অন্যায় কথা। এই যে সমর সিংহ সেপাই শালাকে বেঁধে নিয়ে গেলেন, এর পরিণাম ভেবে দেখেছ?

কৃষ্ণকলি। সমর সিংহেরই দোষ দেখছো তোমরা, আর ওই বিধর্মী যে তোমাদের দেবতাকে বললে পাথরের মূর্তি—

হাসেম। ঠিকই বলেছে। ও পাথরের মূর্তিতে ভগবান আছে, এ কথা যে বিশ্বাস করে—হয় সে নির্বোধ, না-হয় মিথ্যেবাদী।

কৃষ্ণকলি। হাসেম!

হাসেম। তুমি কোনদিন দেখেছ? যা দেখিনি তা কি করে বিশ্বাস করি বলো?

কৃষ্ণকলি। দেখতে পাচ্ছ না বলে ভগবানকে বিশ্বাস কর না? বাতাস কি দেখতে পাচ্ছ বুদ্ধিমান? বদর মুনসী যে তোমাকে জন্ম দিয়েছিল, তা কি তুমি দেখেছিলে পণ্ডিত?

হাসেম। বড় বেশী বাজে বকছিস কালী। আমার গায়ের খুন কিন্তু টগ বগ করে ফুটছে। নেহাৎ গাঁয়ের মেয়ে, তাই চুপ করে গেলাম—অন্য কেউ ওকথা বললে টুঁটি টিপে শেষ করে দিতাম। [প্রস্থান।

কৃষ্ণকলি। দু'পাতা লেখাপড়া শিখেই, দুনিয়ার সবকিছু অবিশ্বাস করতে শিখেছে?

ধিনিকেষ্ট। দেবী, মানময়ী মনিদানম্, দেহিপদ বল্লভমুদারম্। হালায়, তোমার অকাট্য যুক্তি দেইখ্যা আমি হালায় স্তম্ভিত হইয়া গেছি। তুমি হালায় সাইক্ষাৎ সরস্বতী।

কৃষ্ণকলি। দেখ, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না। [প্রস্থান।

ধিনিকেষ্ট। কালী—পিয়ে, পাণেশ্বরী, আমার পরাণের মধ্যিখান, হুইন্যা যাও—হুইন্যা যাও কালী। [প্রস্থান।

চতুরানন। সমর ব্যাটা সেপাই শালাকে ধরে নিয়ে গেল। সুলতানের কাছে খবরটা দিতে পারলে মোটামুটি বকশিস পাওয়া যাবে, এমন কি চাকরিও জুটে যেতে পারে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

চাঁদবেগমের প্রবেশ।

চাঁদবেগম। অন্ধকার, অন্ধকার—চারিদিকে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার। সেই ঘন তমিস্রার বুকে আমি শুধু প্রেতিনীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি! আলো দেখাও—আলো দেখাও হে ঠাকুর, একটুখানি আশার আলো আমাকে দেখাও। আমি যে আর পারছি না! [আসনে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিল]

আলিমর্দানের প্রবেশ।

আলিমর্দান। চন্দ্রা!

চাঁদবেগম। না-না, ও নামে তুমি আর আমায় ডেকো না। চন্দ্রাবতী মরে গেছে—আজ আমি গৌড়েশ্বরী চাঁদবেগম।

আলিমর্দান। চন্দ্রা!

চাঁদবেগম। পারছি না, এই ক্লেদাক্ত ঘৃণিত জীবনের বোঝা আমি বইতে পারছি না। [কাঁদিতে লাগিল]

আলিমর্দান। আমি বুঝতে পারছি না চন্দ্রা, একটা সুপ্ত সিংহকে কেন তুমি সপ্তগ্রামের ওপর লেলিয়ে দিলে। কি তোমার

উদ্দেশ্য? তুমি কি চাও চন্দ্রা, বাংলার বুক থেকে হিন্দুর গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হয়ে যাক?

চাঁদবেগম। তুমি বুঝতে পারছো না, কেন আমি বক্তিয়ারের অঙ্কশায়িনী হয়েছি। যেদিন শয়তান বক্তিয়ার খিলজী জোর করে আমার নারীধর্ম হরণ করেছিল, সেদিন কি আমি আত্মহত্যা করে সমস্ত জ্বালার অবসান করে দিতে পারতাম না?

আলিমর্দান। চন্দ্রা!

চাঁদবেগম। চন্দ্রা, তোমার চন্দ্রাবতী আজ চাঁদবেগম। তোমার মত গুণবান স্বামী জীবিত থাকতে, আজ আমি ইসলামের শয্যা-সঙ্গিনী। কিন্তু কেন? কেন আমি দিনের পর দিন মাসের পর মাস তোমারই চোখের সামনে একটা জানোয়ারের পাপ লালসার আগুনে তিলে তিলে আত্মাহুতি দিচ্ছি?

আলিমর্দান। আমি জানি চন্দ্রা, সুযোগ বুঝে তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও। নইলে স্বামী-সন্তান জীবিত থাকতে কোন মেয়েই পারে না এমনিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। তবু—

চাঁদবেগম। তবু? বলো, তবু কেন? কোথায় তোমার দ্বিধা? তুমি কি আমার এ কাজ সমর্থন করো না? বলো, বলো—তুমি চুপ করে থেকো না! তাহলে আমি যে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলবো। বলো—বলো, ওগো তুমি একটিবার বলো—চন্দ্রা, তুমি ঠিক পথে চলেছো।

আলিমর্দান। চন্দ্রা! হতভাগ্য বিনায়ক দেবরায়ের অন্তরের ব্যথা এ পৃথিবীতে কেউ বুঝবে না। আমারই চোখের সামনে দিনের পর দিন তুমি একটা জানোয়ারের পাপ লালসা চরিতার্থ করে চলেছো। ব্যাভিচারে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে—

চাঁদবেগম। ব্যাভিচার!

আলিমর্দান। আমার বুকের মাঝে সহস্র বাসুকি যেন একই সঙ্গে দংশন করে। ওঃ! এর চেয়ে আমি যদি মরতে পারতাম—

চাঁদবেগম। কিন্তু—কিন্তু আমি কি নিজের সুখের জন্য এই ঘৃণিত পথ বেছে নিয়েছি? আমি কি হীরে-জহরৎ-মণি-মুক্তার লোভে দেহ বিক্রয় করেছি? আমি কি গৌড়ের রাজ্ঞী হবার লোভে—

আলিমর্দান। যার জন্যই করে থাকো, ব্যাভিচার চিরদিনই ব্যাভিচার! পাপের পঙ্কিল আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে তোমার ওই দেহের বিনিময়ে তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর অধিকারও দাও—

চাঁদবেগম। স্বামী! স্বামী!

আলিমর্দান। সত্যিই তুমি যদি আমার ধর্মপত্নী হতে, আত্মহত্যা করে এই গ্লানি থেকে মুক্তি নিতে চন্দ্রা! তুমি বুঝতে পারবে না, আমারই চোখের সামনে জানোয়ারটা যখন বুকে চেপে তোমাকে আদর করে—তখন আমার ইচ্ছে হয়, দুটোকেই একসঙ্গে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিই! ওঃ—চন্দ্রা! সর্বনাশী! কলঙ্কিনী!

চাঁদবেগম। [ডুকুরিয়া কাঁদিয়া] বোলো না—বোলো না স্বামী, অমন করে তুমি বোলো না। আমি ইষ্টদেবতার নামে শপথ করে বলছি—এ দেহের প্রতিটি তন্ত্রী, প্রতিটি রক্ত-কণিকা আজও তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

আলিমর্দান। না-না, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। জগতের সমস্ত নারী জাতটার ওপরেই আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। নারী শুধু নরকের দ্বার, নারী শুধু পাপ-লালসার সঙ্গিনী—

চাঁদবেগম। বিশ্বাস করো, ওগো তুমি বিশ্বাস করো, শয়তানের কলুষ স্পর্শে আমার দেহটা অপবিত্র হয়ে গেছে, কিন্তু মনটা এখনো তোমার—

আলিমর্দান। ও-সব কথা কাব্য-নাটকেই শোভা পায় চন্দ্রা, বাস্তবে নারী হচ্ছে পূতিগন্ধময় নরক, জীবন্ত পাপ, নরকের ঘৃণ্য কৃমিকীট! আমি তোমাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি—ঘৃণা করি!

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। আ-আমি—আমি জীবন্ত পাপ? পূতিগন্ধময় কৃমি-কীট? স্বামী—আমার স্বামী আমাকে ঘৃণা—হাঃ-হাঃ-হাঃ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি কুম্ভীপাক নরক, আমি পিশাচী, আমি রাক্ষসী! হাঃ-হাঃ-হাঃ—[দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিল]

নেপথ্যে রমজান। মা—মা-সাহেবা!

চাঁদবেগম। না-না, আমি কারো মা নই। আমি রাক্ষসী, আমি পিশাচী—আমি জীবন্ত পাপ—

রমজানের প্রবেশ।

রমজান। মা-সাহেবা। তুমি এখানে? আর আমি তোমাকে সারা মহল খুঁজে বেড়াচ্ছি।

চাঁদবেগম। কে বলেছে আমি তোর মা?

রমজান। বা রে, দাদা বললে যে!

চাঁদবেগম। কি বলেছে মহম্মদ?

রমজান। দাদা বললে, তুমি মরে বেহেস্তে গিয়েছিলে, আবার ফিরে এসেছো।

চাঁদবেগম। সুলতান-হারেমে আমার মত আরও অনেক মা আছে তোর—তাদের কাছেই যা, আমাকে বিরক্ত করিস না রমজান।

রমজান। বা রে, তাদের গান শোনবার সময় কোথায় ?

চাঁদবেগম। কেন, কি করছে তারা ?

রমজান। খালি সাজ-গোজ করছে আর গয়না গড়াচ্ছে। আমার নতুন গানটা শুনবে না মা-সাহেবা ?

চাঁদবেগম। বেশ, গান শুনিয়েই কিন্তু চলে যাবি।

রমজান। তোমার হুকুম আমার মনে থাকবে মা-সাহেবা।

চাঁদবেগম। গাও।

রমজান।—

গীত।

হে বিভু ভগবান!
জীবনের গ্লানি দাও গো মুছায়ে কর গো করুণা দান।
কতদিন আমি ডেকেছি তোমায় অশ্রু সাগরে ভাসি—
তবু তো তোমার হলো না করুণা দিলে না দেখা যে আসি;
নেমে এস প্রভু নেমে এস তুমি, হে খোদা মেহেরবান।

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। কতদিন আমি ডেকেছি তোমায় অশ্রুসাগরে ভাসি, তবু তো তোমার হলো না করুণা, দিলে না তো দেখা আসি ? নেমে এস প্রভু, নেমে এস তুমি"—কে নেমে আসবে রমজান ? খোদা, না ভগবান ? অভাগিনী চন্দ্রাবতীর দুঃখ দূর করতে কে নেমে আসবে ? না-না, কেউ আসবে না—হিন্দুর ভগবান বিধর্মীর পদাঘাতে মন্দির থেকে পলায়িত। কেউ আসবে না—কেউ আসবে না। [কাঁদিতে লাগিল]

নেপথ্যে বক্তিয়ার। চাঁদবেগম! চাঁদবেগম!

চাঁদবেগম। ওই আসছে জানোয়ার—যার কলুষ স্পর্শে আমার

নারীত্ব, আমার মাতৃত্ব পথের ধূলোর সঙ্গে মিশে গেছে। রক্ত চাই—রক্ত চাই—ওই জানোয়ারের তাজা রক্তে আমার সমস্ত কলঙ্ক—

নেশায় আরক্ত চোখে বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কোতল করবো! কোতল করবো! বান্দা, বাঁদী, সেপাই, বরকন্দাজ—সব বেইমানগুলোকে আমি কোতল করে জাহান্নামে পাঠাবো!

চাঁদবেগম। জাঁহাপনা!

বক্তিয়ার। হুঁশিয়ার কসবী!

চাঁদবেগম। জনাব!

বক্তিয়ার। কে? চাঁদ! চাঁদ! মেরে আসমান কি চাঁদনী, মেরে জীন্দেগী কা খোয়াব. আমি তো তোমাকেই খুঁজছি। আও—আও মেরে পাশ—[হাত বাড়াইল]

চাঁদবেগম। আমি না হয় অন্য বেগমকে ডেকে দিচ্ছি জাঁহাপনা।

বক্তিয়ার। নেহি—নেহি। মেরে আসমান কি হুরী—তুম্ মাৎ যাও! এসো চাঁদ, আমার তপ্ত অধরে একটি সোহাগ-চুম্বন এঁকে দিয়ে আমার জীন্দেগী ধন্য করে দাও। [চাঁদবেগমকে আলিঙ্গনে উদ্যত]

সহসা আলিমর্দানের পুনঃ প্রবেশ।

আলিমর্দান। [দৃশ্যটি দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া] ওঃ ভগবান! অসহ্য—অসহ্য!

চাঁদবেগম। কে?

বক্তিয়ার। কৌন হ্যায় বেইমান?

আলিমর্দান। বন্দেগী আলমপনা, বান্দার কসুর মাফ করবেন খোদাবন্দ! সপ্তগ্রাম পরগণা থেকে এক হিন্দু এসেছে সিপাহশালার আজম খাঁর সংবাদ নিয়ে।

বক্তিয়ার। এখানে কেন বেকুব? তাকে দরবারে হাজির কর।

আলিমর্দান। জো হুকুম মেহেরবান। [প্রস্থানোদ্যত]

বক্তিয়ার। বান্দা আলিমর্দান—

আলিমর্দান। আদেশ করুন জনাব!

বক্তিয়ার। কাফেরটাকে এখানেই নিয়ে এসো।

আলিমর্দান। জী হজরৎ আলি!

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। সমর সিংহের পরিচয় জানবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম জাঁহাপনা।

বক্তিয়ার। হ্যাঁ—গুপ্তচর সংবাদ এনেছে সমর সিংহ রাজভৃত্য ভজনের ছেলে।

চাঁদবেগম। আশ্চর্য! ভৃত্যের ছেলে হয়েছে সহকারী সেনাপতি? এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য জাঁহাপনা?

বক্তিয়ার। আমারও সন্দেহ জন্মেছিল। তাই আজম খাঁকে পাঠিয়েছি সঠিক সংবাদ জানবার জন্য। একমাত্র সমর সিংহের বীরত্বের জন্যই সপ্তগ্রাম তুর্কীর অধিকারে আসেনি।

আলিমর্দানের সঙ্গে চতুরাননের প্রবেশ।

চতুরানন। সেলাম হুজুর!

বক্তিয়ার। বল কাফের, আজম খাঁর কি সংবাদ জানিস তুই?

চতুরানন। আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের শালাবাবু ধরা পড়েছেন।

বক্তিয়ার। কি বলছিস বেকুব? আজম খাঁ ধরা পড়েছে?

চতুরানন। আজ্ঞে, মিথ্যে বলছি না হুজুর। সমর সিংহ শালা-বাবুর গলামে কাপড় বাঁধকে টানতে টানতে নিয়ে যাতা—বলতা, আর একটা বলদ সঙ্গে দিয়ে হাল টানায়গা।

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বক্তিয়ার। চাঁদ!

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—লোকটার ভাষা শুনুন জাঁহাপনা, আজম খাঁকে দিয়ে হাল টানায়গা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বক্তিয়ার। বাংলায় বল বেইমান। বল—কি হয়েছে?

চতুরানন। আজ্ঞে হুজুর, মনে করুন, শালাবাবু সমর সিংহকে বেশ কায়দা করে এনেছে, এমন সময় কেউ যদি আপনার গলামে কাপড় বাঁধকে চিৎ করে ফেলে দেয়, আপনি কি করবেন হুজুর?

বক্তিয়ার। আলিমর্দান!

আলিমর্দান। জনাব!

বক্তিয়ার। কাফেরটাকে দশ ঘা পয়জার মেরে দূর করে দাও।

চতুরানন। মোটে দশ পয়জার হুজুর? আরও কিছু বেশী দিতে বলুন, গরীব মানুষ হুজুর—অনেক কষ্ট করে এসেছি। আরও দশ পয়জার—

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—জনাব! লোকটা একদম বোকা। যদি অনুমতি দেন, ওকে আমি নোকরিতে বহাল করব।

বক্তিয়ার। যাও বেইমান, বেগম তোমাকে নোকরি দেবেন।

চতুরানন। আজ্ঞে, পয়জার দেবেন বললেন—

বক্তিয়ার। ভাগ বেহুদা, নইলে ঘাড় থেকে মাথাটাই নামিয়ে দেবো।

চাঁদবেগম। এস আমার সঙ্গে।

[ভীত চতুরাননকে লইয়া চাঁদবেগমের প্রস্থান।

বক্তিয়ার। আলিমর্দান!

আলিমর্দান। ফরমাইয়ে জনাব!

বক্তিয়ার। ওই উল্লুটার কথা কিছুই বোঝা গেল না। তুমি আমার পত্র নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বে সপ্তগ্রাম যাত্রা কর। রাজা রুদ্রপ্রতাপকে আমার ফরমান দেখাবে। সত্যিই যদি আজম খাঁর কোন বিপদ ঘটেই থাকে, তোপের মুখে আমি সপ্তগ্রামকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসব।

[প্রস্থান।

আলিমর্দান। আমার বুকের মাঝে কিল-বিল করছে কতকগুলো গোখরো সাপ। কিন্তু ছোবল মারবার সুযোগ পাচ্ছে না। আমার চন্দ্রাবতী আজ ইসলামের অঙ্কশায়িনী! ইচ্ছে হয়, ওই শয়তানিকে আমি—না-না, চন্দ্রার কি অপরাধ? স্বামী হয়ে আমি তো তাকে সবল হস্তে রক্ষা করতে পারিনি। মৃত্যু দাও হে জগদীশ্বর! এই অভিশপ্ত জীবন থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম—দরবার।

ভজন ও সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। না, তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারছি না বাবা, আমার মাতৃভূমির যারা অমর্যাদা করবে, তাদের সঙ্গে আমার কোন আপোষ নেই।

ভজন। পান্না, আমার কথা শোন বাবা—দেশের রাজা আছেন, মন্ত্রী সেনাপতি আছেন, তাঁরা যা ভাল মনে করবেন তাই হবে, তুই কেন স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে গলা দিতে যাচ্ছিস?

সমর। বাবা—

ভজন। লক্ষ্মণাবতীর যুদ্ধের কথা কতবার তোকে বলেছি। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, নারীধর্ষণ, এই সব হচ্ছে ইসলামের উপজীবিকা। কোন ন্যায়-নীতি, মায়া-মমতার ধার ওরা ধারে না। তাই বলছি বাবা—রাজনীতির মধ্যে মাথা না গলিয়ে—

সমর। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় বাবা! রাতের আঁধারে কার করুণ কান্না যেন আমি শুনতে পাই। সুপ্তিমগ্ন সপ্তগ্রামের আকাশে-বাতাসে সেই কান্না যেন সর্বহারার বেদনা নিয়ে আমার শ্রবণ-তন্ত্রীতে বার-বার আঘাত করে।

ভজন। পান্না!

সমর। হ্যাঁ বাবা। আমি যেন শুনতে পাই দূর—বহুদূর থেকে কে যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বিরাট একটা প্রাসাদ—তার মধ্যে কারা যেন আর্ত চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। কারা—ওরা কারা?

ভজন। চল পান্না, আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই। লড়াইয়ের মধ্যে তোকে আমি যেতে দেবো না পান্না! আমার পা ছুঁয়ে তুই শপথ করে বল—তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ—

সমর। না, তা হয় না বাবা, আমি যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি।

ভজন। পান্না!

সমর। দেশের মাটি স্পর্শ করে আমি শপথ করেছি বাবা, যতদিন আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, ততদিন আমি স্বেচ্ছাচারীর বিরুদ্ধে চালিয়ে যাবো আপোষহীন সংগ্রাম।

ভজন। পান্না!

সমর। তুর্কীর বিষদন্ত উৎপাটন করে দেশের মাটিতে প্রোথিত করবো স্বাধীন বাংলার বিজয় নিশান! বেইমান বক্তিয়ার খিলজীর তপ্ত রক্তধারায় মুছে ফেলবো রাজা লক্ষ্মণসেনের চরম পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা।

[প্রস্থান।

ভজন। পান্না! পান্না! শোন বাবা, কথা শোন—

[প্রস্থান।

বন্দী আজম খাঁকে লইয়া দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

দুর্জয়। মহারাজ এখনো দরবারে আসেননি, এই অবসরে আমাদের কথাবার্তা সেরে ফেলা যাক।

আজম। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দোস্ত, সর্ব বিষয়ে আপনি গৌড়ের সাহায্য পাবেন।

দুর্জয়। কিন্তু আপনারা যদি চুক্তিভঙ্গ করেন?

আজম। দুর্জয় সিংহ! ইসলাম আর যাই করুক, কথার খেলাপ করে না। জান দিয়ে আমরা জবানের ইজ্জৎ রক্ষা করি।

দুর্জয়। আমি আর কিছু চাই না, চাই শুধু সপ্তগ্রামের সিংহাসন।

আজম। বে-শক, পাঠানবাহিনী আপনাকে সাহায্য করবে।

দুর্জয়। বেশ, আমিও তাহলে চেষ্টা করবো যাতে আপনি মুক্তি পান। মহারাজের সামনে আপনাকে আমি কুৎসিৎ ভাষায় আক্রমণ করব. নইলে ওঁরা আমাকে সন্দেহ করবেন।

আজম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বহুৎ আচ্ছা দোস্ত—বহুৎ আচ্ছা!

দুর্জয়। [নিম্নস্বরে] ওই বুঝি রাজাবাহাদুর দরবারে আসছেন। [উচ্চস্বরে] তোমাকে আমি জীবন্ত কবর দেবো শয়তান!

আজম। দুর্জয় সিংহ!

দুর্জয়। চুপ নেমকহারাম! তোমাকে আমি ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব!

রুদ্রপ্রতাপ, রণদেব ও সমর সিংহের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। গৌড়ের মহামান্য সেনাপতি মহম্মদ আজম খাঁ! গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমরা কি কিছু অন্যায় করেছি?

দুর্জয়। এইসব দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদের সঙ্গে সৌজন্য প্রকাশের কোন অবকাশ নেই রাজাবাহাদুর। মৃত্যুদণ্ডই হচ্ছে গুপ্তচরের একমাত্র শাস্তি।

আজম। যদি শক্তি থাকে মৃত্যুদণ্ডই আমাকে দাও কাফের!

দুর্জয়। তোমার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে নেমক ছিটিয়ে দেবো শয়তান! বলো বেইমান, কেন তুমি সপ্তগ্রামে অনধিকার প্রবেশ করেছিলে?

আজম। কাফের কুত্তাদের কথার জবাব দিতে আমি ঘৃণাবোধ করি।

দুর্জয়। তোমাকে আমি হত্যা করব জানোয়ার! [অস্ত্র নিষ্কাসন]

সমর। আহা-হা, ওটাকে আবার বার করছেন কেন? কেটে-টেটে রক্ত বেরিয়ে যেতে পারে।

দুর্জয়। রাজাবাহাদুর! এই অর্বাচীনকে আপনি সংযত হতে বলুন, নইলে দরবার কক্ষ রক্তরঞ্জিত হবে।

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ! তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমার দেশপ্রেম সন্দেহাতীত। কিন্তু তোমার অশালীন ব্যবহারে আমি ক্ষুব্ধ।

রণদেব। ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ছেলেটা সব সময় সত্যি কথা বলে। ওরে নির্বোধ! শাস্ত্রে আছে—অপ্রিয় সত্য চিরকাল বর্জনীয়।

দুর্জয়। আপনি কি বলতে চাইছেন বৃদ্ধ?

রণদেব। আমি আর কি বলবো বাপু, বুড়ো মানুষের কথা শোনেই বা কে? আমি তো আর তোমাদের মত উচ্চগ্রামে সংলাপ বলতে পারি না।

দুর্জয়। তুর্কীর বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে আমিও প্রমাণ করে দেবো, ক্ষত্রিয় সন্তান দুর্জয় সিংহ শুধু আরামের জীবন ভোগ করতেই অভ্যস্ত নয়, প্রয়োজন হলে জাতির জন্য সে প্রাণ বিসর্জন দিতেও পারে।

রুদ্রপ্রতাপ। আমিও তোমার কাছে সেই প্রত্যাশাই করি দুর্জয় সিংহ। সমগ্র গৌড় আজ তুর্কীর কবলে, ব্যতিক্রম শুধু সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম বিপন্ন হলে হিন্দুর সনাতন ধর্মের অস্তিত্বই মুছে যাবে বাংলার মাটি থেকে।

দুর্জয়। বলো তুর্কী, কি উদ্দেশ্য নিয়ে সপ্তগ্রামে প্রবেশ করেছিলে?

আজম। তোমাদের কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

দুর্জয়। তোমাকে আমি জীবন্ত কবর দেবো শয়তান!

সমর। হাতে পেয়ে লোকটার ওপর তম্বি করছেন কেন?

দুর্জয়। সমর সিংহ!

সমর। যদি শক্তি থাকে, ওর সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে চলুন—বীরত্বটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

দুর্জয়। রাজাবাহাদুর! একটা অজ্ঞাতকুলশীল কুলাঙ্গারের স্পর্ধা আমাকে সহ্য করতে হবে? পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত একটা জারজ সন্তান—

সমর। হুঁশিয়ার জানোয়ার! আমার জন্ম সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে, আমি তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবো। আমার পিতা—

দুর্জয়। রাজভৃত্য ভজন তোর পিতা নয়—তুই পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটা কুকুর।

সমর। তবে রে দেশদ্রোহী! [অস্ত্র নিষ্কাসন]

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ!

সমর। ওর কথা প্রত্যাহার করতে বলুন রাজাবাহাদুর, নইলে স্বয়ং বিধাতাও ওকে রক্ষা করতে পারবেন না।

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু দুর্জয় তো মিথ্যে বলেনি সমর, সত্যিই তোমার কোন বংশ-পরিচয়—

সমর। রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যাঁ। ভজন তোমার পিতা নয়, তবে শিশুকাল থেকে তোমাকে লালন পালন করছে।

সমর। চুপ করুন, চুপ করুন রাজা রুদ্রপ্রতাপ! বন্ধ করুন আপনার বাক্যের কশাঘাত—

রণদেব। সমর—সমর—

সমর। আমি—আমি পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত—আমি পরিচয়হীন পথের কুকুর? আমার কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই? কোথায়—কোথায় সেই রাজভৃত্য, আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করব, কি আমার পরিচয়? যদি উপযুক্ত জবাব না পাই, শয়তানকে আমি হত্যা করব।

[প্রস্থান।

রণদেব। সমর—সমর সিংহ—একি করলে রাজা? সপ্তগ্রামের শক্তির স্তম্ভটাকে তুমি এমনিভাবে ভেঙে দিলে?

রুদ্রপ্রতাপ। রণদেব!

রণদেব। একটা মাতৃ-পিতৃহারা সন্তান, পারলে না তাকে আপন বলে বুকে তুলে নিতে? পারলে না একটু সান্ত্বনার বাণী শোনাতে?

দুর্জয়। ওকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে আপনিই তো রয়েছেন। যান—দু' ফোঁটা কুম্ভীরাশ্রু ঢেলে আসুন।

রণদেব। ওর জন্য আমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না, ফেলতে হবে রাজা রুদ্রপ্রতাপকে।

আজম। আমি জানতে চাই রাজা, এই বিচারের প্রহসন আর কতক্ষণ ধরে চলবে?

রুদ্রপ্রতাপ। আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন?

আজম। না।

রুদ্রপ্রতাপ। না? সপ্তগ্রামে অনধিকার প্রবেশ করে পূর্বের সন্ধির শর্ত আপনি লংঘন করেননি?

আজম। রাজ-চক্রবর্তী মহারাজ রুদ্রপ্রতাপ! আপনার কন্যার আসন্ন বিবাহের কথা সুলতান শুনেছেন। তাই তিনি কিছু হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তা পাঠিয়েছিলেন বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে।

রুদ্রপ্রতাপ। আজম খাঁ!

আজম। হ্যাঁ রাজাবাহাদুর। কিন্তু তার প্রতিদান হিসাবে আপনি আমাকে শুধু অপমানই করেননি, প্রকাশ্য দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। জানেন এর পরিণাম?

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু—

আজম। সুলতান বক্তিয়ার খিলজী এই অজুহাত দেখিয়ে যদি সপ্তগ্রাম অবরোধ করেন—

দুর্জয়। কিন্তু কোথায় সেই হীরে-জহরৎ তুমি যে মিথ্যে বলছো না তারই বা প্রমাণ কি?

আজম। হিন্দু কাফেরদের মত ইসলাম কোনদিন মিথ্যে জবান বলে না। তোমাদের সহকারী সেনাপতি সমর সিংহ আমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে সেই ধনরত্ন লুণ্ঠন—

দুর্জয়। রাজাবাহাদুর! সেনাপতিকে বন্দী করে আমরা কি তাহলে ভুল করলাম?

রুদ্রপ্রতাপ। আপনি সত্যি বলছেন আজম খাঁ? সুলতানের দেওয়া উপঢৌকন সমর সিংহ আত্মসাৎ করেছে?

আজম। খোদার কসম রাজা-সাহেব! আপনি আমাকে কারারুদ্ধ করে গৌড়ে লোক পাঠিয়ে সংবাদের সত্যতা যাচাই করুন।

রণদেব। তোমার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

আজম। উজির সাহেব!

রণদেব। তোমার চোখের চাউনি বলছে—তুমি মিথ্যেবাদী, প্রতারক!

দুর্জয়। আর আপনার মুখশ্রী আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে—আপনি শুধু কপটাচারী নন, দেশদ্রোহী—বেইমান!

রণদেব। দুর্জয় সিংহ!

দুর্জয়। আপনার মনোভাব আমি জানি মন্ত্রীমশাই! আপনি চান, দেশটাকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়ে শান্তির সমাধি রচনা করতে। বৃদ্ধ হয়ে আপনার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, এবার আপনি সসম্মানে বিদায় নিন।

রণদেব। রাজা রুদ্রপ্রতাপ! তোমার দরবার আমি চিরদিনের মতই ত্যাগ করে যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

রুদ্রপ্রতাপ। রণদেব!

রণদেব। যে সভায় পদমর্যাদার সম্মান নেই, ন্যায়নীতির বালাই নেই, একটা সেনাপতি যেখানে রাজনীতির খেলায় ক্ষমতা হস্তগত করতে চায়, সেখানে রণদেব বর্মা কোনদিন আসবে না।

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। রণদেব—রণদেব—বন্ধু! আমি বুঝতে পারছি না কি আমার কর্তব্য? কাকে আমি বিশ্বাস করবো?

দুর্জয়। আপনি আমার ওপর ভরসা রাখুন দেব, দেশের স্বাধীনতা আমি বিপন্ন হতে দেবো না।

রুদ্রপ্রতাপ। বেশ, আজম খাঁকে মুক্ত করে দাও। খান সেনাপতি, সুলতানকে আমার সশ্রদ্ধ সেলাম জানাবেন, আর মেহেরবানী করে ভুলে যাবেন এই অপমানের কথা। যুদ্ধ আমি চাই না, আমি চাই শান্তি—শান্তি।

[প্রস্থান।

আজম। শান্তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দুর্জয়। তোমার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করছি বন্ধু, সত্যিই তুমি বাহাদুর!

আজম। সুক্রিয়া—হাজার হাজার সুক্রিয়া দোস্ত! এই উপস্থিত বুদ্ধির দৌলতেই আমরা মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে গৌড় দখল করেছিলাম।

দুর্জয়। চল—তোমাকে প্রাসাদের বাইরে পৌছে দেবো।

আজম। চল, আবার আমাদের দেখা হবে, কি বলো দোস্ত? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দুর্জয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নিশ্চয়—নিশ্চয়।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ভজনকে টানিয়া লইয়া সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। বলো, এখনো বলো বৃদ্ধ—কে আমার পিতা? নইলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

ভজন। পান্না—পা—

সমর। আমি কোন কথা শুনতে চাই না, বলো—কোথায় আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

ভজন। তুই বিশ্বাস কর বাবা, আমি তোর—

সমর। না-না-না, আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ভণ্ড, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি মিথ্যেবাদী! তুমি আমার পিতা নও, আমি পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত জারজ—

ভজন। [আর্তকণ্ঠে] পান্না!

সমর। জানো—জানো, আমার এই বুকের মাঝে বয়ে চলেছে আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভাস্রোত। আমার রক্তে জেগেছে ধ্বংসের আগুন—

ভজন। পান্না—বাবা—

সমর। পথের দীন-দরিদ্র অনাথ-আতুর, তাদেরও আছে দেবার মত পরিচয়। আর আমি?

ভজন। তুই—তুই বিশ্বাস কর বাবা, জন্মে তোর এতটুকু কলঙ্ক নেই, তুই পিতা-মাতার বৈধ সন্তান।

সমর। কলঙ্ক নেই তো পরিচয় গোপন করছো কেন? তুমি কি বুঝতে পারছো না, কি অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলে পুড়ে মরছি আমি? তোমার পায়ে ধরে আমি মিনতি করছি—বলো, বলো আমি কে?

ভজন। তু-তুই—তুই—

সমর। বলো—বলো, তোমার পান্নার দিব্যি—

ভজন। তুই—তুই রাজার ছেলে।

সমর। কি—কি বললে? আমি—

ভজন। হ্যাঁ পান্না। আমি ছিলাম তোর পিতার গৃহভৃত্য।

সমর। কোথায়—কোথায় আমার পিতা? কোথায় আমার গর্ভধারিণী মা? বলো—বলো, তুমি আর আমায় উৎকণ্ঠায় রেখো না।

ভজন। বলবো, আজ তোকে সব বলবো পান্না। কিন্তু তুই আমাকে কথা দে বাবা—সমস্ত শুনে, অযথা তুই মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বি না?

সমর। বেশ, আমি তোমাকে কথা দিলাম।

ভজন। প্রায় বিশ বছর আগে, বক্তিয়ার খিলজী গৌড় আক্রমণ করে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে। পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেন। তোর পিতা বিনায়ক দেবরায় ছিলেন অসুস্থ, মা ছিলেন আসন্নপ্রসবা। তোর বয়স তখন পাঁচ বছর।

সমর। তারপর?

ভজন। তোর মাতুল লক্ষ্মণসেন পালিয়ে যাবার পর, তুর্কীরা

প্রাসাদে লুঠতরাজ আরম্ভ করলে। তোর মা আমাকে বললেন— 'ভজন, পান্নাকে নিয়ে তুই কোথাও পালিয়ে যা, যদি বেঁচে থাকি'—

সমর। তারপর?

ভজন। তুর্কীদের চোখে ধুলো দিয়ে তোকে নিয়ে পালিয়ে এলাম সপ্তগ্রামে। রাজা রুদ্রপ্রতাপকে বললাম, তোকে আমি পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সমর। পরিচয় গোপন করলে কেন?

ভজন। পাছে তুর্কীর ভয়ে রাজা তোকে আশ্রয় না দেন, তাই। তোর পরিচয় জানতে পারলে শত্রুরা তোর অনিষ্ট করতে পারে।

সমর। বাবা—বাবা!

ভজন। বাবা? হ্যাঁ—আমি তোর বাবাই রে! পিতৃস্নেহে তোকে আমি তিলে তিলে মানুষ করেছি পান্না, কোনদিন বুঝতেও দিইনি তুই অনাথ, পিতৃ-মাতৃহারা। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তুই আমাকে শাস্তি দে বাবা, তুই আমাকে শাস্তি দে—

সমর। আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন?

ভজন। জানি না পান্না। অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু কোন খবরই পাইনি। হয়তো—

সমর। থামলে কেন, বলো—

ভজন। হয়তো তুর্কীরা তাঁদের হত্যা করেছে।

সমর। বাবা!

ভজন। হ্যাঁ পান্না। যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন, নিশ্চয়ই এতদিনে—

সমর। হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার শয়তান বক্তিয়ার খিলজী! দেশের মাটি স্পর্শ করে আমি শপথ করে বলছি—তোমার বুকের রক্ত দিয়ে আমার পিতা-মাতার রক্ততর্পণ করবো!

ভজন। পান্না!

সমর। ভেঙে দেবো তুর্কীজাতির আকাশচুম্বী অহমিকা, রক্তের প্লাবনে ভাসিয়ে দেবো গৌড়ের মসনদ।

ভজন। পান্না!

সমর। মুষ্টিমেয় বিদেশীর স্বৈরাচারী শাসন আর আমরা মাথা পেতে নেবো না, প্রাণের ভয়ে কুকুরকে দেবো না ঠাকুরের মর্যাদা। তাতে যদি মৃত্যু আসে, মৃত্যুকেই আমরা হাসিমুখে বরণ করে নেবো, তবু কাপুরুষের মত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কাঁদবো না।

[প্রস্থান।

ভজন। পান্না! পান্না! শোন বাবা, শোন! পান্না—পান্না— [প্রস্থানোদ্যত]

অতি সন্তর্পণে আলিমর্দানের প্রবেশ।

আলিমর্দান। পান্না! কে পান্না? কোথায় পান্না?

ভজন। কে? কে আপনি?

আলিমর্দান। তুমি—তুমি ভজন নয়?

ভজন। আপনি? আপনি কি—

আলিমর্দান। রাজা বিনায়ক দেবরায়!

ভজন। রাজাবাহাদুর! রাজাবাহাদুর! আপনি বেঁচে আছেন? বলুন হুজুর—আমাদের বৌরাণী—বৌরাণীও কি—

আলিমর্দান। হ্যাঁ ভজন, চন্দ্রা—চন্দ্রাবতী—

ভজন। থামলেন কেন হুজুর? কোথায় আমাদের বৌরাণী? বলুন হুজুর, তাঁর খবর শোনবার জন্য আমার প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করছে!

আলিমর্দান। চন্দ্রা—মানে, চন্দ্রাবতী—

ভজন। বলুন হুজুর—

আলিমর্দান। চন্দ্রাবতী আজ গৌড়েশ্বরী চাঁদবেগম।

ভজন। রাজাবাহাদুর!

আলিমর্দান। হ্যাঁ ভজন, বক্তিয়ার খিলজী তাকে জোর করে—

ভজন। না-না, অমন কথা আপনি বলবেন না রাজাবাহাদুর! পান্না—আমার পান্না তাহলে আত্মহত্যা করবে! ওঃ—নিষ্ঠুর বিধাতা! এই খবর শোনবার আগেই আমার কেন মৃত্যু হলো না! বৌরাণী—আমাদের বৌরাণী—

আলিমর্দান। তুমি কাঁদছো ভজন? কিন্তু আমি তো কাঁদতে পারছি না। সমস্ত চোখের জল নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে এসেছি লক্ষ্মণাবতীর মাটিতে।

ভজন। কিন্তু হুজুর, মা কেন আত্মহত্যা করলেন না? হিন্দুর কুলবধূ হয়ে কেন তিনি বিধর্মীর অঙ্কশায়িনী হলেন?

আলিমর্দান। জানি না ভজন। তবে পান্নাকে তুমি এসব কথা বোলো না। পান্না যদি তার মায়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, বলে দিও, তার মা—তার মা মরে গেছে!

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

ভজন। নেই—নেই—ভগবান নেই। নইলে সতী-সাধ্বী বৌরাণী আমার ইসলামের অঙ্কশায়িনী হতে পারতো না! পান্না—আমার পান্নাকে কেমন করে বলবো, তোর মা বক্তিয়ার খিলজীর—না-না, পারবো না—বলতে পারবো না ও-কথা। মৃত্যু দাও হে দয়াময়, তুমি আমার মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

চাঁদবেগম ও আলিমর্দানের প্রবেশ।

চাঁদবেগম। কি বলছো তুমি? পান্নার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

আলিমর্দান। হ্যাঁ চন্দ্রা, দূর থেকে পান্নাকে আমি দেখেছি। উন্নত শুভ্র ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল কান্তি, সুন্দর কমনীয় মুখশ্রী।

চাঁদবেগম। আমি জানতাম, পান্না সপ্তগ্রামেই আছে।

আলিমর্দান। তুমি জানতে চন্দ্রা?

চাঁদবেগম। সপ্তগ্রামের বিশালাক্ষ্মী মন্দির-প্রাঙ্গণে তাকে আমি দেখেছিলাম। দেখেই আমার মনটা যেন বার-বার বলছিল—ওই আমার পান্না, আমার সাতরাজার ধন এক মাণিক।

আলিমর্দান। তাই যদি, তাহলে বক্তিয়ারের মত একটা নর-পশুকে কেন লেলিয়ে দিয়েছিলে সপ্তগ্রামের দিকে? তুমি মা, না রাক্ষসী?

চাঁদবেগম। তোমাদের চিরাচরিত ইতিহাস আমাকে হয়তো রাক্ষসী বলেই চিহ্নিত করবে। কিন্তু আমি এও জানি, তুর্কীর বিষদাঁত যদি কেউ ভেঙে দিতে পারে, সে আমার পান্না।

আলিমর্দান। কিন্তু চন্দ্রা—

চাঁদবেগম। বার-বার আমার মনটা ছুটে যেতে চায় সপ্তগ্রামের পথে। কত দিন—কত যুগ পার হয়ে গেল, পান্নার মুখে আমি 'মা'

ডাক শুনিনি। কত বিনিদ্র রাত্রি, কত দুঃসহ দিন অতীত হয়ে গেল, একটিবার পান্নাকে আমি বুকে নিইনি! পান্না—আমার পান্না—[অশ্রু ঝরিয়া পড়িল]

আলিমর্দান। পান্নাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে চন্দ্রা?

চাঁদবেগম। সম্মুখে সুধা-ভাণ্ড রেখেও যে দুর্ভাগিনী খেতে পাচ্ছে না, চোখের জল ফেলা ছাড়া তার আর কি উপায় আছে বলো? প্রতি মুহূর্তে মনটা ছুটে যেতে চাইছে পান্নার কাছে। ইচ্ছে হয়, একটিবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি—পান্না, ওরে পান্না, আ-আমি—আমি তোর মা।

আলিমর্দান। পান্নাকে আমি নিয়ে আসবার চেষ্টা করবো চন্দ্রা। কিন্তু কথা দাও, তুমি তাকে পরিচয় দেবে না?

চাঁদবেগম। স্বামী!

আলিমর্দান। আমি চাই না চন্দ্রা, সন্তানের চোখে তুমি ছোট হয়ে যাও। সন্তান সব কিছু সহ্য করতে পারে, সহ্য করতে পারে না শুধু ভ্রষ্টা দ্বিচারিণী মাকে। জননীর চরিত্রহীনতা সন্তানের জীবনে অভিশাপ।

চাঁদবেগম। না-না, পান্নাকে আমি দেখতে চাই না! যুগ যুগ আমি এমনিভাবে নরকের পথ ধরে চলতে থাকবো, বুকের মাঝে জ্বলতে থাকবে তুষের আগুন, তবু—তবু এই কলঙ্কিত মুখ আমি সন্তানের সামনে তুলে ধরতে চাই না।

আলিমর্দান। চন্দ্রা!

চাঁদবেগম। আমি মনে করব, আমি বন্ধ্যা—কোনদিন আমি 'মা' হতে পারিনি। নইলে বক্তিয়ার খিলজী যেদিন আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল, তখন তো আমি ছিলাম আসন্নপ্রসবা।

আলিমর্দান। কোথায় তোমার সেই সন্তান?

চাঁদবেগম। সন্তান, আমার সন্তান। জানো—জানো, আমি তাকে জন্মমাত্র গলা টিপে হত্যা—

আলিমর্দান। চন্দ্রাবতী! রাক্ষসী! তুমি—তুমি—

চাঁদবেগম। রাক্ষসী! হাঃ-হাঃ হাঃ—আমি রাক্ষসী! ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, আমি রাক্ষসী—হাঃ-হাঃ-হাঃ—[দুই চোখে অশ্রুর বন্যা]

আলিমর্দান। কেন, কেন পিশাচী, তুমি তাকে হত্যা করলে? কি অপরাধ করেছিল সেই হতভাগ্য শিশু? কেন তুমি তাকে পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করলে?

চাঁদবেগম। কেন করলাম জানো? পাছে বড় হয়ে সেই শয়তান হিন্দু-বিদ্বেষী জানোয়ার হয়ে ওঠে। তাই তাকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করে দিলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আলিমর্দান। চন্দ্রা!

চাঁদবেগম। জানি, আমি জানি আমার এ কাজও তুমি সমর্থন করবে না। তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমি কারো দয়া চাই না, সহানুভূতি চাই না, অনুগ্রহও নয়। আমি চাই ধীরে ধীরে পাপের পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে যেতে। এই, কই হায়—সরাব লে আও—সরাব লে আও—

আলিমর্দান। চন্দ্রা—চন্দ্রা! তুমি সরাব খাবে? এত নীচে নেমে গেছ তুমি? আমার চোখের সামনে তুমি—

চাঁদবেগম। চুপ! কোন কথা শুনতে চাই না। বান্দা, সরাব—সরাব—

[সরাবের বোতল ও পাত্র দিয়া চতুরাননের প্রস্থান,
বোতলসহ গলায় ঢালিয়া দিল চাঁদবেগম।]

আলিমর্দান। চন্দ্রা—চন্দ্রা! ও বিষ তুমি খেও না, আমি তোমার হাতে ধরে মিনতি—[হস্তধারণ]

চাঁদবেগম। নিকাল যা, নিকাল যা বেইমান! আমি চন্দ্রাবতী নই—আমি গৌড়েশ্বরী চাঁদবেগম। কোন স্পর্ধায় তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ নেমকহারাম?

আলিমর্দান। ওঃ ভগবান! ভগবান! হয় তুমি এই শয়তানীকে নাও, না হয় আমাকে মুক্তি দাও ঠাকুর! এই নরক-যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। স্বামী? হাঃ-হাঃ-হাঃ—সরাব খেয়েছি বলে স্বামী-দেবতার পৌরুষে আঘাত লেগেছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি তলিয়ে যেতে চাই, নরকের অতল অন্ধকারে আমি ডুবে যেতে চাই। স্বামী—পতি দেবতা—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দাসীর ছদ্মবেশে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। গৌড়েশ্বরী!

চাঁদবেগম। কে! কে তুমি?

নিয়তি। আপনি আমাকে চিনবেন না, আপনি যদি বক্তিয়ারের ওপর প্রতিশোধ নিতে চান—

চাঁদবেগম। কে বললে আমি প্রতিশোধ নিতে চাই?

নিয়তি। আমি জানি চন্দ্রাবাঈ, বক্তিয়ারের ওপর আপনি প্রতিশোধ নিতে চান, কিন্তু আপনার সামর্থ্য সীমিত। তাই বলছি, জানোয়ারকে কাবু করতে হলে, আর এক জানোয়ারের শরণ নিতে হবে।

চাঁদবেগম। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

নিয়তি। আজম খাঁ বক্তিয়ারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, আপনি আজম খাঁকে হাত করুন। কামান্ধ পশুটাকে রূপের রোশনাইয়ে ভুলিয়ে বক্তিয়ারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলুন। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ!

চাঁদবেগম। অর্থাৎ, কণ্টকে নৈব কণ্টকম্?

নিয়তি। ঠিক তাই।

চাঁদবেগম। কিন্তু তুমি কে?

নিয়তি। এক নির্যাতীতা নারী। এর বেশী কিছু জানতে চাইবেন না চন্দ্রাবাঈ! আপনিও যেমনি চান নরপশু বক্তিয়ারের তাজা রক্তে বুকের জ্বালা মেটাতে, আমিও তেমনি চাই গৌড়েশ্বরী!

চাঁদবেগম। কিন্তু আজম খাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া কি সম্ভব?

নিয়তি। সে ব্যবস্থা আমিই করে এসেছি। এক্ষুনি সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু সাবধান! আপনার ছলনা যেন বুঝতে না পারে আজম খাঁ। নিখুঁত প্রেমের অভিনয় করে জানোয়ারটাকে বশ করুন, আপনার আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হবে।

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। নিখুঁত প্রেমের অভিনয়? হাঃ-হাঃ-হাঃ—এই বুড়ো বয়সে নতুন করে প্রেমের পাঠ নিতে হবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ—হ্যাঁ, প্রেমের অভিনয়ই করবো আমি—রক্তাক্ত প্রেমের—

আজম খাঁর প্রবেশ।

আজম। বন্দেগী সুলতানা সাহেবা! আপনি নাকি আমাকে তলব দিয়েছেন?

চাঁদবেগম। হ্যাঁ প্রিয়তম।

আজম। বেগমসাহেবা!

চাঁদবেগম। না-না আজম, ও নামে তুমি আমায় ডেকো না! তোমার কাছে আমি সুলতানা সাহেবা নই, তোমার কাছে আমি চাঁদ— শুধু চাঁদবানু!

আজম। চাঁদবানু? লেকিন—

চাঁদবেগম। কিসের দ্বিধা প্রিয়তম?

আজম। দ্বিধা নয় চাঁদ, এ সৌভাগ্য যে আমার কল্পনাতীত। আমি তো খোয়াব দেখছি না পিয়ারী? সত্যিই তুমি আমাকে মহব্বৎ কর?

চাঁদবেগম। সত্যিই তোমাকে আমি ভালবাসি আজম। যেদিন লক্ষ্মণাবতী জয় করে তুমি আমাকে ধরে এনেছিলে, সেই দিনই তোমাকে মনে মনে কামনা করেছিলাম। কিন্তু—

আজম। কিন্তু আমি এমন নির্বোধ যে, তোমাকে তুলে দিয়েছিলাম কমবক্ত বক্তিয়ারের হাতে। আফশোষ, জিন্দেগীভর শুধু আফশোষ!

চাঁদবেগম। তোমার মহব্বতের দরিয়ায় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও আজম। তোমার ওই সবল বাহুপাশে আবদ্ধ করে ধন্য কর তোমার চাঁদবানুকে।

আজম। লেকিন চাঁদ—

চাঁদবেগম। [কটাক্ষ হানিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি কি বক্তিয়ারকে ভয় পাচ্ছ আজম খাঁ?

আজম। ভয়? পাঠান কোনদিন ভয় কাকে বলে জানে না। আমরা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারি, দরকার হলে নিজের হৃদ্-পিণ্ডটাকে উপড়ে আনতে পারি, প্রয়োজন হলে বক্তিয়ারের তাজা রক্তে—

চাঁদবেগম। আজম—প্রিয়তম!

আজম। তোমার মুখের কথায়, চোখের ইঙ্গিতে, লক্ষ বক্তিয়ারকে আমি পদতলে চূর্ণ করে দেবো, প্রয়োজন হলে মত্ত মাতঙ্গের মত ছুটে গিয়ে সারা বাংলা দেশটাকে শ্মশান করে দেবো। আজ আসি চাঁদ, খবর দিলেই বান্দা হাজির হবে। সেলাম বিবিজান!

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অভিনয়—শুধু অভিনয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। মা!

চাঁদবেগম। মহম্মদ!

মহম্মদ। মা—মা-সাহেবা! তুমি—

চাঁদবেগম। বলো মহম্মদ, লজ্জা কি? তুমিও কি আমাকে মনে মনে মহব্বৎ কর? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মহম্মদ। ছিঃ মা-সাহেবা, আমি যে তোমার সন্তান। গর্ভধারিণী জননী না হলেও, আমি যে তোমাকে মায়ের আসনে বসিয়েছি, তুমি যে আমার বেহেস্তের রোশনী! সন্তানের সঙ্গে একি পরিহাস জননী?

চাঁদবেগম। এই দেহটা আমি সমস্ত তুর্কীজাতির জন্য উৎসর্গ করে রেখেছি। প্রয়োজনবোধে সকলেই তাদের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে পারবে।

মহম্মদ। মা! মা! তুমি এমন জঘন্য ভাষা উচ্চারণ করো না। সুলতান বক্তিয়ার খিলজী নীচ হতে পারেন, আজম খাঁ হতে পারে দোজাকের শয়তান, শাহজাদা মহম্মদ হতে পারে নরকের ঘৃণ্য কৃমি-কীট, কিন্তু এদের দিয়ে সমস্ত তুর্কীজাতির বিচার করতে যেও না মা।

চাঁদবেগম। মহম্মদ!

মহম্মদ। জী মা-সাহেবা! আজ যদি তোমাকে দিয়ে সারা বাংলার তথা তামাম হিন্দুস্থানের নারীজাতির বিচার করতে যাই, সেটা কি মূর্খতারই নামান্তর নয় মা?

চাঁদবেগম। যদি জানই আমি ব্যাভিচারিণী, তাহলে আমার সংস্রবে না এলেই পারো।

মহম্মদ। মা!

চাঁদবেগম। তোমার গর্ভধারিণী মা না হয় মারা গেছেন, হারেমে তো আরও হাজার হাজার মা আছে তোমার।

মহম্মদ। সুলতান-হারেমে হাজার হাজার নারী আছে ঠিকই, কিন্তু তোমার মত মা একজনও নেই।

চাঁদবেগম। মহম্মদ!

মহম্মদ। হ্যাঁ মা-সাহেবা! আমি দেখেছি তোমার উচ্ছৃঙ্খল রূপ, আমি লক্ষ্য করেছি তোমার ব্যাভিচারিণী মনোবৃত্তির কুৎসিৎ প্রকাশ, তোমার মনের মাঝে যে স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব চলেছে, তাও আমি প্রত্যক্ষ করেছি মা!

চাঁদবেগম। মহম্মদ—মহম্মদ! আমি—

মহম্মদ। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সব অপমান, সমস্ত জ্বালা নীরবে তুমি সয়ে যাচ্ছ মা? আমি সব জেনেও তোমাকে তো ঘৃণা করতে পারছি না।

চাঁদবেগম। মহম্মদ! মহম্মদ! তুই আমাকে ঘৃণা কর বাবা, আমি কারো সহানুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানুক, চাঁদবেগম ঘৃণিতা, অস্পৃশ্যা, বারবণিতা।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

মহম্মদ। না মা, তুমি ঘৃণিতা নও—তুমি স্বর্গের শাপভ্রষ্টা দেবী-প্রতিমা। আমি জানি, কেন তুমি নরকের পথ বেছে নিয়েছ। সুলতান বক্তিয়ার খিলজীর ধ্বংসের জন্যই তুমি পিশাচী সেজেছো মা। হে দীন-দুনিয়ার মালিক, আমার এই হিন্দুমায়ের মনে শান্তি দাও মেহেরবান—শান্তি দাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম-প্রাসাদ।

বিরক্তমুখে কৃষ্ণকলির প্রবেশ।

কৃষ্ণকলি। এ কেমন মেয়েমানুষ বুঝিনে বাবা! বড় মানুষদের চাল-চলনই আলাদা। তুই না হয় রাজার মেয়ে, সোয়ামীটাও হেঁজি-পেঁজি নয়, দস্তুরমত সেনাপতি। তাকে তুই হেনস্থা করবি? হাজার হোক, সোয়ামী বলে কথা! এই তো, আমার সোয়ামী কাঠ বাঙাল, তাই বলে আমি কি তার ঘর করছি না?

ধিনিকেষ্টর প্রবেশ।

ধিনিকেষ্ট। একলা একলা কি কইতাছ বৌ? চুপ থাক না, মনিব-বাড়ী বলে কথা—

কৃষ্ণকলি। আরে রাখ তোমার মনিব-বাড়ী। তোমার ওই রাজ-কন্যার চাল-চলন আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

ধিনিকেষ্ট। তুমি হালায় অগো কথা লইয়া মাথা ঘামাইতাছ ক্যান্?

কৃষ্ণকলি। বা রে, মাথা ঘামাবো না? একমাস ধরে দেখছি, ইন্দ্রাদিদি ঘরে, আর সেনাপতিমশাই দোরের গোড়ায় শুয়ে থাকে।

ধিনিকেষ্ট। হি-হি-হি, পাপ—বোঝলা কলি, সেনাপতি হালারে পাপে ধরছে। নইলে হালারে বৌ ঘরে জাগা দেয় না?

কৃষ্ণকলি। বুঝিনে বাপু, এ আবার কোন ধরণের মেয়েমানুষ। আমরা তো জানি, স্বামী ধর্ম স্বামী স্বর্গ, স্বামীই ইহকাল পরকাল।

ধিনিকেষ্ট। তোমার কথা হালায় আলাদা। এই যে শ্বশুরবাড়ী ছাইড়া এহানে হালায় চাকরী নিলাম, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আইলা। আমি জানি হালায়, তুমি হালায় আমারে ছাইরা—

কৃষ্ণকলি। আচ্ছা, তুমি আমাদের মত কথা বলতে পার না?

ধিনিকেষ্ট। পারি হালায়—চেষ্টা করলেই পারি, কিন্তু কমু না।

কৃষ্ণকলি। কেন? কেন বলবে না?

ধিনিকেষ্ট। ছ্যাশের লোকেরা হালায় টিটকারী মারব, কইব হালায়, ধিনিকেষ্ট ঘডির মাইয়া বিয়া কইরা ঘডি অইয়া গ্যাচে! তুমি তো হালায়—

কৃষ্ণকলি। লক্ষীটি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাদের মত কথা বল। তোমার কথাবার্তা একদম বুঝতে পারি না। আমার মাথা খাও লক্ষীটি।

ধিনিকেষ্ট। হেঁ-হেঁ—মাতার কিরা দিলা?

কৃষ্ণকলি। হ্যাঁ গো!

ধিনিকেষ্ট। লক্ষ্মী সোনা কইলা আমারে ?

কৃষ্ণকলি। হ্যাঁ, তুমি আমাদের ভাষায় কথা বল।

ধিনিকেষ্ট। হেয়া অইলে কই ?

কৃষ্ণকলি। হ্যাঁ বল।

ধিনিকেষ্ট। আরম্ভ কইরা দিলাম হালায়—

কৃষ্ণকলি। আঃ, বল না ছাই।

ধিনিকেষ্ট। খাচ্ছি দাচ্ছি যাচ্ছি এলুম গেলুম খেলুম—হি-হি-হি। কি, পারি না হালায় ?

কৃষ্ণকলি। চল, আজ তোমাকে মালপোয়া তৈরী করে খাওয়াবো।

ধিনিকেষ্ট। অন্ন দেইখ্যাই হালায় ছন্ন দিছ, এহার পরের গুলা হোনলে তো তুমি আল্লাদে নাচবা কলি। লও হালায়, মালপোয়াই খাওন যাউক।

কৃষ্ণকলি। এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ ও ইন্দ্রাণীর প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। এসব তুই কি বলছিস মা, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ইন্দ্রাণী। বুঝতে তুমি কোনদিনই পারবে না বাবা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা অমানুষের গলায় মালা দিতে বাধ্য করলে তুমি; অথচ একটিবার ভেবে দেখলে না, আমারও মন বলে একটা বস্তু আছে। আমারও পছন্দ-অপছন্দ আছে। আমারও রুচি-অরুচি বোধ আছে।

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু মা, দুর্জয় তো শিক্ষায় শালীনতায় কিংবা বংশমর্যাদায় কারো চেয়ে ছোট নয়। বিশেষ করে, তারই

অনুগ্রহে আমি সপ্তগ্রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত? এ কথাটা কেন তুই ভুলে যাচ্ছিস ইন্দ্রা?

ইন্দ্রাণী। সেকথা আমি জানি বাবা, আর সেইজন্যই তো ওই হৃদয়হীন লোকটাকে আমি স্বামী বলে মেনে নিয়েছি, নইলে—

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রা—

ইন্দ্রাণী। তুমি জানো না বাবা, রাতের অন্ধকারে লোকটা যেন পশু হয়ে ওঠে। তুমি যদি কোনদিন ওর ঘরের দিকে যাও, শুনতে পাবে নর্তকীর নূপুর নিক্বণ, মাতালের কুৎসিত প্রলাপ, নরকের পৈশাচিক অট্টহাসি।

রুদ্রপ্রতাপ। আমি কি তাহলে ভুল করলাম মা? জেনেশুনে স্বর্গের নির্মাল্য পরিয়ে দিলাম একটা পশুর গলায়? কিন্তু—কিন্তু ইন্দ্রা, আমার হাত পা যে বাঁধা!

ইন্দ্রাণী। বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। বন্ধু রণদেব আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। পুত্রাধিক যাকে স্নেহ করতাম, সেই সমর সিংহ গুপ্ত সমিতি গঠন করে, দেশটাকে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এবার কোনদিন বক্তিয়ার খিলজী কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাবে—

ইন্দ্রাণী। সুলতান কেন কৈফিয়ৎ চাইবেন বাবা?

রুদ্রপ্রতাপ। সমর সিংহ প্রায়ই নাকি গৌড় সীমান্তে গিয়ে অতর্কিতে তুর্কী সেনাদের নির্বিবাদে হত্যা করছে। নির্বোধ বুঝতে পারছে না, এই করে কি দেশের মঙ্গল হবে?

ইন্দ্রাণী। সমরদা শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী হলো বাবা? আমি যে তাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করতাম।

মত্তাবস্থায় দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

দুর্জয়। তোমার আশায় বুঝি ছাই পড়লো, না সুন্দরী?

ইন্দ্রাণী। তুমি একটা ইতর!

দুর্জয়। ইতর? হাঃ-হাঃ-হাঃ—ইতর তো বটেই, নইলে তোমার মত একটা নষ্টা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবো কেন? ঠিক আছে বাওয়া, ঠিক আছে; আমি না হয় তোমাকে তালাক দিয়ে দেবো, তুমি শালা সমর সিংহকেই—

রুদ্রপ্রতাপ। দুর্জয় সিংহ! তোমার এতখানি অধঃপতন ঘটেছে যে, সুরাপান করে তুমি আমার সামনে এসেছো? যাও—দূর হয়ে যাও কুলাঙ্গার! তোমার মত নরপশুর মুখ দর্শন করলেও পাপ হয়।

দুর্জয়। আপনি অযথা আমার ওপর রাগ করছেন মশাই। শালা মদ কে না খায়? রাজা মহারাজ থেকে আরম্ভ করে, এমন কি—

রুদ্রপ্রতাপ। দুর্জয়!

দুর্জয়। সকলেই যদি খেতে পারে বাওয়া, আমাকে আপনি খিঁচোচ্ছেন কেন মশাই? শালা তুমিই বল সুন্দরী, একটা কিছু নিয়ে আমাকেও তো বাঁচতে হবে! আহা, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন পিয়ারী? মনে করো আমিই তোমার সমর সিংহ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ইন্দ্রাণী। তুমি মানুষ নও, একটা জানোয়ার!

দুর্জয়। কি বললে? জানোয়ার? হাঃ-হাঃ-হাঃ—অপূর্ব তোমার স্বামী সম্ভাষণ! আমি শালা জানোয়ার? হাঃ-হাঃ-হাঃ—বাঃ-বাঃ, বলিহারী!

রুদ্রপ্রতাপ। আমি জানতে চাই, তুমি যাবে কিনা!

দুর্জয়। হুকুম নাকি?

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার হুকুম—আমার আদেশ। হলেও রাজা রুদ্রপ্রতাপ এখনো বন্য শার্দুল, তোমার মত দু' দ জানোয়ারকে এখনো সে শায়েস্তা করতে পারে। আমার চো সামনে থেকে দূর হয়ে যাও নরপশু! নইলে আমি তোমাকে

দুর্জয়। হত্যা করবেন?

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করবো।

দুর্জয়। আহা-হা, অমন কাজটি করতে যাবেন না মশাই। ত আপনার কন্যা-রত্নটি যে বিধবা হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। তোমার মত শয়তানের হাতে তিলে তিলে ম চেয়ে, ওর বৈধব্যই আমার কাম্য।

সশস্ত্র আজম খাঁর প্রবেশ।

আজম। মহারাজ রুদ্রপ্রতাপ!

রুদ্রপ্রতাপ। গৌড়ের সেনাপতি আজম খাঁ? আমার অনুম নিয়ে আপনি মন্ত্রণা কক্ষে প্রবেশ করেছেন, এটা কি সৌজন্যবিরোধী

আজম। মহামান্য সুলতান বক্তিয়ার খিলজী আপনাকে সিং চ্যুত করে দুর্জয় সিংহকে মসনদ দিয়েছেন।

রুদ্রপ্রতাপ। আজম খাঁ!

আজম। আপনি অবশ্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ভাতা প আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার স্থাবর-অস্থাবর স সম্পত্তি দুর্জয় সিংহকে হস্তান্তর করতে হবে।

রুদ্রপ্রতাপ। দুর্জয় সিংহ! বেইমান, পাষণ্ড! তোমার এই অন্নদাতা প্রভুকে তুই পথে বসাতে চাস কুলাঙ্গার? এই দিচ্ছি সিং [দুর্জয়কে পদাঘাত]

দুর্জয়। হুঁশিয়ার বৃদ্ধ শয়তান! [অস্ত্র নিষ্কাসন]

রুদ্রপ্রতাপ। তবে রে বিষধর কালভুজঙ্গ—

ইন্দ্রাণী। বাবা—বাবা, তুমি শান্ত হও, তুমি নিরস্ত্র—

রুদ্রপ্রতাপ। অস্ত্র—একখানা অস্ত্র আমাকে এনে দে ইন্দ্রা, ামি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। সপ্তগ্রামের দীপ্ত সূর্য অস্তমিত বার পূর্বে—

আজম। বৃথাই তুমি আস্ফালন করছো রুদ্রপ্রতাপ। দু' হাজার স্ত্র তুর্কী জওয়ান তোমার এই প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে। আমার ঙ্কেত পেলেই তারা বন্যাস্রোতের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। এখন একমাত্র ত্যু ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ তোমার খোলা নেই।

ইন্দ্রাণী। না-না, আমার বাবাকে তোমরা হত্যা করো না, আমি ামাদের কাছে বাবার প্রাণভিক্ষা চাইছি। রাজ্য, ঐশ্বর্য কিছুই মরা চাই না, শুধু দয়া করে আমার বাবাকে মুক্তি দাও।

আজম। তুম্ কৌন হো পিয়ারী? মালুম হোতা, আসমানসে ুলী উতর আয়ী? বাঃ—বাঃ, কেয়া তেরী সুরত! কেয়া তেরী ওয়ানী!

রুদ্রপ্রতাপ। আজম খাঁ, শয়তান!

আজম। তোম চুপ রহো বেকুব! আও—আও মেরে পিয়ারী! জওয়ানী, ম্যায় ভি নওজওয়ান। শরমানেকা কই বাত নেহি, াও—আও মেরে পাশ—[অগ্রসর]

ইন্দ্রাণী। স্বামী—হও তুমি নরাধম, হও তুমি হৃদয়হীন পশু, তবু র এই অপমান নীরবে সহ্য করবে তুমি? জেগে ওঠো—জেগে ঠো, স্ত্রীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নাও—

আজম। প্রতিশোধ নেবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দুর্জয়। আজম খাঁ! ইন্দ্রাণী আমার ধর্মপত্নী, আশাকরি তার মর্যাদা তুমি অক্ষুণ্ণ রাখবে।

আজম। শোভান আল্লা! তোমার বিবি? তোবা—তোবা—

[বাহিরে বহুকণ্ঠের কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল—
"জয় একলিঙ্গদেবের জয়, জয় সেনাপতি
সমর সিংহের জয়।"]

নেপথ্যে সমর। ভাইসব! একটা তুর্কী সৈন্যও যেন জীবিতাবস্থায় গৌড়ে ফিরে যেতে না পারে।

আজম। কেয়া হুয়া? কেয়া হুয়া? হো তুর্কী নওজওয়ান—

দ্রুত হাসেমের প্রবেশ।

হাসেম। জনাব—জনাব! সর্বনাশ হয়েছে! শীগগির চলে আসুন—

আজম। বাৎলাও হারামজাদ, আখের হুয়া কেয়া?

হাসেম। সমর সিংহের সৈন্যদল হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করেছে, প্রাণের ভয়ে তুর্কীরা পালাচ্ছে। আপনি শীগগির আসুন, নইলে একটা ইসলামীও জীবিত থাকবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

আজম। সমর সিংহ! বেইমান কাফের সমর সিংহ! কুত্তাটাকে আমি জিন্দা কবর দেবো। দুর্জয় সিংহ! জলদি আও—

[দুর্জয়কে লইয়া প্রস্থান।

ইন্দ্রাণী। বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী। কি হবে বাবা? আজম খাঁ তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে। চল, আমরা পালিয়ে যাই।

রুদ্রপ্রতাপ। পালাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ মা। ওরা তোরণদ্বারে লড়াই করছে, এখানেই আমার শেষ নিশ্বাস পড়বে মা। শুধু দুঃখ রইলো ইন্দ্রা, তোকে আমি ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম মা—তোকে আমি ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম।

ইন্দ্রাণী। বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। বিধাতার কি বিচিত্র পরিহাস। আজ যে সর্ব-শক্তিমান রাজা, কাল সে পথের ভিক্ষুক! নিয়তি কে ন বাধ্যতে।

কৃষ্ণকলি ও ধিনিকেষ্টর পুনঃ প্রবেশ।

ধিনিকেষ্ট। হুজুর! হুজুর! তাড়াতাড়ি চলেন হালায়—মোছলারা আইতাছে। শীগগির লয়েন—

কৃষ্ণকলি। আঃ! দেরী করছেন কেন? এখনি ওরা এসে পড়বে।

রুদ্রপ্রতাপ। তোমাদের সঙ্গে কোথায় যাবো? মরতে যদি হয় আমি এখানেই মরবো, তবু পালাতে গিয়ে—

ধিনিকেষ্ট। দূর মশাই! আপনি বড় ফ্যাচাং করেন হালায়। সুড়ঙ্গ দিয়া হালায় লইয়া যামু, মোছলারা টের পাইব না। চলেন হালায়—জলদি করেন।

কৃষ্ণকলি। গুপ্তপথ দিয়ে আমরা নিয়ে যাবো—আসুন।

ইন্দ্রাণী। গুপ্তপথ! কই, প্রাসাদে তো গুপ্তপথ নেই?

ধিনিকেষ্ট। তোমরা হালায় জানো কচুডা।

কৃষ্ণকলি। আজ একমাস ধরে সমরদা সুড়ঙ্গ খুঁড়ছিল, সে আগেই জানতে পেরেছিল—তুর্কীরা আসবে।

ধিনিকেষ্ট। জানব না হালায়—

কৃষ্ণকলি। তুমি সমরদাকে শালা বলছো?

ধিনিকেষ্ট। দূর হালায়, সমরদারে হালায় শালা কমু ক্যান্, তুমি হালার মাইয়া মানুষ—

ইন্দ্রাণী। তাহলে চলো বাবা, আর দেরী করা উচিত হবে না।

রুদ্রপ্রতাপ। চল মা, এও বুঝি বিধাতার ইঙ্গিত।

[ধিনিকেষ্ট ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধিনিকেষ্ট। ও বউ, তুমি হালায় ওনাগো পৌচাইয়া দিয়া জলদি আসবা, আমি দেহি হালায়, দুই চারিডা মোছলার মাতানি ভাঙতে পারি।

[প্রস্থান।

যুদ্ধরত আজম খাঁ ও সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। যদি প্রাণের মায়া থাকে, এখনো ফিরে যাও তুর্কী! তোমার দু' হাজার সৈন্যকে আমি জাহান্নামে পাঠিয়েছি, তোমাকেও রেহাই দেবো না।

আজম। খামোশ জানোয়ার! তুর্কীর কলিজায় ব্যাঘ্রের হিম্মৎ।

সমর। তবে আয় পশু! তোর ব্যাঘ্রের হিম্মৎ আমি জীবনের মত ঘুচিয়ে দিই—

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সশস্ত্র হাসেম ও ধিনিকেষ্টর পুনঃ প্রবেশ।

হাসেম। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো ধিনিকেষ্ট। বল, রাজা আর রাজকুমারী কোথায়?

ধিনিকেষ্ট। তুমি হালায় নিজের চরকায় তেল দাওগা, পরের খবরে তোমার হালায় দরকার কি?

হাসেম। আমি তোমাকে হাজার আসরফি বখশিষ দেবো কেষ্ট, বল, কোথায় রাজা রুদ্রপ্রতাপ?

ধিনিকেষ্ট। তুই হালায় আমারে বখশিস দিবি? কাইলও তোকে মাঠে-ময়দানে হালায় গরু চরাইতে দেখলাম, তুই হালায়—

হাসেম। তবে রে হিন্দুকুত্তা! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আয় শূয়ার, জাহান্নামের পথটা দেখিয়ে দিচ্ছি—[উভয়ের যুদ্ধ]

সহসা লাঠিহস্তে কৃষ্ণকলির প্রবেশ।

কৃষ্ণকলি। [হাসেমের মাথায় লাঠি মারিল] মর মুখপোড়া!

হাসেম। হায় আল্লা! মর গিয়া! [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

কৃষ্ণকলি। শীগগির চলে এসো—

ধিনিকেষ্ট। দাঁড়া বউ, হালারে আর একখান দিয়া আই—বেশী না, হালার মুখে একটা লাথি দিমু।

কৃষ্ণকলি। [হাত ধরিয়া] আরে দূর, এসো বলছি—

[ধিনিকেষ্টকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

হাসেম। দাঁড়া হারামজাদী! তোকে যদি কলমা পড়াতে না পারি, আমার নাম হাসেম খাঁ-ই নয়।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণাকক্ষ।

চাঁদবেগম ও নিয়তির প্রবেশ।

চাঁদবেগম। তোমার পরিচয় কিন্তু এখনো আমি পাইনি বোন। তোমার মনোভাবও আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়।

নিয়তি। আমি নিয়তি।

চাঁদবেগম। নিয়তি?

নিয়তি। হ্যাঁ বেগমসাহেবা, আমি বক্তিয়ার খিলজীর নিয়তি। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ, বক্তিয়ার খিলজীর ধ্বংস, আর সেই ধ্বংসযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে আমি দিক হতে দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছি।

চাঁদবেগম। পেয়েছ তোমার ধ্বংসযজ্ঞের হোতা?

নিয়তি। পেয়েছি বেগমসাহেবা!

চাঁদবেগম। কে সে? কার এতবড় বুকের পাটা?

নিয়তি। সমর সিংহ।

চাঁদবেগম। সমর সিংহ?

নিয়তি। তাকে আপনি দেখেননি বেগমসাহেবা, সুন্দর তরুণ, উজ্জ্বল কান্তি—অথচ অন্তরটা তার লৌহ-কঠিন, বুকটা তার পাথর দিয়ে গড়া। পশুশক্তিতে হতে পারে বক্তিয়ার খিলজী বলশালী, কিন্তু সমর সিংহ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক—দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ পূজারী।

চাঁদবেগম। পান্না—আমার পান্না—

নিয়তি। গতকাল আজম খাঁ সপ্তগ্রাম থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমি আজই সপ্তগ্রাম যাত্রা করবো। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, বক্তিয়ার খিলজী যদি আপনার উদ্দেশ্য জানতে পারে, মৃত্যু কিন্তু ঠেকাতে পারবেন না।

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। মরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু পান্নার সঙ্গে একটি-বার দেখা না করে মরতে আমি চাই না। পান্না—আমার পান্না—

[দ্রুত প্রস্থান।

উত্তেজিত বক্তিয়ার খিলজী, আজম খাঁ ও
হাসেমের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। অপদার্থ! অকর্মণ্য! কাপুরুষ! একটা তুচ্ছ সৈনিকের হাতে মার খেয়ে কাঁদুনি গাইতে এসেছো? যাও, গঙ্গার জলে ডুবে মর বেইমান!

আজম। লেকিন জাঁহাপনা—

বক্তিয়ার। থামোশ জুতিকা নফর! বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে তুমি আমার মনোরঞ্জন করতে পারবে না। দু' হাজার তুর্কী জওয়ানকে তুমি সাতগাঁয়ের মাটিতে রেখে এলে? আমার ইচ্ছে হয়, তোমার গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে নেমক ছিটিয়ে দিই। বে-দরদী বে-রহম ইনসান!

আজম। আর একবার আমাকে সুযোগ দিন জাঁহাপনা! কাফের বেইমান সমর সিংহের মাথাটা কেটে এনে হুজুরের পায়ে সওগাত দেবো।

বক্তিয়ার। রাজা রুদ্রপ্রতাপ কোথায়?

হাসেম। রুদ্রপ্রতাপ ইন্দ্রাণীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে আলমপনা!

বক্তিয়ার। ইন্দ্রাণী? কে ইন্দ্রাণী?

হাসেম। আজ্ঞে হুজুর, ইন্দ্রাণী রুদ্রপ্রতাপের কন্যা।

বক্তিয়ার। খুবসুরৎ?

আজম। বদ্‌সুরৎ হুজুর আলি, জাহান্নম কি কুত্তি! কোন-জার ঘরে যে এমন কুৎসিত মেয়ে জন্মাতে পারে, ইন্দ্রাণীকে না থলে কল্পনাও করা যায় না!

হাসেম। আপনি তাহলে ইন্দ্রাণীকে দেখেননি, কোন নোক ণীকে দেখেছেন।

আজম। হাসেম খাঁ!

হাসেম। জী হুজুর। ইন্দ্রাণী যেন রমজানের চাঁদ, সুবহকা তারা, ন নন্দনের অনাঘ্রাত পারিজাত, ইন্দ্রাণী যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী, শ করে মর্ত্যের মাটিতে নেমে এসেছে। আহা! কি রূপ—কি বণ্য!

আজম। খামোশ জানোয়ার! ইন্দ্রাণী আমার বন্ধু-পত্নী, তার র্যাদা আমি—

বক্তিয়ার। সহ্য করবে না—না আজম খাঁ?

আজম। জনাব!

বক্তিয়ার। তোমার সেই বদ্‌সুরত বন্ধু-পত্নীটিকে আমার চাই জম খাঁ। আমি তাকে মহামান্য বেগমের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবো।

আজম। লেকিন খোদাবন্দ—

বক্তিয়ার। তোমার প্রভুভক্তি সম্বন্ধে আমার মনে কোন য় নেই আজম খাঁ। আশা করি, সুলতান বক্তিয়ার খিলজীর

আদেশ তোমার মনে থাকবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যেমনভা হোক, ইন্দ্রাণীকে গৌড়ে আনা চাই।

চাঁদবেগমের পুনঃ প্রবেশ।

চাঁদবেগম। ইন্দ্রাণী কেন গৌড়ে আসবে জাঁহাপনা?

বক্তিয়ার। তোমার বয়স হয়েছে চাঁদবানু, তাই কিছুদি তোমাকে বিশ্রাম দিতে চাই।

চাঁদবেগম। তার অর্থ—তোমার জীবন থেকে চিরদিনের ম আমাকে সরে যেতে হবে? হাজার হাজার দুর্ভাগিনী নারীর ম আমাকেও হারেমের লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে চোখের জলে নি যাপন করতে হবে?

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তুমি বুদ্ধিমতী চাঁদ। যদি বুঝেই থাকে তাহলে এইসব নোকরদের সামনে ওসব আলোচনা না করাই যুক্তি সঙ্গত।

চাঁদবেগম। সুলতান!

বক্তিয়ার। তোমার আত্মমর্যাদা না থাকতে পারে, কিন্তু সুলতা বক্তিয়ার খিলজী খানদানী ইসলামী।

চাঁদবেগম। এর পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ সুলতান?

বক্তিয়ার। পরিণাম? হাঃ-হাঃ-হাঃ—তুমি কি আমাকে ভ দেখাচ্ছ চাঁদবানু? কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ চাঁদ, আমি সে বক্তিয়ার—কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে বাঘের সঙ্গে লড়া করেছিল।

চাঁদবেগম। সুলতান!

বক্তিয়ার। আমি সেই বক্তিয়ার চাঁদবানু—যার পদপাতে থরথ

করে কেঁপে উঠেছিল গৌড়ের মাটি, রক্তের প্লাবনে যে ভাসিয়ে দিয়েছিল লক্ষ্মণাবতী। আর তুমি তো শুধু একটা তুচ্ছ নারী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চাঁদবেগম। নারী—তুচ্ছ নারী? এই নারীর ভয়ঙ্করী মূর্তি এখনো তুমি দেখনি বক্তিয়ার, দেখনি নারীর প্রলয়ঙ্করী সংহারিণী মূর্তি। যদি দেখতে চাও—আমিও দেখাতে কার্পণ্য করবো না।

বক্তিয়ার। হুঁশিয়ার শয়তানী! প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে তোমাকে আমি জীবন্ত কবর দেবো। এতদিন বক্তিয়ারের পেয়ার দেখছ, মহব্বৎ দেখেছ, দেখনি বক্তিয়ারের শয়তানী-রূপ।

আজম। জনাব, জাঁহাপনা—

বক্তিয়ার। লক্ষ লক্ষ মানুষের মুণ্ড নিয়ে আমি গেণ্ডুয়া খেলেছি, হাজার হাজার দেব-দেউল ধ্বংস করেছি, আমি হিন্দুস্থানের বিভীষিকা, আমার নাম শুনলে নাকি হিন্দুদের হৃদযন্ত্র আপনা থেকে বিকল হয়ে যায়। হুঁশিয়ার চাঁদবানু! বক্তিয়ারের শয়তানী-প্রবৃত্তিটাকে তুমি জাগিয়ে তুলো না, তাহলে আখেরে পস্তাতে হবে।

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। তুমিও সাবধান বক্তিয়ার খিলজী! কেউটের ছোবল এখনো তোমার বুকে পড়েনি। যেদিন পড়বে—বুঝবে, বিষের কত তীব্র জ্বালা! তোমার বংশে আমি বাতি দিতে কাউকে জীবিত রাখবো না। ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো খিলজী বংশের নাম।

[প্রস্থান।

হাসেম। সাহেব-বিবির লড়াই বেশ জমে উঠেছে হুজুর। এই সুযোগে একটা কিছু করুন।

আজম। হুঁশিয়ার নেমকহারাম! আমি খানদানী ইসলামী, বেইমানী করে মসনদ আমি দখল করতে চাই না।

হাসেম। লেকিন হুজুর—

আজম। অবশ্য চাঁদবানু যদি আমার সাহায্য চায়, তাহলে চিন্তা করে দেখতে পারি। তুই কেন সুলতানের কাছে ইন্দ্রাণীর কথা বলতে গেলি হারামজাদ? এখন যদি তোকে আমি জাহান্নমে পাঠাই—বক্তিয়ার পারবে তোকে রক্ষা করতে?

হাসেম। আমি বুঝতে পারিনি হুজুর যে, ইন্দ্রাণীকে আপনি নিজেই দখল করতে চান।

আজম। হিন্দুস্থানে এসে হাজার হাজার হিন্দু নারীকে আমরা ধর্মান্তরিত করেছি, কিন্তু খুবসুরৎ আওরত সবই নিয়েছে বেইমান বক্তিয়ার খিলজী। এবার ওকে ইন্দ্রাণীর দিকে হাত বাড়াতে দেবো না, ইন্দ্রাণী আমার।

আলিমর্দানের প্রবেশ।

আলিমর্দান। মহামান্য সিপাহশালার! সুলতানের হুকুম হয়েছে—রাজা রুদ্রপ্রতাপ এবং রাজ-দুহিতা ইন্দ্রাণীকে সসম্মানে যেন গৌড়ে নিয়ে আসা হয়।

আজম। কিন্তু তারা তো নিরুদ্দেশ।

হাসেম। আমি তাদের সন্ধান দিতে পারবো জনাব। তারা নিশ্চয়ই সমর সিংহের আস্তানায় আছে।

আজম। চল বেইমান! সমর সিংহের আস্তানার খবর যদি দিতে পারিস—তোকে আমি মনসবদার করে দেবো।

[প্রস্থান।

আলিমর্দান। হাসেম খাঁ! তুমিও বাঙালী, ধর্মে ইসলাম হলেও, তোমার মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ।

হাসেম। সেকথা কি আমি অস্বীকার করছি?

আলিমর্দান। তাহলে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ লড়াই করছে, তাদের ধরিয়ে দিতে চাইছো কেন?

হাসেম। আরে মিঞা, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তা ছাড়া সকলেই চায়, অর্থ-যশ-মান-প্রতিপত্তি। কাফের সমর সিংহকে ধরিয়ে দিতে পারলে, ওর সব কটাই আমার বরাতে জুটে যাবে।

[প্রস্থান।

আলিমর্দান। ইতিহাস মৃত, ইতিহাস কথা বলে না; তবু ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ অমান্য করবার সাধ্য বুঝি মানুষের নেই। অভিশপ্ত গৌড়—রক্তাক্ত গৌড়! মহাবলী শশাঙ্ক, অমিততেজা হর্ষবর্ধন, সম্রাট ধর্মপাল, রাজচক্রবর্তী প্রথম মহীপাল—এই অভিশপ্ত গৌড়ের মাটিতেই ইতিহাস রচনা করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুলতান বক্তিয়ার খিলজী এবার রচনা করতে চলেছে গৌড়ের শেষ ইতিহাস।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-শিবিরের একাংশ।

গীতকণ্ঠে ইন্দ্রাণীর প্রবেশ।

ইন্দ্রাণী।—

গীত।

মধুরাতি হলো শেষ, ঝরে গেল ফুল আশার সমাধি মোর।
শুকাইয়া গেল মালিকার মালা সুখনিশি হলো ভোর।
এবার কাঁদার পালা,
নিশিদিন শুধু জ্বলিবে বিরহ-জ্বালা,
প্রেমের পরশে দাও গো শান্তি, কোথা মোর চিতচোর।

[কাঁদিতে লাগিল]

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। ইন্দ্রা!

ইন্দ্রাণী। বল।

সমর। তুমি কাঁদছো ইন্দ্রা? তুমি যদি চাও—চল তোমাকে সপ্তগ্রামে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিই।

ইন্দ্রাণী। স্বামী কি আর আমাকে গ্রহণ করবে ভাবো?

সমর। কেন করবে না, তুমি তো কোন অপরাধ করনি।

ইন্দ্রাণী। সমরদা!

সমর। সেদিন যদি আমি তোমাকে উদ্ধার করে না আনতাম, দুর্জয়ের সাধ্য হতো না, তুর্কীর পাশবিক ক্ষুধা থেকে তোমাকে রক্ষা করে।

ইন্দ্রাণী। সে আমি জানি সমরদা। আজম খাঁর লোলুপ জিহ্বা যখন আমার সর্বাঙ্গ লেহন করছিল, আমার স্বামী তখন উদাস-দৃষ্টি মেলে নিঃসহায়ের মত শুধু তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

সমর। ইন্দ্রা!

ইন্দ্রাণী। আচ্ছা, একটা কথা আমাকে স্পষ্ট করে বলো তো সমরদা, তুমি আমায় ভালবাসো? বলো—বলো, চুপ করে থেকো না। বলো—বলো সমরদা।

সমর। একদিন আমি তোমাকে ভালবাসতাম ইন্দ্রা।

ইন্দ্রাণী। আজ?

সমর। হঁ্যা, আজও বাসি। তবে—

ইন্দ্রাণী। তবে?

সমর। আজ তুমি পরস্ত্রী। সেদিন তোমাকে আমি চেয়েছিলাম প্রেয়সীরূপে, আর আজ চাই ভগ্নীর মর্যাদায়।

ইন্দ্রাণী। সমরদা!

সমর। হঁ্যা ইন্দ্রাণী। আমি মানুষ—জানোয়ার নই। আমি চাই না তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার পাশবিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে।

ইন্দ্রাণী। সমরদা, তুমি এমন মহৎ?

সমর। এ আমার মহত্ত্ব নয় ইন্দ্রা, এ আমার কর্তব্য। আমি তোমাকে বোনের মর্যাদা দিয়ে মাথায় করে রাখবো, প্রয়োজন হলে দুর্জয় সিংহের পায়ে ধরে—

ইন্দ্রাণী। না-না, তা হবে না সমরদা, ওই নারকীর কাছে কিছুতেই তোমাকে ছোট হতে দেবো না।

সমর। কিন্তু ইন্দ্রা—

ইন্দ্রাণী। আমার অনাঘ্রাত কুমারী যৌবন আজও অম্লান আছে দাদা। যতদিন বেঁচে আছি, এইভাবেই আমি থাকতে চাই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে বোন বলে স্বীকার কর, ছোটবোনকে তোমার কাছেই থাকতে দাও।

সমর। তা হয় না ইন্দ্রা, সমাজ একথা মানবে না, স্বীকৃতি দেবে না ন্যায়-ধর্ম। হিন্দুনারীর স্বামীই স্বর্গ, স্বামীই ধর্ম, স্বামীই ইহকাল পরকাল। তুমি আর অমত করো না বোন, এই জন-মানব-শূন্য গভীর অরণ্যে ধীরে ধীরে তুমি শুকিয়ে যাবে, সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না ইন্দ্রা। তার চেয়ে সপ্তগ্রামে চল—

ইন্দ্রাণী। সমরদা, জেনেশুনেও তুমি সেই নর-রাক্ষসের কাছে আমাকে পাঠাতে চাও? এই দেখ, প্রতি রাত্রে আমাকে চাবুক মেরেছে—ক্ষত এখনো শুকিয়ে যায়নি। দেহের ক্ষত হয়তো একদিন মিলিয়ে যাবে, কিন্তু মনের ক্ষত শুকোবার নয়। এই দেখ আমার পিঠে—

[পিঠের আবরণ তুলিয়া দেখাইল ইন্দ্রাণী, গভীর মমতায় ইন্দ্রাণীর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল সমর. ইন্দ্রাণী কাঁদিতে লাগিল।]

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। [সগর্জনে] ইন্দ্রাণী। ব্যাভিচারিণী—সৈরিন্ধ্রী—

ইন্দ্রাণী। বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। চুপ শয়তানী! আমি তোর মত দেহসর্বস্বা সৈরিন্ধ্রীর পিতা নই। রাজা রুদ্রপ্রতাপের কন্যা কোনদিন দেহ-বিলাসিনী হবে না। ছিঃ-ছিঃ, সর্বনাশী! গঙ্গায় তো জলের অভাব ছিল না? মর—মর তুই, আমিও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি—

সমর। রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি চুপ কর লম্পট! ক্লেদাক্ত পূতিগন্ধময় নরকে তোমার জন্ম। শয়তানের জৈবিক তাড়নায় তোমার আবির্ভাব। তোমার মত নরপশুর কাছে এর চেয়ে আর বেশী কি আশা করা যায়?

ইন্দ্রাণী। বাবা, তুমি চুপ কর, অমন কুৎসিৎ ভাষায় ওঁকে তুমি অপমান করো না।

রুদ্রপ্রতাপ। অপমান? একটা অজ্ঞাতকুলশীল রাস্তার কুকুর—

ইন্দ্রাণী। বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে পশু আমার বিবাহিতা কন্যার সর্বনাশ করতে চায়, তাকে জীবন্ত সমাধি দিতে পারলেই আমার উষ্ণ রক্ত শীতল হবে। ওর মত জারজ সন্তানের পক্ষেই এই পশ্বাচার—

সমর। রাজাবাহাদুর! আপনি আমার আশ্রিত, তাই আপনার মত কটু ভাষা প্রয়োগ করতে আমি চাই না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন—

রুদ্রপ্রতাপ। বিশ্বাস? বিশ্বাস করবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ—কাকে? কাকে আমি বিশ্বাস করবো? পাপে ভরা এই শয়তানের পৃথিবী—মানুষ একটাও নেই।

সমর। রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। দুর্জয়কে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, সে আমাকে পথের ভিখারী করেছে; আমার কন্যাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম—

ইন্দ্রাণী। বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। সে আমার নিষ্কলঙ্ক মুখে চুণকালি লেপে দিয়েছে।

তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, তুমি তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছ নরপশু! আবার আমি মানুষকে বিশ্বাস করবো? পাপ—পাপ, শুধু পাপ। পূতিগন্ধময় রৌরব নরকে কৃমিকীটগুলো মহানন্দে কিল-বিল করছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[উন্মাদের মত হাসিতে লাগিল]

ইন্দ্রাণী। বাবা! বাবা!

রুদ্রপ্রতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সমর। রাজাবাহাদুর!

রুদ্রপ্রতাপ। আমাকে বলছো? আমি রাজা? হাঃ-হাঃ-হাঃ—না-না, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না দুর্জয়, কিছুতেই ক্ষমা করবো না। তোমাকে আমি—

ইন্দ্রাণী। বাবা—লক্ষ্মী বাবা! তুমি শান্ত হও। এই দেখো বাবা, আমি তোমার ইন্দ্রা।

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রা—ইন্দ্রা, ওই—ওই দেখ মা, দুর্জয় ছুরি নিয়ে আসছে, আমাকে হত্যা করবে। না-না, আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না। আমি রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য চাই না—শুধু আমাকে বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও—

[ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান।

ইন্দ্রাণী। বাবা! বাবা! শোন—

[প্রস্থান।

সমর। একি করলে ভগবান? সপ্তগ্রামের অধিপতি রাজা রুদ্রপ্রতাপ আজ বদ্ধ উন্মাদ? কোথায় তুমি হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা! কোথায় জাগ্রত জননী দেবী বিশালাক্ষ্মী? বাঙালীর শেষ আশাটুকু এমনিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল?

গীতকণ্ঠে রতনের প্রবেশ।

রতন।—

গীত।

ওরে আয়, ফিরে আয়—ফিরে আয়,
বঙ্গ জননীর স্নেহের দুলাল, আয় তোরা ফিরে আয়।
কোথা শশাঙ্ক কোথা ধর্মপাল,
গৌড়ের রবি কোথা মহীপাল,
কাঁদতেছে হায় লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্মণ তুই ফিরে আয়।

[প্রস্থান।

সমর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ফিরে এসো, ফিরে এসো বাংলার দীপ্ত সূর্য মহারাজ শশাঙ্ক! কোথা তুমি রাজাধিরাজ ধর্মপাল? কোথায় গেলে রাজচক্রবর্তী সম্রাট মহীপাল? কোথায় বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী মহারাজ লক্ষ্মণসেন? সমস্ত উত্তর ভারত জয় করে বাংলার বুকে যে নব যুগের সূচনা করেছিলে, আজ কোথায় হারিয়ে গেলে তোমরা? জেগে ওঠো, আর একবার ভারতের বুকে আলোড়ন তুলে, বিধর্মী পাঠান শক্তিকে বুঝিয়ে দাও,—বাঙালী ভীরু নয়, বাঙালী কাপুরুষ নয়, বাঙালী কারো ক্রীতদাস নয়।

নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। আবার বলো, আবার বলো সমর সিংহ—বাঙালী ভীরু নয়, বাঙালী কাপুরুষ নয়, স্বাধীনতা রক্ষায় বাঙালী মৃত্যুকে ভয় পায় না।

সমর। তুমি! ছায়ার মত তুমি আমাকে অনুসরণ করছো? তোমারই অনুগ্রহে সপ্তগ্রামের প্রাসাদ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ তৈরী করেছিলাম।

কিন্তু মা, সমস্ত আশা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল, রাজা রুদ্রপ্রতাপ আজ বদ্ধ উন্মাদ।

নিয়তি। তোমার ভেঙে পড়লে চলবে না সমর। মনে রেখো, প্রবল শত্রু বক্তিয়ার খিলজী এখনো জীবিত।

সমর। কিন্তু—

নিয়তি। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মন থেকে মুছে ফেলে, বন্যার স্রোতের মত তোমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর বুকে, টুঁটি টিপে আদায় করতে হবে গৌড়ের মসনদ। ওই মসনদের উত্তরাধিকারী তুমি, বিধর্মী তুর্কীর কোন অধিকার নেই গৌড়ের সিংহাসনে।

সমর। তোমার আদেশ আমার মনে থাকবে মা। শয়তান বক্তিয়ারের সঙ্গে আমার কোন আপোষ নেই। হয় মারবো, না হয় হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে চলে যাবো অমৃতলোকে।

নিয়তি। পাঠান তুর্কীরা তোমাদের আস্তানার খবর পেয়েছে, একটু সাবধানে থাকবে সমর। আমি আবার আসবো। মনে রেখো, তোমার জীবনের অনেক মূল্য। [প্রস্থান।

সমর। তুর্কীরা আমাদের খবর জানতে পেরেছে? আজই তাহলে শিবির তুলে নিতে হবে?

রণদেব, ধিনিকেম্ট, ও ভজনের প্রবেশ।

রণদেব। সমর! এইভাবে আমাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে সপ্তগ্রাম অভিযান করে রাজা রুদ্রপ্রতাপকে স্বপদে অধিষ্ঠিত করতে হবে।

সমর। কিন্তু রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নন, কাকে আপনারা সিংহাসনে বসাবেন?

ধিনিকেষ্ট। তুমি হালায় রাজা হবা? আমরা বুড়া রাজা চাই না।

সমর। তা হয় না কেষ্টদা।

ধিনিকেষ্ট। ক্যান অইব না হালায়? রাজা হইব সিংহের মত শক্তিমান, হালায় একটা হুঙ্কার দিলে যেন হুমুন্দির পুতেরা হালায় ভয় পাইয়া পলায়। আপদে বিপদে আমাগো যে রক্ষা করতে পারব, এমন রাজা হালায় আমাগো চাই।

রণদেব। তোমার কথা হয়তো ঠিক কেষ্ট, কিন্তু রাজার একটা বংশ-পরিচয় চাই। আশা করি, তুমি দুঃখিত হবে না সমর। তোমাকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি, তোমার বীরত্ব সন্দেহাতীত, তোমার দেশপ্রেম অনুকরণীয়, তবু—

ভজন। মন্ত্রীমশাই! পান্না রাজপুত্র।

রণদেব। ভজন!

ধিনিকেষ্ট। কও কি হালায়, সমরদা রাজার পোলা?

রণদেব। ভজন! তুমি কি বলছো? সমর রাজপুত্র?

ভজন। হ্যাঁ মন্ত্রীমশাই! পান্না, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ভাগ্নে, রাজা বিনায়ক দেবরায়ের একমাত্র বংশধর।

রণদেব। বিনায়ক দেবরায়? কাঞ্চনার অধিপতি বিনায়ক আমার বন্ধু ছিল। তুর্কীর আক্রমণে তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথাও আমি শুনেছি। কিন্তু সমর যে তারই সন্তান, এ আমি জানতাম না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা, না জেনে তোমার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছি।

সমর। আমাকে আশীর্বাদ করুন দেব! যেন দেশের জন্য আমার এই তুচ্ছ প্রাণ আমি উৎসর্গ করতে পারি।

রণদেব। আমি মনে-প্রাণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি সমর, দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে, ইতিহাসের পাতায় তুমি অমর হয়ে থাকো।

ধিনিকেষ্ট। আমি যাই সমরদা, এবার হালায় কোমর বাইন্ধা কাজ করমু। তুমি হালায় রাজা হবা, আমরা তুর্কী হালাগো ধইরা ধইরা শূলে চড়ামু। [প্রস্থান।

রণদেব। আমি যাচ্ছি সমর! সপ্তগ্রামের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। ব্যাভিচারী লম্পট দুর্জয় সিংহের ব্যবহারে তারা ক্ষুব্ধ। এই সুযোগে যদি আমরা সপ্তগ্রাম অবরোধ করতে পারি, জয় আমাদের অনিবার্য! আমি তাহলে আসি।

[প্রস্থান।

সমর। বাবা!

ভজন। না পান্না, তুই আর আমাকে 'বাবা' বলে ডাকিস না; লোকে তোকে উপহাস করবে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। তুই যদি রাজা হতে পারিস, আমি দূর থেকে দেখবো, আর আনন্দে চোখের জল ফেলবো।

সমর। বাবা!

ভজন। পান্না—আমার ছোট্ট পান্না রাজা হবে। কত তোকে বকেছি, কত তাড়না করেছি, আবার বুকের ওপর তুলে নিয়ে আদর করে ঘুম পাড়িয়েছি, সেই পান্না আমার রাজা হবে!

সমর। না বাবা, অন্য মানুষের কাছে রাজা হলেও, আমি তোমার কাছে পান্নাই থাকবো। ছোটবেলা থেকে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছ, কোনদিন বুঝতেও দাওনি পান্না পিতৃ-মাতৃহারা। এবার যদি আমার মা-বাবার খোঁজ পাই—

ভজন। পান্না! তোর মা-বাবা—

সমর। মা-বাবা? তুমি কি তাঁদের সন্ধান পেয়েছো বাবা?

ভজন। হ্যাঁ বাবা, তোর মা—

সমর। বলো—বলো বাবা, কোথায় আমার মা?

ভজন। তোর মা—তোর মা গৌড়ে।

দ্রুত হাসেম খাঁর প্রবেশ।

হাসেম। সমরদা—সমরদা—

সমর। কে! হাসেম? তোমার এতবড় দুঃসাহস যে তুমি সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করেছ শয়তান! আজ তোমাকে প্রাণ নিয়ে গৌড়ে ফিরে যেতে দেবো না বেইমান! [অস্ত্র নিষ্কাসন]

হাসেম। তুমি আমাকে হত্যা করো সমরদা, কিন্তু রাজকুমারী ইন্দ্রাণীকে—

সমর। ইন্দ্রাণী? কি হয়েছে ইন্দ্রাণীর? সে কি অরণ্যকুটিরে নেই? বলো—বলো হাসেম, কোথায় ইন্দ্রাণী?

হাসেম। মহারাজ পাগলের মত ছুটছিলেন, ইন্দ্রাদিদি বাবা-বাবা বলে ছুটছিল পেছনে, হঠাৎ আজম খাঁ—

সমর। আজম খাঁ! বেইমান তুর্কীকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে, পৃথিবীর নারীলোভী শয়তানগুলো তা দেখে আঁতকে উঠবে।

হাসেম। চোখের সামনে বাঙালী মেয়ের বে-ইজ্জৎ আমি দেখতে পারলাম না সমরদা, তাই—

সমর। বাবা! তুমি মন্ত্রীমশাইকে খবর দাও। আমি যাচ্ছি—যেমন করেই হোক, তুর্কীর কবল থেকে আমার বোনকে রক্ষা করতেই হবে—রক্ষা করতেই হবে। [প্রস্থান।

ভজন। পান্না—পান্না! তুই যাসনে বাবা। ওরা মানুষ নয়—জীবন্ত শয়তান! পান্না—পান্না—

[প্রস্থান।

হাসেম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ব্যাঘ্রের গহ্বরে ছুটে যাচ্ছে সমর সিংহ। পাঁচ হাজার তুরানী সেনা ওৎ পেতে বসে আছে, ইন্দ্রাণী এতক্ষণে পৌঁছে গেছে সুলতানের হারেমে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

সুরাপাত্র হস্তে টলিতে টলিতে দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

দুর্জয়। নাচো, গাও, স্ফূর্তি করো, আমাকে সুরার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। বলো—বলো পিয়ারী, এক এক করে সবাই আমাকে ছেড়ে গেলেও, তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না? কে—কে ওখানে। ইন্দ্রা? কি দেখতে এসেছো ইন্দ্রাণী? আমি বেঁচে আছি, না মরে ভূত হয়ে গেছি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—না-না, আমি তোমাকে চাই না। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত, তোমার বন্ধ দরজার সামনে মাথা কুটেছি, চাবুকের আঘাতে তোমাকে জর্জরিত করেছি, তবু তোমার এতটুকু দয়া আমি পাইনি—

নেপথ্যে রতন ।—

গীত ।

ভ্রান্ত পথিক পথ ভুলে তুই হলি কামনার দাস—

দুর্জয় । এই, কে আছিস ? ভিখারীটাকে পাঠিয়ে দে । কি গাইছে লোকটা ? অন্ধ পথিক ? কে অন্ধ ? আমি ? আমি অন্ধ ? হাঃ-হাঃ-হাঃ-—

রতনের প্রবেশ ।

দুর্জয় । তুমি গান গাইছিলে ?

রতন । হ্যাঁ হুজুর !

দুর্জয় । আর একবার গাও তো শুনি—

রতন ।—

গীত ।

ভ্রান্ত পথিক পথ ভুলে তুই হলি কামনার দাস।
চলে গেছে সুখ নাইকো শান্তি নাই কোন আশ্বাস।
দিবস রজনী শুধু দিন গোণা,
পাপের পঙ্কে ডুবি স্বপ্ন বোনা,
আয় ফিরে আয় পাগল ছেলে বাঁচিবারে যদি চাস।

দুর্জয় । আমি ভুলপথে চলেছি ? পারো—পারো তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দিতে ?

রতন । মহারাজ দুর্জয় সিংহ ! তোমার স্ত্রী তুর্কীর হাতে লাঞ্ছিতা, তোমার দেশ-জননী তুর্কীর অত্যাচারে জর্জরিতা, আর তুমি সুরার স্রোতে ভেসে চলেছো ?

দুর্জয় । দেশের জন্য আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই, দেশ উচ্ছন্নে

যাক। কিন্তু ইন্দ্রাণী—না, ইন্দ্রাণীর প্রতিও আমার কোন কর্তব্য নেই। ইন্দ্রাণী চায় সমর সিংহকে।

রতন। তোমার অহেতুক সন্দেহ রাজা। সমর সিংহ শুধু দেশ-প্রেমিকই নয়—আদর্শ মানুষ।

[প্রস্থান।

দুর্জয়। পৃথিবীতে সবাই আদর্শ মানুষ, অমানুষ শুধু মহাপাপী দুর্জয় সিংহ। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস, বিবাহিতা পত্নীর বন্ধ দরজার সামনে মাথা খুঁড়েছি, হৃদয়টা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মনুষ্যত্ব বিবেক জাহান্নমে গেছে; তবু তার পাষাণ প্রাণে এতটুকু করুণা হয়নি। না-না, আমি ডুবে যেতে চাই, আমি দেখতে চাই নরক—সে কোথায়, কত দূরে ?

[প্রস্থান।

কৃষ্ণকলির প্রবেশ।

কৃষ্ণকলি। ভজনদা পাঠালে জামাইবাবুকে খবর দিতে। কিন্তু কাকে খবর দেবো ? সে তো মদ খেয়ে বেহুঁশ। ওদিকে একটা লোক ঘুর-ঘুর করছিল, মনে হয় মোছলমান, দেখি কি হয়—[ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল]

মুসলমানের বেশে চতুরাননের প্রবেশ।

চতুরানন। হায় আল্লা! এতবড় বাড়ী, অথচ একটা মেয়েমানুষ—থুড়ি আওরত নেই ? ভাবলাম, বেগম যখন দয়া করে চাকরী দিয়েছে, জেনানা একখান নিশ্চয়ই দেবে। ব্যাটা আজম খাঁ বললে, তোরা তো কুত্তা! যা, একটা হিঁদুর মেয়েকে জোগাড় করে আন। গ্রামে

গেলাম, গাঁয়ের হিঁদু শালারা আমার মুখে থুথু দিলে। তাই ভাবলাম, যাই রাজবাড়ী থেকেই একখান জেনানা—হায় আল্লা, এ আবার কে? বলি হ্যাঁগা—

কৃষ্ণকলি। কিগা?

চতুরানন। হেঃ-হেঃ-হেঃ—তুমি আমার বিবি হবে পিয়ারী? হীরে-জহর-মণি-মুক্তায় তোমাকে আমি সাজিয়ে দেবো, যাবে আমার সঙ্গে?

কৃষ্ণকলি। হুঁ—

চতুরানন। হায় আল্লা! আবার বলে 'হুঁ'—হিঃ-হিঃ-হিঃ—

কৃষ্ণকলি। আপনার নাম?

চতুরানন। ওরে বাবা! আবার নামও জিজ্ঞেস করছে? হিঃ-হিঃ-হিঃ—মার দিয়া কেল্লা। হোগিয়া, আমার সঙ্গে মহব্বৎ হোগিয়া, মার হাব্বা—

কৃষ্ণকলি। নামটা বলবেন?

চতুরানন। বলবো মানে? আমার বাবা বলবে। হিন্দু থাকতে নাম ছিল চতুরানন চাকলাদার, ইসলামী হয়ে নাম হয়েছে চতুর আলি, কেমন খানদানী খানদানী খুঁসবু পাচ্ছ না? গায়ে আবার আতর লাগিয়েছি, আতর—

কৃষ্ণকলি। আতর লাগিয়েছেন জাঁহাপনা?

চতুরানন। গেছি—গেছি রে বাবা, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো! শালা আমাকে বলে কিনা জাঁহাপনা? হিঃ-হিঃ-হিঃ—চল—চল বিবিসাহেবা, তোমাকে নিয়ে আজই গৌড়ে যাবো। তার আগে তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখি। ছোঁবো বিবিজান? হিঃ-হিঃ-হিঃ—

কৃষ্ণকলি। হুঁ—

চতুরানন। ওরে শালা, আবার বলে 'হুঁ'। [চতুরানন কৃষ্ণকলির ঘোমটা সরাইতে গেল]

সহসা ধিনিকেষ্টর প্রবেশ। পিছন হইতে ছাতার বাঁট গলায় লাগাইয়া চতুরাননকে টানিয়া ধরিল।

চতুরানন। কোন শালা রে?

ধিনিকেষ্ট। তোর বোনাই রে হালার পুত।

চতুরানন। কেষ্টদা!

ধিনিকেষ্ট। চতুরানন! তুমি হালায় মোছলা অইচ?

কৃষ্ণকলি। আমাকে আবার বিবি বানাতে চায়।

ধিনিকেষ্ট। কও কি হালায়! তোরে তো থাইচি হালার পুত, আমার বিয়া করা ইস্তিরি, তারে তুমি হালায় বিবি বানাবা শূয়ার।

চতুরানন। কেষ্টদা! দোহাই কেষ্টদা! তোমার পায়ে পড়ি, আমি বুঝতে পারিনি—এমন ভুল আর হবে না।

ধিনিকেষ্ট। [চুল ধরিয়া] বল—বল হালার পুত, কলিকে মা ক—কইলি? কইলি হালা?

চতুরানন। বড্ড লাগছে কেষ্টদা।

ধিনিকেষ্ট। ক হালা—কলিরে মা ক—

কৃষ্ণকলি। তা কি করে হবে গো? গ্রাম সম্পর্কে ও যে আমার ভাই!

ধিনিকেষ্ট। তুমি চুপ কর হালায়। ভাই তো, বিবি বানাইতে চায় কি কইরা হেউজ্জা কও? কি রে হালা, কবি, না মারমু ছাতির বাড়ি—

চতুরানন। বলছি—বলছি দাদা, একটু ছেড়ে দাও, বলছি—

ধিনিকেষ্ট। [ছাড়িয়া দিল] ছাড়লাম, এইবার ক হালায়, অরে মা ক—

[চতুরাননের দৌড়াইয়া প্রস্থান।

ধিনিকেষ্ট। ধর—ধর হালারে! কলি, তুমি হালায় ক্যাবলার মত খাড়াইয়া রইলা হালায়, ধরবার পারলা না?

কৃষ্ণকলি। হ্যাঁ—আমি মেয়েমানুষ হয়ে ব্যাটাছেলেকে ধরতে যাই, মরণ!

[প্রস্থান।

ধিনিকেষ্ট। হালারে ধরবার পারলাম না। নাঃ, আমারে দিয়া হালায় কোন কাম অইব না। ওদিগে সমরদারে হালায় মোছলারা ধইরা লইয়া গেছে। কি যে করমু হালায়—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। নিয়তি—নিষ্ঠুর! নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে বক্তিয়ার খিলজীর লৌহ-কারাকক্ষে। মৃত্যু আমার অবধারিত। শুধু দুঃখ রইলো, ইন্দ্রাণীকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। লড়াই করবার কোন সুযোগই পেলাম না—

বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ।

বক্তিয়ার। বন্দী সমর সিংহ।

সমর। বলুন,—

বক্তিয়ার। জানো আমি কে?

সমর। বান্দা কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। খামোশ জানোয়ার! তোমাকে আমি ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো নেমকহারাম!

সমর। আমি বন্দী, আপনার খুশীমত শাস্তি আমাকে নিশ্চয়ই দিতে পারেন।

বক্তিয়ার। তুমি একটা দেশের সহকারী সেনাপতি ছিলে, অথচ সাধারণ শিষ্টাচারটুকুও শেখোনি কম্‌বক্ত!

সমর। আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করুন সুলতান!

বক্তিয়ার। তুমি আমার বন্দী, সুলতানকে দেখা মাত্রই তোমার অভিবাদন জানানো উচিত। সেটুকু সৌজন্য বোধও নেই তোমার?

তুমি কি চাও—ঘাতকের নিষ্ঠুর খড়্গে তোমার উঁচু মাথাটা আমি ধূলায় লুটিয়ে দিই ?

সমর। সৌজন্যটা কিন্তু শ্রদ্ধা বা ভয়েই মানুষ দেখিয়ে থাকে সুলতান! আমার যখন একটাও নেই, তখন সৌজন্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না; কারণ আপনি আমার প্রভু নন।

বক্তিয়ার। দুর্বিনীত যুবক! তুমি বলতে চাও—আমার ওপর তোমার শ্রদ্ধা নেই ?

সমর। না সুলতান, আজ পর্যন্ত কোন শ্রদ্ধার কাজই আপনি করেননি।

বক্তিয়ার। খামোশ বেয়াদব! প্রাণের মায়াও কি তোমার নেই বলতে চাও ?

সমর। বোধ হয়—না।

বক্তিয়ার। হুঁশিয়ার কাফের! বক্তিয়ার খিলজীর ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ তুমি। হাজার হাজার কাফের বেইমানকে আমি জাহান্নমে পাঠিয়েছি, মরবার সময়ও তারা বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু আমি তাদের এতটুকু করুণা দেখাইনি। দুনিয়ায় এমন কোন ইনসান নেই, যে প্রাণের ভয়ে ভীত নয়।

সমর। তাহলে এমন ইনসান সুলতান বক্তিয়ার খিলজী আজও দেখেননি, আমাকে দেখে নয়ন সার্থক করুন সুলতান।

বক্তিয়ার। তোমাকে আমি হত্যা করবো জানোয়ার! মাটিতে অর্ধ প্রোথিত করে তোমাকে আমি ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

সমর। আপনার হাতে যখন হাতিয়ার আছে, আমার হাতে আছে শৃঙ্খল, ইচ্ছে করলে আপনি তা পারেন সুলতান। কিন্তু আমাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে হাতে একখানা তরবারি দিন, বক্তিয়ার

খিলজীর নাম যদি ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে না পারি—

বক্তিয়ার। সমর সিংহ!

সমর। শঠতার আশ্রয় নিয়ে আপনার বেইমান সেনাপতি আমাকে বন্দী করেছে, নইলে পাঁচ হাজার তুরাণীকে আমি সপ্তগ্রামের মাটিতেই কবর দিতাম।

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তুমি কি বক্তিয়ার খিলজীর বীরত্বের কথা শোনোনি যুবক? মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে—

সমর। লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করেছিলেন, ওকথা আমি বহুবার শুনেছি। কিন্তু এতে আপনার বীরত্বের কোন চিহ্নই আমি দেখতে পাইনি, শুধু দেখেছি—আপনাদের পশুর মত ঘৃণিত আচরণ।

বক্তিয়ার। তুমি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো কাফের।

সমর। হাজার হাজার অসহায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে হত্যা করে, পুরনারীদের ধর্ষণ করে, ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত করেছেন আপনি। ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস আপনাকে 'বীর' বলে চিহ্নিত করবে না, শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেবে না—দেবে ঘৃণার থুৎকার।

বক্তিয়ার। তোমাকে যে এতক্ষণ জাহান্নমে পাঠাইনি, সে আমার সৌজন্য নয়—শুধু ইন্দ্রাণীর জন্যই তুমি বেঁচে আছ।

সমর। আপনার অসীম করুণা গৌড়াধিপতি।

বক্তিয়ার। শোন কাফের! দুর্জয় সিংহের পত্নী হলেও ইন্দ্রাণী নাকি তোমাকেই ভালোবাসে। ইন্দ্রাণী আজ তিনদিন উপবাসী। ইন্দ্রাণীকে তুমি বুঝিয়ে বলবে—তার আত্মহত্যা করা চলবে না।

সমর। আমার দ্বারা সম্ভব নয় সুলতান!

বক্তিয়ার। সমর সিংহ!

সমর। হিন্দুর মেয়ে মরবে, তবু কুকুরের—

বক্তিয়ার। থামোশ কসবীর বাচ্চা! আমার আদেশ যদি অমান্য করিস, কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই তোর ওই জানোয়ারের মাথাটা গড়াগড়ি যাবে পথের ধূলোয়। হুঁশিয়ার! [প্রস্থান।

সমর। পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুই আমার কাম্য। কিন্তু বাবা বলছিল, আমার মা নাকি গৌড়ে আছে! কোথায় আছে আমার মা? মা, মাগো—এই দীর্ঘ বিশ বছরে একটিবারও আমার কথা মনে পড়েনি তোমার? একবারও মনে হয়নি যে তোমার পান্না—

ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া চাঁদবেগমের প্রবেশ।

চাঁদবেগম। পান্না!

সমর। কে? কে আপনি? আপনি কি করে জানলেন আমার নাম পান্না? বলুন—বলুন, আপনি কে?

চাঁদবেগম। আ-আমি—আ-আমি—

সমর। বলুন—বলুন, আপনি চুপ করে গেলেন কেন?

চাঁদবেগম। পান্না—

সমর। মনে হয়—মনে হয়, আপনার ওই মুখ যেন আমার পরিচিত। অস্পষ্ট আলো-ছায়ার মাঝে, আপনার ওই মুখ যেন আমার মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। কিন্তু কোথায় কবে কখন দেখেছি আপনাকে?

চাঁদবেগম। সপ্তগ্রামের বিশালাক্ষী মন্দিরে।

সমর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনিই তো গৌড়েশ্বরী।

চাঁদবেগম। পান্না—পা—

সমর। জানেন, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সেদিন আপনার পূজোর উপাচার ফেলে দিয়ে রাতভর আমি কেঁদেছি। শুধু মনে হয়েছে—আমি বুঝি ভুল করলাম, কিন্তু—

চাঁদবেগম। পান্না—পান্না—আমি—আ-আমি—

সমর। আমি জানি গৌড়েশ্বরী, এই বিধর্মী সন্তানের কথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে পারছেন না! কিন্তু আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি—রাতভর আমি কেঁদেছি!

চাঁদবেগম। পান্না—

সমর। বার-বার আপনার মুখখানা ভেসে উঠেছে মনের মণি-কোঠায়। ওই মুখ যেন আমার কতকালের চেনা! ওই স্নেহ-কোমল বুকে মাথা রেখে আমি যেন যুগ-যুগান্ত ডেকেছি, মা—মা—মাগো—

চাঁদবেগম। [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল] পান্না—পান্না, তুই চুপ কর, আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আমার এই বুকের জ্বালা পৃথিবীতে কারো কাছে বলবার নয়। কি করবো, আমি কি করবো—[কাঁদিতে লাগিল]

সমর। একি! আপনি কাঁদছেন? জানেন—আমিও মাতৃহারা। শয়তান বক্তিয়ার খিলজীর অত্যাচারে আমার মা-বাবা হারিয়ে গেছে। আজ যদি আমার মা থাকতো, সেও হয়তো—

চাঁদবেগম। পান্না—পান্না—আ-আমি—আ-আমি তোর মা।

সমর। মা!

চাঁদবেগম। হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা, আমি তোর মা। আ-আমি—

সমর। সে আপনার মহত্ব গৌড়েশ্বরী, বিজাতির সন্তানকে 'পুত্র' বলে স্বীকার করা, সে আপনার মাতৃত্বের মহান প্রকাশ।

চাঁদবেগম। না—না বাবা, আ-আমি—আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি—আমিই তোর গর্ভধারিণী মা!

সমর। মা—তুমি—তুমি আমার মা?

চাঁদবেগম। পান্না!

সমর। মা!

চাঁদবেগম। পান্না—পান্না—আমার পান্না! আয়, ওরে আমার বুকে আয় বাবা!

সমর। মা—মা—মাগো—[ছুটিয়া গেল, চাঁদবেগম তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল]

চাঁদবেগম। ডাক—ডাক, ওরে অভাগা সন্তান, একবার—আর একবার 'মা' বলে ডাক—কত যুগ তোর মুখে আমি 'মা' ডাক শুনিনি।

সমর। মা—মা—মাগো—

চাঁদবেগম। পান্না—পান্না—আমার সোনামণি—

সমর। তোমার সঙ্গে এ জীবনে যে দেখা হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মা!

চাঁদবেগম। শয়তান বক্তিয়ার আমাকে ধরে আনলে। মরতেই আমি চেয়েছিলাম বাবা—শুধু তোর কথা ভেবেই মরতে পারিনি।

সমর। তাহলে তুমি বক্তিয়ারের—

চাঁদবেগম। হ্যাঁ বাবা। শুধু প্রতিহিংসা নিতে, তুর্কীর বিষ-দাঁত ভেঙে দিতে আমি তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে চলেছি! নইলে আমিও তো নারী—স্বামী সন্তান জীবিত—

সমর। বন্ধ কর, বন্ধ কর নারী, তোমার ওই কুৎসিত প্রলাপ!

চাঁদবেগম। পান্না!

সমর। না-না, আমি তোমার পান্নাকে চিনি না, আমার নাম সমর সিংহ। রাজভৃত্য ভজন আমার পিতা। তুমি আমার কেউ নয়।

চাঁদবেগম। পান্না!

সমর। চলে যাও—তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।

চাঁদবেগম। পান্না—আমার কথা শোন বাবা!

সমর। না-না, কোন কৈফিয়ৎ দিয়ে তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না। আমার চোখে তোমার একটাই পরিচয়—তুমি স্থলতানের রক্ষিতা।

চাঁদবেগম। পান্না—

সমর। তোমার ওই দেহটা বক্তিয়ার খিলজীর কাছে বিলিয়ে দেবার আগে, তুমি আত্মহত্যা করতে পারলে না? মৃত্যুকে তোমার এত ভয় নারী? তুমি যে রাজা বিনায়ক দেবরায়ের ধর্মপত্নী, একথা ভাবতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি একটা ঘৃণিতা বার—

চাঁদবেগম। বল—বল, ওরে অভাগা সন্তান, তারস্বরে চীৎকার করে বল—মা, তুমি ঘৃণিতা বারবিলাসিনী! মা, তুমি দেহসর্বস্বা অস্পৃশ্যা!

সমর। এ ছাড়া আমার কাছে তোমার অন্য কোন পরিচয় নেই।

চাঁদবেগম। ঠিক বলেছিস—তুই ঠিক বলেছিস পান্না। অথচ এই ঘৃণিতা অস্পৃশ্যা নারীই একদিন তোর ওই চাঁদমুখ দেখে মনে মনে ভাবতো, স্বর্গ আমার বুকের মাঝে, পূর্ণিমার চাঁদ আমার কোলে শুয়ে আছে। স্বপ্ন—সে বুঝি শুধু স্বপ্ন?

সমর। মা!

চাঁদবেগম। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এক ফোঁটা মাংসপিণ্ডকে তিলে তিলে মানুষ করেছি, মুখে তার ভাষা জুগিয়েছি, অসুস্থ হলে বিনিদ্র রাত্রি সতৃষ্ণ চোখে মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছি। সে কি স্বপ্ন—সে কি অবাস্তব কল্পনা?

সমর। মা—মা! আমি—

চাঁদবেগম। তোর কোন দোষ নেই বাবা, সবই আমার ভাগ্যলিপি। আ-আমি—আমি যাচ্ছি পান্না—আজ আজ থেকে তুই মনে করিস, তোর মা—তোর মা মরে গেছে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

সমর। মা—মা—মাগো, আমার মা—[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। ধন্য—ধন্য তোমাকে সমর সিংহ, এই শিক্ষাই তুমি পেয়েছ এতদিন? মা যদি স্বৈরিণীও হন, তবুও সন্তানের কাছে তাঁর একটি-মাত্র পরিচয়—তিনি জননী। এই দুনিয়ায় মায়ের বিকল্প কিছু নেই।

সমর। কে আপনি?

মহম্মদ। আমার পরিচয় পেলে খুশী হবে না বন্ধু। জন্মসূত্রে আমি পাঠান, কিন্তু মনে-প্রাণে আমি বাঙালী। তোমাদের মাতা-পুত্রের সমস্ত কথা অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

সমর। আপনি জানেন না, কি অন্তর্দাহ আমার এই বুকের মাঝে। এতদিন জানতাম—আমি মাতৃহারা। তাই মনে মনে মায়ের

যে ছবি আমি বুকের মাঝে অঙ্কিত করেছিলাম, বাস্তবের কঠিন আঘাতে ভেঙে তা চুরমার হয়ে গেল।

মহম্মদ। সমর!

সমর। মা—আমার মা বিধর্মীর অঙ্কশায়িনী? ওঃ, জ্বলে যাচ্ছে—বুকটা আমার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এর আগে যদি আমি মরে যেতাম—

মহম্মদ। তোমার অন্তরের জ্বালা আমি বুঝতে পারছি সমর। কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রে আছে—সর্বজন হিতার্থে মহর্ষি দধীচি তনুত্যাগ করেছিলেন।

সমর। আপনি বলতে চান, মাও তেমনি—

মহম্মদ। হ্যাঁ বন্ধু, জননী চন্দ্রাবতী তোমাদেরই জন্য তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছেন। শুধু স্বামী-সন্তানের জন্য নয়, সমস্ত বাঙালী-জাতির মঙ্গলার্থেই তাঁর এই আত্মত্যাগ। নইলে বক্তিয়ার খিলজী মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তামাম বাংলাকে ইসলাম জাহানে পরিণত করতেন।

সমর। আপনি আমাকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, মা—মাই, তার বিকল্প কিছু নেই। আপনি যদি আমার বন্ধু, দয়া করে একটিবার মাকে ডেকে দিন, আমি তাঁর চরণ চুম্বন করে মার্জনা চাইবো।

মহম্মদ। বক্তিয়ার খিলজীর হারেমে প্রবেশ করবার অধিকার তাঁর পুত্রেরও নেই।

সমর। আপনি সুলতানের—

মহম্মদ। কুসন্তান, মহম্মদ খিলজী।

সমর। আশ্চর্য! পিতা-পুত্রের মধ্যে অতলান্ত ব্যবধান!

আলিমর্দানের প্রবেশ।

আলিমর্দান। আপনাদের আর দেরী করা উচিত হবে না শাহজাদা, সুলতান জানতে পারলে—

মহম্মদ। চল সমর, তোমাকে কারা-প্রাচীরের বাইরে রেখে আসি।

সমর। মুক্তি দেবেন? আমাকে আপনি মুক্তি দেবেন?

মহম্মদ। মুক্তি আমি দেবো না—দেবেন ইনি, কারাধ্যক্ষ আলিমর্দ্রান।

সমর। আপনিই আলিমর্দান?

আলিমর্দান। না, আমি—মানে আমি—হ্যাঁ-হ্যাঁ সমর, আমার নাম আলিমর্দান। বক্তিয়ার খিলজীর পেয়ারের বান্দা, সুলতানের অনুগ্রহে আজ আমি প্রধান কারারক্ষক।

সমর। আপনার অনুগ্রহ আমি জীবনে ভুলবো না। যদি দিন পাই—আপনার ঋণ আমি নিশ্চয়ই পরিশোধ করবো।

আলিমর্দান। পান্না—পান্না—আমি—না-না, আমি আলিমর্দান, আমি ধর্মান্তরিত ইসলামী—অন্য পরিচয় আমার ধুয়ে মুছে গেছে।

সমর। তাহলে আদেশ করুন—আমি যাই।

আলিমর্দান। যাবে? আচ্ছা—আচ্ছা, তুমি যাও।

সমর। আসুন শাহজাদা। [মহম্মদ সহ প্রস্থানোদ্যত]

আলিমর্দান। পা—পান্না—

সমর। [ফিরিয়া] বলুন—

আলিমর্দান। যদি কোনদিন গৌড়ে আসো, আমার সঙ্গে দেখা করবে—কেমন? কেন জানি না, তোমাকে আমার ছেড়ে দিতে

ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে—তোমাকে আমি, আমার এই বুকের মাঝে সোনার শেকলে বেঁধে রাখি।

সমর। আপনার ভাবান্তর আমার বোধগম্য হচ্ছে না। যদি চান, আমি না হয়—

আলিমর্দান। না-না, তুমি যাও—তুমি যাও। শাহজাদা, শাহজাদা—আপনি ওকে নিয়ে যান। দেখবেন—ওর যেন কোন বিপদ না ঘটে।

মহম্মদ। আর দেরী করলে বিপদ হতে পারে সমর।

সমর। যাচ্ছি আলিমর্দান, তোমার দয়ার কথা আমি ভুলবো না।

[মহম্মদ সহ প্রস্থান।

আলিমর্দান। পান্না—পান্না! আমি—আমি তোর বা—না-না, আমি কারাধ্যক্ষ আলিমর্দান, বিনায়ক দেবরায়কে আমি চিনি না—চিনি না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদকক্ষ।

সুরাপাত্র হস্তে বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ।

বক্তিয়ার। ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী! দেব-বাঞ্ছিত একটি অনাঘ্রাত পারিজাত! জীবনে বহু নারী আমি উপভোগ করেছি। কেউ বা প্রাণের ভয়ে, কেউ বা অর্থ-সম্পত্তি কিংবা মণি-মুক্তার প্রলোভনে আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু এই সপ্তদশী তরুণী তন্বি—

সন্তর্পণে ছুরি হাতে আলিমর্দানের প্রবেশ। বক্তিয়ার
খিলজীকে আঘাত করিতে গেল, সহসা পিছন
ফিরিয়া তাকাইল বক্তিয়ার খিলজী,
মুহূর্তে আলিমর্দান ছুরি
লুকাইয়া ফেলিল।

বক্তিয়ার। কে? ও—আলিমর্দান!

আলিমর্দান। জী—জী আলমপনা!

বক্তিয়ার। কি সংবাদ আলিমর্দান? তোমাকে যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে?

আলিমর্দান। বান্দার কসুর মাপ করবেন খোদাবন্দ! একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

বক্তিয়ার। কই বাৎ নেহি। এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছো আলিমর্দান? তুমি আমার পেয়ারের কর্মচারী, তোমার তো সাতখুন মাপ!

আলিমর্দান। কারারক্ষীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বন্দী সমর সিংহ পালিয়ে গেছে জাঁহাপনা।

বক্তিয়ার। তাতে আর কি হয়েছে? কোথায় পালাবে বেইমান? সমগ্র বাংলাদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনে আমি তাকে কোতল করবো।

আলিমর্দান। জাঁহাপনা!

বক্তিয়ার। হ্যাঁ, তুমি বরং কারারক্ষীদের কোতল করতে হুকুম দাও। আর আজম খাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবে—এক সপ্তাহের মধ্যে সমর সিংহকে গ্রেপ্তার করা চাই।

আলিমর্দান। জো হুকুম হজরত আলি! [প্রস্থানোদ্যত]

বক্তিয়ার। আলিমর্দান!

আলিমর্দান। ফরমাইয়ে জনাব।

বক্তিয়ার। ইন্দ্রাণীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আলিমর্দান। জী জনাব!

[প্রস্থান।

বক্তিয়ার। সমর সিংহ! কাফের সমর সিংহ পালিয়ে গেছে! বেইমান আলিমর্দান ঘাতকের ছুরিতে শান দিচ্ছে? ভেবেছে—আমি কিছুই জানি না? ওয়াক্ত আসুক, বেইমানগুলোকে এক এক করে ঘাতকের খড়্গে বলি দেবো। বক্তিয়ার খিলজীর সহস্র চক্ষু, তার চক্ষুকে ফাঁকি দেবে—এমন ইনসান তামাম হিন্দুস্থানে আজও জন্মায়নি।

রুক্ষবেশে ইন্দ্রাণীর প্রবেশ।

ইন্দ্রাণী। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

বক্তিয়ার। এঁ্যা—হ্যাঁ ইন্দ্রাণী। দুর্জয় সিংহের তালাক না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে নিকাহ করতে পারছি না। কিন্তু তোমার ওই মন-মাতানো জওয়ানী—

ইন্দ্রাণী। সুলতান!

বক্তিয়ার। হ্যাঁ ইন্দ্রা। তোমার জওয়ানী আমাকে বার-বার আকর্ষণ করছে, নিজেকে আমি আর বশে রাখতে পারছি না। তাই আমি বলছি—তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ধরা দিয়ে, তোমার জীবন ধন্য কর ইন্দ্রা। আজীবন আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো।

ইন্দ্রাণী। আমি আপনার কন্যাস্থানীয়া সুলতান। আশাকরি, সুলতান বক্তিয়ার খিলজী তাঁর কন্যার অমর্যাদা করবেন না।

বক্তিয়ার। তোমাকে আমি বেগমের মর্যাদা দেবো ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী। সুলতান।

বক্তিয়ার। হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তায় তোমার সর্বাঙ্গ আমি ভরিয়ে দেবো। হাজার হাজার বাঁদী তোমার সেবা করবে। অতুল ঐশ্বর্যের মাঝে দুনিয়াটাকে মনে হবে বেহেস্ত।

ইন্দ্রাণী। আপনার অতুল ঐশ্বর্যের মাথায় আমি সহস্রবার পদাঘাত করি।

বক্তিয়ার। ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী। আমার স্বামী আছে, সংসার আছে; তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—দু'-চারদিন সব মেয়েই ও-রকম কথা বলে, তারপর গহনার রৌশনীতে—

ইন্দ্রাণী। এতদিন তুমি যে নারীদের দেখেছো সুলতান, তার মধ্যে ইন্দ্রাণী একজনও ছিল না। আমি হাসতে হাসতে বিষের পাত্র মুখে তুলে নেবো, তবু তোমার মত জানোয়ারের বিলাসসঙ্গিনী—

বক্তিয়ার। তোকে আমি হত্যা করবো শয়তানি !

ইন্দ্রাণী। তাই করো, তাই করো নরপশু ! তারপর আমার মৃতদেহটা নিয়ে তোমার পৈশাচিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করো, তবু জীবন্ত ইন্দ্রাণীকে তুমি পাবে না।

বক্তিয়ার। পাবো না ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—দেখি, পাই কি না—আমি তোকে জোর করে উপভোগ করবো। দেখি—কি করে তুই নিজেকে রক্ষা করিস—

[বক্তিয়ার লোভাতুর দৃষ্টিতে একপা-একপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, পিছাইতে লাগিল ইন্দ্রাণী]

ইন্দ্রাণী। না—

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ইন্দ্রাণী। না—না—

বক্তিয়ার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ইন্দ্রাণী। না—না, আর এগিও না শয়তান—

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—না নেহি, হ্যাঁ বোল্ মেরিজান ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[বক্তিয়ার ইন্দ্রাণীর আঁচল ধরিল, কাপড় নামিয়া আসিল ইন্দ্রার কোমরে, সেখানেই চাপিয়া ইন্দ্রা বলিতে লাগিল]

ইন্দ্রাণী। ছাড়—ছাড় আমাকে। ছেড়ে দে পশু! বাবা—বাবা—

ছিন্ন বসন, উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি, অর্ধ-উন্মাদ
রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—সুন্দর, অপূর্ব—বাঃ-বাঃ-বাঃ! অদৃষ্ট-পূর্ব—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ইন্দ্রাণী। বাবা—বাবা! এই পশুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো বাবা!

বক্তিয়ার। [ইন্দ্রাণীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া] খামোশ শয়তানি! জবান খিঁচ লুঙ্গা। এই কাফের! বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বেইমান! নইলে আমি তোকে হত্যা করবো।

রুদ্রপ্রতাপ। খুন করবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি তো খুন হয়েই আছি। হাড় খেয়েছো, মাংস খেয়েছো, বাকি আছে চামড়াটা। এটা আর বাকি রেখেছো কেন কষাই—খুলে নিয়ে পয়জার বানাও।

বক্তিয়ার। আমি জানতে চাই—তুই এখান থেকে যাবি কি না?

রুদ্রপ্রতাপ। না—না, আমি যাবো না, আমি যাবো না। আমারই চোখের সামনে আমার মেয়েকে তুই ধর্ষণ করবি কুত্তা?

বক্তিয়ার। তবে মর শয়তান—[ইন্দ্রাণীকে ছাড়িয়া দিয়া রুদ্র-প্রতাপের বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ করিল]

রুদ্রপ্রতাপ। আঃ—

ইন্দ্রাণী। বাবা—বাবা—

রুদ্রপ্রতাপ। পারলাম না—আমি পারলাম না মা তোকে রক্ষা করতে। ওঃ ভগবান—ভগবান! তুমি আমার ইন্দ্রাণীকে দেখো ঠাকুর—আমার ইন্দ্রাণীকে তুমি দেখো। [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ইন্দ্রাণী। বাবা—বাবা—[অগ্রসর হইল]

বক্তিয়ার। ওদিকে নয় পিয়ারী—তোমার স্থান আমার এই তৃষিত বক্ষে। আও—আও মেরিজান, আও—

ইন্দ্রাণী। তুমি আমার মৃতদেহটাই পাবে কামান্ধ পশু!

বক্তিয়ার। হুঁশিয়ার শয়তানি! তোর অনেক কটুবাক্য আমি সহ্য করেছি, এইবার দেখবো, কে তোকে রক্ষা করে।

ইন্দ্রাণী। রক্ষা করবে ভগবান।

বক্তিয়ার। ভগবান? হাঃ-হাঃ-হাঃ—হিন্দুর ভগবান বক্তিয়ারের পদাঘাতে মন্দির থেকে পলায়িত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সশস্ত্র মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। হিন্দুর ভগবান মন্দির থেকে পলায়ন করলেও, মানুষ এখনো জীবিত আছে বাপজান!

বক্তিয়ার। মহম্মদ!

মহম্মদ। চোখের সামনে দেখছি শত শত হিন্দুর মন্দির ধ্বংস, দেখছি নরহত্যার তাণ্ডবলীলা, হাজার হাজার হিন্দু রমণী আজও নবাব-হারেমে চোখের জলে সাগর বইয়ে দিচ্ছে, আর বুক চাপড়ে অভিশাপ দিচ্ছে—সুলতান বক্তিয়ার খিলজীকে। অনেক পাপ করেছেন সুলতান।

বক্তিয়ার। তোকে আমি কবরে পাঠাবো জানোয়ার!

মহম্মদ। তাই করুন পিতা! আপনি আমাকে হত্যা করুন! তবু এই হিন্দু বহিনকে মুক্তি দিন।

বক্তিয়ার। মহম্মদ!

মহম্মদ। চেয়ে দেখুন, চেয়ে দেখুন পিতা—স্বর্গের পবিত্র নির্মাল্যের

মত সুন্দর মুখখানি, চোখের জলে আলোর রৌশনী পড়ে অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করেছে। মনে হয়, ভোরের শিশিরবিন্দু যেন ঝরে পড়েছে কচি কিশলয়ের বুকে।

বক্তিয়ার। আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি মহম্মদ—

মহম্মদ। বাপজান! আজ যদি আপনার কন্যা জেবউন্নিসা বেঁচে থাকতো—

বক্তিয়ার। তবে রে নেমকহারাম ঔলাদ—[অস্ত্র নিষ্কাসন]

ইন্দ্রাণী। ভাইজান!

মহম্মদ। [প্রতিহত করিয়া] ভয় নেই বহিন! আমিও তুর্কী সন্তান, প্রাণ দিয়ে বহিনের ইজ্জৎ রক্ষা করবো। [উভয়ের যুদ্ধ; হঠাৎ বক্তিয়ারের তরবারি হস্তচ্যুত হইল]

মহম্মদ। চলে এসো বহিন, আর এক মুহূর্ত দেরী নয়।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

বক্তিয়ার। [চীৎকার করিয়া] আজম খাঁ—আলিমর্দান—হাসেম খাঁ—

আজম খাঁ, আলিমর্দান, ও হাসেমের দ্রুত প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কোতল করো, কোতল করো। বেইমান—সব বেইমান!

আজম। কাকে কোতল করবো জনাব?

বক্তিয়ার। যাও বেকুব! মহম্মদ খিলজীর শির লে আও, তুরন্ত যাও—

আজম। লেকিন জনাব, শাহজাদা এমন কি অপরাধ করেছেন, যার জন্য—

বক্তিয়ার। খামোশ জুতিকা নফর! আমি দেখতে চাই—হুকুম তামিল হয়েছে।

[প্রস্থান।

হাসেম। এটা কি রকম আদেশ দিলেন সুলতান? শাহজাদা মহম্মদ মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী—

আজম। এ তুমি বুঝবে না নফর! এরই নাম হচ্ছে ঐশ্লামিক রাজনীতি। পুত্র যদি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, শরিয়তি মতে তাকে হত্যা করাই রাজধর্ম।

হাসেম। তাহলে আর দেরী করে লাভ কি? চলুন—হুকুম তামিল করি।

আজম। তুমি আলিমর্দানকে নিয়ে যাও হাসেম খাঁ, যেখানেই পাবে—হত্যা করবে সেই বেইমানকে।

আলিমর্দান। আপনি সুলতানের আদেশ পালন করবেন না?

আজম। রাজধানীতে আমার বিশেষ কাজ আছে। মনে রেখো আলিমর্দান, মহম্মদের মাথা এনে দিতে পারলে মোটা বকশিস পাবে।

[প্রস্থান।

আলিমর্দান। হায় রে গোলামী! ইনসানিয়ৎকে বলি দিয়ে হুজুরের হুকুম তামিল করতে হবে, নইলে নোকরি তো যাবেই, গর্দানও কেউ বাঁচাতে পারবে না।

হাসেম। কিন্তু আজম খাঁ কি ফন্দি আঁটছে কে জানে! রাজধানীতে ওঁর বিশেষ কাজটা কি আপনি জানেন?

আলিমর্দান। ভারতের মুসলিম ইতিহাসের সেই চিরাচরিত পুনরাবৃত্তি। হত্যা, জিঘাংসা, নারীধর্ষণ, মন্দির ধ্বংস, আর অন্নদাতা

প্রভুর রক্তে হাত রাঙানো—এই তো মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস। আজম খাঁও হয়তো সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

হাসেম। হাসেম খাঁ, এই তোমার সুবর্ণ সুযোগ! আলিমর্দান নির্বোধ, মসনদের লোভ ওর নেই। সুযোগ বুঝে বক্তিয়ার আর আজম খাঁকে সরিয়ে দিতে পারলেই গৌড়ের মসনদ তোমার। মুখ রেখো খোদা! মুখ রেখো। এক হাজার দেব-মন্দির ধ্বংস করে আমি তোমার মসজিদ বানিয়ে দেবো মেহেরবান—মসজিদ বানিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বেগম মহল।

দীনা, রিক্তা বেশে চাঁদবেগমের প্রবেশ।

চাঁদবেগম। কে? কে যেন আমাকে 'মা' বলে ডাকলে? পান্না—পান্না! তুই এসেছিস? একটু দাঁড়া বাবা—দরজা খুলে দিচ্ছি। কই, কোথায় গেলি তুই? পান্না—পা—না-না, এ আমি কি ভাবছি পাগলের মত? পান্না তো আমাকে 'মা' বলে ডাকবে না। কিন্তু আমার যেন মনে হলো, পান্নাই আমাকে—

কৃষ্ণকলির প্রবেশ।

কৃষ্ণকলি। মা!

চাঁদবেগম। কে? কে রে তুই?

কৃষ্ণকলি। আমি কৃষ্ণকলি। শীগগির চলো মা, তোমার ছেলে আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে।

চাঁদবেগম। তুমি ভুল করছো বাছা, আমার তো কোন ছেলে নেই। আমি কোনদিন মা হতে পারিনি।

কৃষ্ণকলি। বাঃ! সমরদা যে বললে—গৌড়েশ্বরী চাঁদবেগম আমার মা। তুই গোপনে তাঁকে আমার কথা বলিস, তাহলেই সে চলে আসবে। কত কষ্ট করে যে এসেছি, সে আর তোমাকে কি বলবো মা!

চাঁদবেগম। তুমি সমর সিংহকে গিয়ে বলো, তার মা মরে গেছে।

কৃষ্ণকলি। ছিঃ মা! ও কি কথা! মরবে তোমার শত্তুর, তুমি চলো—

চাঁদবেগম। অমানিশি কি ভোর হয়েছে? পূর্ব-দিগন্তে কি আশার আলো দেখা দিয়েছে? না-না, এখনো অনেক বাকি—যখন ঊষার আলোকে ধরণী হবে আলোকিত, কালপুরুষ ডেকে বলবে—ওঠো, ওঠো রে অভাগী—অমানিশি হলো ভোর। আমি তখন রক্তবস্ত্র পরিধান করে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে—

কৃষ্ণকলি। কি আবোল-তাবোল বকছো মা? যাবে তো চলো। কেউ দেখতে পেলে আমার বিপদ হবে। তোমার জামাই আবার মোছলমান সেজে বসে আছে—ধরা পড়লেই মুণ্ডু যাবে।

চাঁদবেগম। আমি যাবো না, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি।

কৃষ্ণকলি। তাহলে সমরদাকে কি বলবো মা?

মুসলমানের বেশে ধিনিকেষ্টর প্রবেশ।

ধিনিকেষ্ট। অ বউ, দাড়িগুলাইন হালায় কুটকুট করতাছে। ওরে বাবা—খাউজায় হালায়—

কৃষ্ণকলি। আচ্ছা, তোমাকে নিয়ে যাবো কোথায় বলতে পারো? দু'দণ্ড কোথাও গিয়েছি কি অমনি পিছু পিছু হাজির!

ধিনিকেষ্ট। দাড়ি হালায় কুটকুট করে—

কৃষ্ণকলি। করুক। মা বলছে—যাবো না।

ধিনিকেষ্ট। মা! আমি হালায় তোমার পোলায় হইয়া ক্ষমা চাইতাছি, পোলাপানের কথা কি মনে রাখতে আছে মা? কথায় কয়—কুসন্তান যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়। চলো মা, তোমার পায়ে ধরি, চলো—

চাঁদবেগম। না বাবা, তোমরা সমরকে বলবে—আমার কাজ শেষ হলেই আমি তার কাছে যাবো। দূর থেকেই আমি তাকে আশীর্বাদ—না, আশীর্বাদ করবার অধিকার তো আমার নেই। তোমরা যাও, আ-আমি—আমি একটু একলা থাকতে চাই—[চাঁদবেগমের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তাহার মুখের পানে চাহিয়া কৃষ্ণকলি ও খিনিকেষ্টর প্রস্থান।] সন্তান আজ মাকে ডেকেছে, কিন্তু মা কি সন্তানের ডাকে—কে? কে ওখানে? জবাব দাও—

ছদ্মবেশে সশস্ত্র আজম খাঁর প্রবেশ।

আজম। আমি চাঁদ!

চাঁদবেগম। আজম খাঁ? কি করছিলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে?

আজম। আমি—মানে—না, এই মানে তোমার কাছেই—

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি জানি আজম, আমি সব জানি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আজম। কি জানো তুমি?

চাঁদবেগম। তুমি বক্তিয়ারকে হত্যা করতে চাও।

আজম। চাঁদবানু!

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তোমার চোখে মৃত্যু নাচছে। দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কোন মতলব নিয়ে এসেছো, তাই না আজম?

আজম। যদি বুঝেই থাকো, কোন কথা প্রকাশ করো না। সুলতান হবার পর আমি তোমাকে বেগমের মর্যাদা দেবো।

চাঁদবেগম। সে তোমার মেহেরবানী।

আজম। আল্লার কসম, আমি—

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—থাক আজম। আল্লা বেচারাকে আবার এসবের মধ্যে টেনে আনছো কেন? আমি তোমার মুখের কথাই বিশ্বাস করছি।

আজম। তুমি তাহলে অন্দরমহলে যাও, এখনি হয়তো বক্তিয়ার এসে পড়বে।

চাঁদবেগম। বক্তিয়ার এদিকে আর আসবে না আজম। তুমি বরং খুরশীদ বেগমের মহলে যাও—বক্তিয়ারকে সেখানেই পাবে।

আজম। তাহলে অযথা বিলম্ব করে কোন লাভ নেই। কিন্তু হুঁশিয়ার চাঁদবানু! কাকপক্ষীও যেন টের না পায়।

[দ্রুত প্রস্থান।

চাঁদবেগম। অভিশপ্ত গৌড়! রক্তাক্ত গৌড়! হাজার হাজার মানুষের বক্ষরক্তে রাঙা হয়ে গেল গৌড়ের শ্যামল মাটি, তবু তার রক্ত-তৃষা মিটলো না? রাক্ষসী লক্ষ্মণাবতী! এবার কার রক্ত নেবার জন্য তুই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছিস?

ভীত ত্রস্ত বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ।

বক্তিয়ার। চাঁদ—চাঁদবানু!

চাঁদবেগম। একি! সুলতান? আপনি হঠাৎ? পথ ভুলে নাকি?

বক্তিয়ার। না চন্দ্রা, আজ রাতের মত তোমার মহলে আমাকে একটু আশ্রয় দাও।

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বক্তিয়ার। চাঁদ! তুমি হাসছো চাঁদবানু?

চাঁদবেগম। হাসির কথা বললেই হাসি পায় সুলতান! গৌড়াধিপতি, সর্বশক্তিমান, সিংহশাবক ইফতিকার উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার

খিলজী প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে একটা পরিত্যক্তা বাঁদীর ঘরে আশ্রয় ভিক্ষা চাইছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বক্তিয়ার। হাসির কথা নয় বেগম! আজম খাঁকে দেখলাম, উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে খুরশীদ বেগমের মহলের কাছে আত্মগোপন করে আছে, ওর মতলব হয়তো ভাল নয়।

চাঁদবেগম। সুলতান!

বক্তিয়ার। আমি জানি—দিনের আলোয় আজম খাঁর সাধ্য হবে না আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে। কিন্তু জানো বেগম, রাতের অন্ধকারেই মানুষ জানোয়ার হয়ে ওঠে। তাই—

চাঁদবেগম। কোন ভয় নেই তোমার। আমার মহলে গিয়ে বিশ্রাম করো, আমি দরজায় পাহারায় রইলাম।

বক্তিয়ার। তুমি আসবে না চাঁদ?

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ধন্য তুমি বক্তিয়ার খিলজী! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখনো নারীসঙ্গ কামনা করছো?

বক্তিয়ার। চাঁদ!

চাঁদবেগম। তোমার আসমান থেকে যে চাঁদ অস্ত গেছে, সে চাঁদ আর কোনদিন উদয় হবে না। যাও সুলতান! দেরী করলে বিপদ হতে পারে।

বক্তিয়ার। তোমার মেহেরবানীর কথা জিন্দেগীভর মনে থাকবে চাঁদ! তোমার কথা আমি ভুলবো না।

[প্রস্থান।

চাঁদবেগম। এই সুযোগ চন্দ্রাবতী! লক্ষ লক্ষ নাগিনীর তীব্র বিষ একই সঙ্গে ঢেলে দিয়ে জানোয়ারটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দাও। তারপর নিজের বুকেও তুমি ছোবল মার। একি! তুমি কাঁদছো

চন্দ্রা? স্বামী-সন্তান ছেড়ে যেতে মন চাইছে না? কি করবি—কি করবি হতভাগী? তোকে যে কেউ চায় না। সন্তান তোকে 'মা' বলে স্বীকার করে না, বলে—ঘৃণিতা বারবনিতা; স্বামী তোকে বলে—অস্পৃশ্যা দেহবিলাসিনী। না-না, আমি কাউকে চাই না—কাউকে চাই না। [কাঁদিতে লাগিল]

গীতকণ্ঠে রমজানের প্রবেশ।

রমজান।—

গীত।

কোথা মা—মা আমার, কোলে তুলে নাও আর যে চলিতে পারি না।
কতদিন আমি দেখিনি তোমায়, আর কি দেখিতে পাবো না?
মা হারা ছেলের মনের বেদনা, কে পারে বুঝিতে মাগো,
নিভে গেল সুখ শান্তির আশা, এবার জননী জাগো,
কোথায় স্বর্গ, কোথায় বেহেস্ত, আমি তো কিছুই জানি না।

মা—মা-সাহেবা। আমাকে একটু কোলে নেবে? আমার অসুখ করেছে মা-সাহেবা।

চাঁদবেগম। আমার কাছে এসেছিস কেন? অন্য মহলে যা।

রমজান। কেউ আমাকে কোলে নিলে না মা। একজন আমাকে চড় মারলে। দাদা কোথায় গেল জানি না, বাপজানকেও খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কার কাছে থাকবো মা-সাহেবা?

চাঁদবেগম। চন্দ্রা—চন্দ্রাবতী! এই সুযোগ। পেটের সন্তানকে তুই গলা টিপে মেরেছিলি, এটা তো বিধর্মী জানোয়ারের বাচ্চা! যা—যা, এগিয়ে যা। সবল হাতে ওর কণ্ঠনালী চিরদিনের মত—[চীৎকার করিয়া] না-না, আমি পারবো না—আমি পারবো না—[দুই হাতে মুখ ঢাকিল]

রমজান। আমি তাহলে চলেই যাচ্ছি মা-সাহেবা! তুমি রাগ করো না, নীচে বাঁদীমহলেই না হয় শুয়ে থাকবো। [প্রস্থানোদ্যত]

চাঁদবেগম। [সর্পিনীর দৃষ্টিতে] চন্দ্রা—চন্দ্রাবতী। শত্রু পালিয়ে যাচ্ছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোনদিন আসবে না। না-না, আমি পারবো না—আমি পারবো না। আমি যে মা, আমি তো রাক্ষসী নই! রমজান—

রমজান। মা!

চাঁদবেগম। রমজান! আয় মাণিক—আমার বুকে আয়। আমার অতৃপ্ত মাতৃত্ব তোকেই ঘিরে স্বর্গ রচনা করুক।

রমজান। মা—মা, তুমি আমার মা! এত ভাল তুমি? [দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল]

[চাঁদবেগম রমজানকে বুকে চাপিয়া ধরিল, আবার
তার মধ্যে চন্দ্রাবতী এবং চাঁদবেগমের
দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল।]

চাঁদবেগম। কে? কে তুমি? চন্দ্রাবতী? না-না, তুমি চলে যাও—চলে যাও সর্বনাশী! তোমার কোন কথাই আমি শুনবো না।

রমজান। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো মা-সাহেবা?

চাঁদবেগম। আমার মনের মধ্যে একটা শয়তানী আছে বাবা, অহরহঃ তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করে চলেছি। তুই পালিয়ে যা রমজান। শয়তানী ক্ষেপে গেলে—আমি তোকে রক্ষা করতে পারবো না, যা, যা—তুই পালিয়ে যা—[ঠেলিয়া দিল]

রমজান। না—আমি যাবো না। মরতে হয়, তোমার কোলেই মরবো।

চাঁদবেগম। রমজান!

রমজান। আমি কার কাছে যাবো মা? আমার তো মা নেই—তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলো—

চাঁদবেগম। তবে মর্ শত্রু—[দুই হাতে রমজানের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল]

রমজান। মা!

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রমজান। মা—মা!

চাঁদবেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রমজান। মা—আ-আ-আ—[মৃত্যু]

চাঁদবেগম। [মৃত রমজানকে ধীরে ধীরে মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, চোখে উন্মাদিনীর দৃষ্টি] শেষ করে দিয়েছি, দুই হাতের সবল বেষ্টনে কচি কণ্ঠটা আমি চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিয়েছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—পুরুষসিংহ বক্তিয়ার খিলজী! চেয়ে দেখ, তোমার সিংহ-শাবককে আমি গলা টিপে শেষ করে দিয়েছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—[মনে হইল যেন প্রেতিনী হাসিতেছে, হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল] রমজান—রমজান! কথা বল, কথা বল বাবা! তুই যে বড় আশা করে মায়ের কোলে ঘুমুতে এসেছিলি! একবার—শুধু একটিবার আমাকে 'মা' বলে ডাক বাবা! আমার পেটের সন্তান আমাকে 'মা' বলে ডাকে না, বলে—ঘৃণিতা বারবনিতা! তুই তো আমাকে কোনদিন অমন কথা বলিসনি বাবা! রমজান! রমজান! ওরে মাণিক—না-না, আমি মা নই, আমি মা নই, আমি রাক্ষসী! আমার রমজানকে আমি খেয়ে ফেলেছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[রমজানকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

দুর্জয় সিংহ ও নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। তোমার হৃদয়ের পরিবর্তন দেখে আমি খুশী হয়েছি দুর্জয় সিংহ। এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড় বক্তিয়ার খিলজীর বুকে, শয়তানকে বুঝিয়ে দাও—বাংলাদেশেও মানুষ আছে।

দুর্জয়। কিন্তু মা, সমর সিংহ আমার প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যান করে?

নিয়তি। সমর সিংহ অমানুষ নয়, বিদেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সে তোমার সাহায্য নিশ্চয়ই নেবে। বক্তিয়ার এখন নির্বিষ ভুজঙ্গ। এই সুযোগ—তোমাদের সম্মিলিত বাহিনী যদি গৌড় আক্রমণ করে—নিশ্চয়ই তোমরা জয়ী হবে।

দুর্জয়। আমি প্রস্তুত দেবী! যারা আমার স্ত্রীর অমর্যাদা করেছে, তাদের সঙ্গে আমার কোন আপোষ নেই!

নিয়তি। বাপজান! বাপজান! তুমি স্বর্গ হতে চেয়ে দেখো, এতদিনে পূর্ণ হতে চলেছে আমার অন্তরের তীব্র জিঘাংসা! যেদিন শয়তান বক্তিয়ার তোমার মৃতদেহ রাজপথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেদিন আমি শপথ করেছিলাম—ছলে-বলে-কৌশলে যেমনভাবে পারি, তুর্কীর বিষদাঁত আমি ভাঙবোই! আজ এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! আর কয়েকটা দিন তুমি অপেক্ষা করো বাপজান—বক্তিয়ার খিলজীর উষ্ণ রক্তধারায় আমি তোমার রক্ততর্পণ করবো—রক্ততর্পণ করবো।

[প্রস্থান।

দুর্জয়। কে এই উন্মাদিনী নারী? অন্তরের জিঘাংসা নিয়ে দিক্ হতে দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে?

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। আমি জানতে চাই, কি উদ্দেশ্য নিয়ে আবার তুমি এসেছো?

দুর্জয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো সমর—ইন্দ্রাণীকে সম্পূর্ণভাবে পাবার আশায় সপ্তগ্রামের সিংহাসন আমি দখল করেছিলাম। আমার দেশপ্রেম নেই—একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।

সমর। কিন্তু আমার কাছে কি চাও তুমি?

দুর্জয়। আমি খবর পেয়েছি, ইন্দ্রাণীকে নিয়ে শাহজাদা মহম্মদ দু'মাস পূর্বে গৌড় ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি ইন্দ্রাকে উদ্ধার করতে চাই, তুমি আমাকে সাহায্য করো সমর।

সমর। কিন্তু ইন্দ্রা যদি বিধর্মীর হাতে ধর্ষিতা হয়ে থাকে? পারবে তাকে গ্রহণ করতে?

দুর্জয়। পারবো সমর।

সমর। সমাজ যদি তোমাকে স্থান না দেয়?

দুর্জয়। আমি সমাজ চাই না, ধর্ম চাই না—চাই শুধু আমার স্ত্রী ইন্দ্রাকে। তোমাকে এতদিন আমি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতাম, মনে করতাম—ইন্দ্রার মনটাকে বুঝি তুমিই বিষিয়ে তুলেছো, কিন্তু—

সমর। বলো—

দুর্জয়। আমার সে ভুল আজ ভেঙে গেছে ভাই। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, রূপসী তরুণীর বিলোল কটাক্ষ তোমাকে অধীর করে তোলে না, ইচ্ছে করলে ইন্দ্রাকে তুমি—

সমর। ইন্দ্রা যেমন তোমার স্ত্রী, তেমনি আমারও যে বোন দুর্জয়। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সমস্ত দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করবো ইন্দ্রাকে। আপাততঃ তুমি আমার কুটিরেই বিশ্রাম করো, কাল প্রত্যূষে আমরা যাত্রা করবো।

দুর্জয়। সমর! তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না ভাই! ইন্দ্রা যদি ঘৃণাভরে আমাকে প্রত্যাখ্যানও করে, সে তোমার কাছেই থাকবে।

সমর। না-না, দুর্জয়—

দুর্জয়। আমি শুধু দূর থেকে তাকে দেখবো, আর কিছু আমার দাবী নেই; স্বামীর অধিকারও না— [প্রস্থান।

সমর। হায় হতভাগ্য! এই যদি তোমার মনের কথা, তাহলে জোর করে ইন্দ্রার কাছে পৌরুষত্ব দেখাতে গিয়েছিলে কেন?

ভজনের প্রবেশ।

ভজন। পান্না! তোর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সমর। হ্যাঁ বাবা।

ভজন। তোকে দেখে বৌরাণী চিনতে পারলেন? না—তুই নিজেই পরিচয় দিলি?

সমর। আমি—মানে, আমি মাকে—

ভজন। জানি—আমি জানি বাবা, পরিচয়ের কোন প্রয়োজনই নেই। তুই যে তার নাড়ী-ছেঁড়া ধন! সেইজন্যই তোকে আমি আগে-ভাগে কিছু বলিনি। তা হ্যাঁ রে পান্না, তোকে দেখে তোর মা বুঝি খুব কাঁদলে? চেহারায় আগের মতই লক্ষ্মীশ্রী আছে তো? বয়েসও তো কম হলো না—

সমর। হ্যাঁ—না—মানে, আমি ঠিক—

ভজন। তোর যখন এক বছর বয়েস, তখন তোর কঠিন অসুখ হয়েছিল। একেবারে মরে যাবার দাখিল। রাজবৈদ্য পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, শুধু আশা ছাড়েননি বৌরাণী। তিন দিন তিন রাত্রি ঠাকুরের কাছে হত্যে দিয়ে রইলেন, জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিলেন না—

সমর। বাবা।

ভজন। তিন দিন বাদে মাকালী আদেশ করলেন—বুকের রক্ত দিয়ে পূজো দে। আমরা তো ভয়ে মরি—

সমর। মা বুঝি বুকের রক্ত দিয়ে পূজো দিলেন?

ভজন। হ্যাঁ রে বাবা, মহারাজ পর্যন্ত নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। মা বললেন—বুকের রক্ত কেন, দরকার হলে আমার খোকার জন্যে বুকের হৃদ্‌পিণ্ডটাও—

সমর। বাবা—বাবা। তুমি চুপ কর। যে মা সন্তানের আরোগ্য কামনায় দেবীর চরণে হৃদ্‌পিণ্ড দিতে চেয়েছিল, সেই মাকে আমি কুৎসিৎ ভাষায়—

ভজন। পান্না।

সমর। হ্যাঁ বাবা, আমি মানুষ নই—নরপশু, বংশের কুলাঙ্গার। আমার মাকে আমি বলেছি—না-না, বাবা, দ্বিতীয়বার সেকথা উচ্চারণ করলে আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে—বাজ ভেঙে পড়বে।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভজন। হায় রে দুর্ভাগা সন্তান। মায়ের বাইরের রূপটাই দেখলি, তার অন্তরের স্নেহ-মমতার ফল্গুধারার সন্ধান তুই পেলি না, তাঁর রক্তঝরা বুকটা তুই দেখতে পেলি না? [প্রস্থান।

ইন্দ্রাণীর কাঁধে ভর দিয়া অসুস্থ মহম্মদের প্রবেশ।
ছিন্ন মলিন পোষাক—পথশ্রমে
উভয়েই কাতর।

মহম্মদ। সপ্তগ্রাম আর কতদূর বোন? আমি যে আর চলতে পারছি না।

ইন্দ্রাণী। এখানের পথ-ঘাট আমি চিনি না দাদা। কোনদিন তো বাড়ীর বাইরে আসিনি। তা ছাড়া অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে—

মহম্মদ। সোজা পথে এলে এত দিনে আমরা বোধহয় পৌঁছে যেতাম। কিন্তু বাপজানের ভয়ে আমরা শুধু বিপথেই ঘুরেছি—তাই না ইন্দ্রা?

ইন্দ্রাণী। হ্যাঁ দাদা।

মহম্মদ। তোকে দেখলেই, বার-বার আমার জেবউন্নিসার কথা মনে পড়ে ইন্দ্রা—তোর মতই সুন্দর ছিল সে।

ইন্দ্রাণী। জেবউন্নিসা কি বেঁচে নেই দাদা?

মহম্মদ। কি বলবো বোন, হতভাগী একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে ভালবেসেছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা দু'জনকেই—

ইন্দ্রাণী। দাদা!

মহম্মদ। যুগে যুগে এই জুলুম চলে আসছে ইন্দ্রা, কেন যে তোরা জন্মাস হতভাগী!

ইন্দ্রাণী। বেশী কথা বলো না দাদা, তুমি অসুস্থ। এসো, আজ রাত্রের মত এখানেই আমরা বিশ্রাম করবো।

মহম্মদ। তোকে তোর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই আমার ছুটি বোন। তারপর ফকিরী নিয়ে মক্কার পথে চলে যাবো।

ইন্দ্রাণী। না দাদা, আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না। এই বুঝি ফকিরী নেবার বয়স?

মহম্মদ। ইন্দ্রা!

ইন্দ্রাণী। সমরদাকে বলে আমি তোমাকে সপ্তগ্রামের সিংহাসনে বসাবো, তোমাকে শাসক হিসাবে পেলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই খুশী এবং উপকৃত হবে।

মহম্মদ। না-ইন্দ্রা, মসনদে আমার কোনও লোভ নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত শোষণ করে—হাজার হাজার দরিদ্রের অভিশাপ কুড়িয়ে—মসনদের শোভা বর্ধন করতে আমি চাই না বোন।

ইন্দ্রাণী। কিন্তু দাদা—

মহম্মদ। আমি চাই ছায়া-ঘেরা ছোট্ট একটি পাতার কুটীর, মোটা ভাত, মোটা কাপড়, আর আমার মায়ের মত একটি স্নেহময়ী জননী।

ইন্দ্রাণী। তোমার মা আছেন দাদা?

মহম্মদ। না বোন। রমজানকে মাত্র ছ'মাসের রেখে মা বেহেস্তে চলে গেলেন।

ইন্দ্রাণী। তবে কোন মায়ের কথা বলছো তুমি?

মহম্মদ। তুমি তাঁকে দেখনি ইন্দ্রা, বিধাতার সে এক আশ্চর্য সৃষ্টি! এক হাতে তাঁর তীব্র বিষের পাত্র, অন্য হাতে মৃত সঞ্জীবনী সুধা। এক চোখে তাঁর সহস্র নাগিনীর কুটিল দৃষ্টি, অন্য চোখে মাতৃত্বের মমতার দর-বিগলিত অশ্রুধারা! স্বর্গ আর নরক, দোজাক আর বেহেস্ত—একই সঙ্গে বিরাজমান।

ইন্দ্রাণী। চল দাদা—আমরা এগিয়ে যাই। একটু আগেই একটা লোক এদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। আমার বড় ভয় করছে দাদা!

মহম্মদ। ভেবেছিলাম—আজকের রাতটা এখানেই বিশ্রাম করবো, কিন্তু অদৃষ্টে আমার বোধহয় বিশ্রাম নেই।

ইন্দ্রাণী। একটুখানি এগিয়ে চলো, হয়তো লোকালয় পেয়ে যাবো, যা অন্ধকার!

মহম্মদ। চল বোন, এগিয়ে যাই—[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

সশস্ত্র দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

দুর্জয়। আর এক-পা এগিয়েছো কি, আমার তরবারি তোমার বক্ষ ভেদ করে যাবে মহম্মদ!

মহম্মদ। কে আপনি?

দুর্জয়। তোমার মৃত্যুদূত শয়তান!

ইন্দ্রাণী। স্বামী! এসব কি বলছো তুমি?

দুর্জয়। এদিকে চলে এসো ইন্দ্রা। জানোয়ারটাকে আমি হত্যা করবো। স্বৈরাচারী বক্তিয়ার খিলজীর বংশ আমি নির্মূল করে দেবো।

ইন্দ্রাণী। এসব তুমি কি বলছো? শাহজাদা আমাকে ভগ্নীর মর্যাদা—

দুর্জয়। ওই লম্পটটার হয়ে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। গুপ্তহত্যা, নারীধর্ষণ, মন্দির অপবিত্র করা যে জাতির স্বভাবধর্ম, তাদের কাছে মনুষ্যত্ব আশা করা বাতুলতা।

ইন্দ্রাণী। স্বামী!

দুর্জয়। আমি জানি ইন্দ্রা, ওই নরপশু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে ধর্ষণ করেছে।

ইন্দ্রাণী। না-না, এ মিথ্যে—সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি ইষ্ট দেবতার নামে শপথ করে বলছি—উনি আমার কোন অমর্যাদা করেননি।

মহম্মদ। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বোন জেবউন্নিসা, আর ইন্দ্রাণীর মধ্যে আমি কোন ব্যবধান—

দুর্জয়। চুপ কর লম্পট! একটু আগেই আমি গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়েছি, ইন্দ্রার কাঁধে ভর দিয়ে তুই এইদিকেই এসেছিলি। নারী-মাংসলোভী জানোয়ার—

মহম্মদ। আমি অসুস্থ দুর্জয়! নইলে তোমার কথার জবাব আমি অস্ত্রের মুখেই দিতাম।

ইন্দ্রাণী। দাদা—দাদা!

মহম্মদ। তোর সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হবে বোন! আমি বিধর্মী, তোকে আশীর্বাদ করবার ক্ষমতা আমার নেই, তবুও মানুষ হিসাবে—

দুর্জয়। তোর মনুষ্যত্ব নিয়ে তুই জাহান্নমে যা লম্পট!

[হঠাৎ আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ, মহম্মদের তরবারি দুর্জয়ের বুকে নামিয়া আসিতেছিল।]

ইন্দ্রাণী। ভাইজান! ভাইজান!

মহম্মদ। ও—আ-আমি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম ইন্দ্রা! [মহম্মদ তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিল, দুর্জয় তড়িৎগতিতে মহম্মদের বুকে তরবারি বিদ্ধ করিল।] আঃ– খোদা—খোদা! ইন্দ্রাণী—

ইন্দ্রাণী। ভাইজান! ভাইজান! একি করলে তুমি? ওঃ—ভগবান! একটা নিরপরাধ মানুষকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করলে তুমি? তুমি কি মানুষ? ভাইজান! ভাইজান! কথা বলো—কথা বলো ভাইজান!

মহম্মদ। ইন্দ্রা—ইন্দ্রা! দুর্জয়ের কোন অপরাধ নেই। এই আমার বিধিলিপি। দুর্জয়—বন্ধু!

দুর্জয়। মহম্মদ—মহম্মদ! আমি—

মহম্মদ। ইন্দ্রা—ইন্দ্রাণী নিষ্পাপ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো, মরবার মুহূর্তে আমি মিথ্যে কথা—

দুর্জয়। আমাকে তুমি অভিশাপ দাও মহম্মদ! আমি মানুষ নই—নরঘাতী জল্লাদ!

মহম্মদ। আঃ—বড় জ্বালা! বিদায় বন্ধু—বিদায় ইন্দ্রা—আঃ—

ইন্দ্রাণী। দাদা!

মহম্মদ। খোদার কাছে তোমরা আরজ কর—আবার যদি আমাকে জন্ম নিতে হয়, আমি যেন এই সোনার বাংলায়—আঃ! মা—মাগো! ইন্দ্রা—ইন্দ্রা! আঁধার ঘনিয়ে আসছে, রোশনী জ্বালো—রোশনী—

ইন্দ্রাণী। দাদা—দাদা!

দুর্জয়। মহম্মদ!

মহম্মদ। ওই—ওই আসছে আমার বেহেস্তের দেবদূত! আঃ—কি প্রশান্তি! লায়-লাহা-ইলাল্লা! মহম্মদ রসুল উল্লাহ!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ইন্দ্রাণী। ভাইজান! ভাইজান! [প্রস্থানোদ্যত]

দুর্জয়। ইন্দ্রা!

ইন্দ্রাণী। এই দীর্ঘ দু' মাস যে মানুষটা পাহাড়ে-জঙ্গলে—অনাহারে-অনিদ্রায় আমাকে অতন্দ্র পাহারা দিয়েছে, বিলাস-বৈভব ত্যাগ করে যে ভিখারীর মত পথে-পথে ঘুরেছে, তাকে তুমি এমনভাবে হত্যা করলে?

দুর্জয়। চলো ইন্দ্রা, উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদায় তোমার ভাইজানকে কবর দেবো। আমি তোমার অপদার্থ স্বামী। যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করো ইন্দ্রা!

ইন্দ্রাণী। তাই চলো স্বামী! ভাইজানকে কবরে শুইয়ে দিয়ে ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদকক্ষ।

বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ। মনে হয় তাহার বয়স যেন
বিশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। ঝড়ের তাণ্ডবে যেন
বনস্পতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

বক্তিয়ার। ধোঁকেবাজ! ধোঁকেবাজ এই শয়তানের দুনিয়া! বেইমান, নিমকহারাম আজম খাঁ আমাকে হত্যা করবার জন্য ঘাতকের ছুরিকায় শান দিচ্ছে। শয়তানী চাঁদবানু আমার বুকের পাঁজর রমজানকে খুন করেছে। জাহান্নমের ওই কুত্তিটাকে আমি—কে? কে ওখানে? জবাব দাও—জবাব দাও। না কেউ নয়, আমারই দুর্বল মনের ভ্রান্তি।

আলিমর্দানের প্রবেশ।

আলিমর্দান। বন্দেগী আলমপনা! আপনি আমাকে তলব দিয়েছেন?

বক্তিয়ার। আলিমর্দান—বন্ধু। তুমিই আজ আমার একমাত্র ভরসা। আজ আমি বড় একা, এই বিপদ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করো বন্ধু! সুলতান বক্তিয়ার খিলজী জিন্দেগীভর তোমার কথা মনে রাখবে।

আলিমর্দান। আদেশ করুন জনাব! আমার জান কবুল।

বক্তিয়ার। সংবাদ পেয়েছি, সমর সিংহ আর দুর্জয় সিংহ এক-যোগে গৌড় আক্রমণ করতে আসছে। এদিকে দোজাকের কুত্তা বেইমান আজম খাঁ আমার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এই আসন্ন যুদ্ধে তুমিই আমার সেনাপতি।

আলিমর্দান। সে কি করে সম্ভব জনাব? যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমার কোথায়? অপাত্রে আপনি দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চাইছেন সুলতান।

বক্তিয়ার। তুমি যে যুদ্ধ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, একথা আমি জানি রাজা বিনায়ক দেবরায়!

আলিমর্দান। জনাব! আপনি—

বক্তিয়ার। আমি আপনার অনেক ক্ষতি করেছি রাজা। আপনার সংসার, সন্তান, স্ত্রী—আমারই কামনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার খেসারতও আমি দিয়েছি রাজা!

আলিমর্দান। জাঁহাপনা!

বক্তিয়ার। এই নিভৃত কক্ষে কেউ নেই। আপনি যদি প্রতিশোধ নিতে চান, আমার বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করে দিন। কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না—

আলিমর্দান। না সুলতান, বিপন্নকে রক্ষা করাই হিন্দুর একমাত্র ধর্ম। আজ আপনি যদি পূর্বের মত রুখে দাঁড়াতেন, হয়তো আপনি রেহাই পেতেন না।

বক্তিয়ার। আলিমর্দান! বন্ধু! আমি নতজানু হয়ে—

আলিমর্দান। আমাকে অপরাধী করবেন না সুলতান! আমি কথা দিচ্ছি, নিজের প্রাণ দিয়েও আপনাকে আমি রক্ষা করবো। আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম।

[প্রস্থান।

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কাফের কুত্তাটাকে আমি অভিনয় করে বশ করেছি। মাত্র দু'দিন আগে আমি জানতে পেরেছি আলি-মর্দানই হচ্ছে চাঁদবানুর স্বামী—কাফের কুত্তা বিনায়ক দেবরায়। কই হ্যায়? হাসেম খাঁ—

হাসেম খাঁর প্রবেশ।

হাসেম। খোদাবন্দ!

বক্তিয়ার। হাসেম, তুমি সিপাহশালার হতে চাও?

হাসেম। জী!

বক্তিয়ার। ছুরি চালাতে জানো?

হাসেম। জী।

বক্তিয়ার। হুঁশিয়াব বদ্‌তমিজ! পারবে কি না বলো।

হাসেম। জী—আপনি যদি হুকুম দেন, বাপজানের মাথাটাও কেটে আনতে পারি।

বক্তিয়ার। এখুনি একটা কুত্তা হয়তো আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে, তাকে দুনিয়ার বুক থেকে—[ইসারায় দেখাইল]

হাসেম। পারবো জনাব।

বক্তিয়ার। হাত কাঁপবে না?

হাসেম। জী—না, লেকিন—

বক্তিয়ার। লেকিন, মগর জাহান্নমে যাক। হুকুমমত কাজ করতে পারলে তুমিই হবে গৌড়ের প্রধান সৈনাধ্যক্ষ! বেহেস্তের হুরী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার সাদী দেবো।

হাসেম। আমার জান কবুল হুজুর, আমি তৈয়ার।

বক্তিয়ার। দুটো নাম মনে রাখবে—পহেলা আজম খাঁ, ঔর দুসরা আলিমর্দান—

হাসেম। আজম খাঁ—আলিমর্দান, আজম খাঁ—আলিমর্দান—

[প্রস্থান।

বক্তিয়ার। দোজাকের কুত্তা! ওয়াক্ত আসুক—তোদের একটা একটা করে কোতল করবো। শের-ই-আফগান ইফতিকার উদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজীকে শেষ পর্যন্ত একটা কুত্তার সঙ্গে রফা করতে হচ্ছে? আফশোষ—বড়ি আফশোষ কি বাৎ!

সশস্ত্র আজম খাঁর প্রবেশ।

আজম। মহামান্য গৌড়ের সুলতান মহম্মদ বক্তিয়ার কি খুবই ব্যস্ত আছেন?

বক্তিয়ার। আজম খাঁ—বন্ধু—

আজম। বন্ধু? হাঃ-হাঃ-হাঃ—আপনি হাসালেন সুলতান! আপনি হচ্ছেন তামাম বাংলা মুলুকের ভাগ্যবিধাতা। আর আমি আপনার জুতিকা নফর—

বক্তিয়ার। না বন্ধু, ওকথা ভুল। লক্ষ্মণাবতী যখন অবরোধ করেছিলাম, তুমিই ছিলে আমার দক্ষিণ হস্ত। জিন্দেগীভর বক্তিয়ার—

আজম। খামোশ! তোমার আমার ভাগ্য তো একই সূত্রে গাঁথা ছিল; অথচ তুমি হলে সুলতান, আর আমি তোমার দাসানুদাস।

কেন—কেন এই বৈষম্য? জবাব দাও—জবাব দাও বক্তিয়ার! নইলে তোমার মাথাটাই আমি মাটিতে নামিয়ে দেবো।

বক্তিয়ার। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ভুলে গিয়ে, পুরনো বিদ্বেষকে মাটি চাপা দিয়ে, এসো আজম—আমরা নতুনভাবে—

আজম। কি বলতে চাও বেইমান?

বক্তিয়ার। বেইমান বলো, নেমকহারাম বলো—আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। এই নাও সুলতানী তাজ, গৌড়ের মসনদে বসে তুমিই করো বাঙালীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ। আমি ফকিরী নিয়ে মক্কার পথে রওনা হই। গ্রহণ করো আজম—আমাকে ভারমুক্ত কর বন্ধু!

আজম। বক্তিয়ার!

বক্তিয়ার। আমার মহম্মদ নেই, রমজান নেই, কার জন্য সুলতানী তক্ত আঁকড়ে থাকবো বন্ধু? তুমি আমার দোস্ত—যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারো, এই নাও তরবারি। আমাকে হত্যা করে—[তরবারি ফেলিয়া দিল]

আজম। সুলতান! না-না, আমি—

বক্তিয়ার। কেউ দেখবে না আজম, লোকচক্ষুর অন্তরালে মুহূর্তে কার্য সমাধা করে চলে যাও। আমি মেহেরবান খোদাতালার কাছে আরজ করছি—তুমি সুখী হও—সুখী হও। [চোখে জল আসিল]

আজম। [অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া] আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান। আমি উত্তেজনার বশে নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি যে এমন মহৎ—

বক্তিয়ার। এসো—এসো আজম, প্রাণভরে তোমাকে আলিঙ্গন

করি—[দুই হাতে আজমকে বুকে চাপিয়া চীৎকার করিল] হাসেম খাঁ—হাসেম খাঁ—

[আজম ব্যাপার বুঝিয়া প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিল]

ছুরিকা হস্তে হাসেম খাঁর দ্রুত প্রবেশ। আজম খাঁকে ছুরিকাবিদ্ধ করিল।

আজম। আঃ—খোদা—

বক্তিয়ার। [লাথি মারিয়া] জাহান্নমে যা বেইমান! আমি সুলতান ইফতিকার উদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজী! বেইমানদের আমি এমনিভাবেই শাস্তি দিই—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

আজম। আল্লা! তুমি বিচার করো মালিক! বেইমান বক্তিয়ার! আঃ—গৌড়ের মাটিতেই যেন বেইমানের—আঃ—জ্বালা—বড় জ্বালা—জল, একটু পানী—পানী—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

হাসেম। খোদা মুখ তুলে চেয়েছে। এইবার বক্তিয়ারকে হত্যা করে আমিই হবো গৌড়ের সুলতান। আর ওই বেহেস্তের হুরী ওই ইন্দ্রাণীকে করবো আমার বেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থলের একাংশ।

নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। চারদিন ধরে অবিরাম যুদ্ধ চলেছে। পাঠান বাহিনী বিপর্যস্ত—বিচ্ছিন্ন। বক্তিয়ার, আলিমর্দান, হাসেম খাঁ প্রাণপণ লড়াই করছে। কিন্তু বাঙালী মুক্তি-যোদ্ধাদের অধিনায়ক সমর সিংহ মত্ত মাতঙ্গের মত বিদেশী শক্তিকে হতমান করে দিয়েছে। বাপজান! বাপজান! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো—শয়তান বক্তিয়ারের উষ্ণ রক্তে তোমাকে স্নান করিয়ে দেবো—স্নান করিয়ে দেবো—

[দ্রুত প্রস্থান।

উন্মাদিনী চাঁদবেগমের প্রবেশ।

চাঁদবেগম। রমজান—রমজান! কোথায় লুকোলি বাবা? সমস্ত দিন না খেয়ে আছিস, আয়—আয়, দুটি খেয়ে নিবি আয়। ওমা! ছেলের কাণ্ড দেখেছ! দিব্যি গাছে চড়ে বসে আছে! নেমে আয়—শিগগীর নেমে আয়! আয় বলছি! লক্ষ্মী সোনা আমার, নেমে আয়—ওই যাঃ! রমজান পাখী হয়ে আকাশে উড়ে গেল! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

যোদ্ধৃবেশে সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। না—না, বেইমান তুর্কীর সঙ্গে—কে?

চাঁদবেগম। আমি বাবা, আমার রমজানকে খুঁজে পাচ্ছি না।

সমর। মা—মা—তুমি?

চাঁদবেগম। তুই কে? আমাকে 'মা' বলছিস কেন? তুই কি আমার রমজান?

সমর। মা—মা, আমি তোমার পান্না!

চাঁদবেগম। পান্না? কে পান্না? কেন আবোল-তাবোল বোকছো বাপু? হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমার পান্নাকে আমি চিনি না। আমি তো পান্নার জন্য বুকের রক্ত দিয়েছিলাম, সেই পান্না মরে গিয়ে রমজান হয়ে আমার কোলে ফিরে এসেছিল, কিন্তু—

সমর। রমজান কে মা?

চাঁদবেগম। ও হরি! তাও জানো না? রমজান আমার সতীনের ছেলে, আমি তাকে গলা টিপে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সমর। মা!

চাঁদবেগম। কেমন মজা! আর কোলে চড়তে আসবি? অসুখ করেছে বলে আর বায়না ধরবি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সমর। মা—মা—মাগো!

চাঁদবেগম। [চীৎকার করিয়া] না—না-না, আমি খুন করিনি, আমি খুন করিনি—রমজানকে খুন করেছে চন্দ্রাবতী—রাক্ষুসী চন্দ্রা। আ-আমি—আমি তো রমজানকে ভালবাসতাম! বিশ্বাস করো—রমজানকে, আমি—রমজান—রমজান—রমজান—

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

সমর। মা—মা! ওদিকে যেও না—ভীষণ লড়াই চলছে! মা—
[প্রস্থানোদ্যত]

সেনাপতিবেশে আলিমর্দানের প্রবেশ।

আলিমর্দান। দাঁড়াও সমর।

সমর। আপনি? আপনাকে আমি যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

আলিমর্দান। বক্তিয়ার খিলজীর কারাগার থেকে পালাবার সময় আমিই তোমাকে সাহায্য করেছিলাম।

সমর। আপনিই তাহলে আমার—

আলিমর্দান। হতভাগ্য পিতা—বিনায়ক দেবরায়।

সমর। এ যুদ্ধের আপনিই সেনাপতি? আপনি কি পুত্রের রক্তে হাত রাঙাতে চান পিতা? আপনি কি চান স্বাধীন বাঙালীকে চিরতরে তুর্কীর গোলাম করে রাখতে?

আলিমর্দান। প্রতিহিংসায় বশবর্তী হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে বক্তিয়ারের দাসত্ব স্বীকার করেছিলাম। ধর্মান্তরিত হবার পর আত্মীয়-স্বজন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

সমর। পিতা!

আলিমর্দান। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে গলবস্ত্র হয়ে হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে চেয়েছি। কিন্তু তারা আমার মুখের ওপর ঘৃণায় নিষ্ঠীবন ছুঁড়ে দিয়েছে। এমন কি, অভুক্ত জেনেও এক মুঠো ভাত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেনি।

সমর। কিন্তু পিতা—

আলিমর্দান। না পান্না! যে সমাজে আমার ঠাঁই হলো না,

সে সমাজের জন্য, সে ধর্মের জন্য এতটুকু মমত্ববোধ নেই আমার। তোমার জননীও ধর্মান্তরিতা, আমার ইচ্ছা—তুমিও ইসলামধর্মে—

সমর। আমাকে মার্জনা করবেন পিতা। ধর্মত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আলিমর্দান। সমর!

সমর। ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য আপনি সমষ্টির সর্বনাশ করতে চান?

আলিমর্দান। আমি তোমাকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাবো সমর।

সমর। গৌড়ের সিংহাসন তো তুচ্ছ, সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর করে দিলেও আমি ধর্মত্যাগ করতে পারবো না।

আলিমর্দান। এখনো ভেবে দেখ সমর। এমন সুবর্ণ সুযোগ হয়তো আর আসবে না।

সমর। পিতা! দূরে থেকে মনে মনে আপনার যে দেবমূর্তি আমি কল্পনা করেছি, প্রাতঃ-সন্ধ্যায় জপ করেছি—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা। আমার কল্পিত সেই ভাবমূর্তির মুখে আজ আপনি এক ঝলক কালি ঢেলেন দিলেন পিতা।

আলিমর্দান। সমর! তুমি এখনো ভেবে দেখ পুত্র, রাজনীতিতে ভাবাবেগ অমার্জনীয় অপরাধ। বাস্তবের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলে ধন-মান-ঐশ্বর্য—

সমর। চুপ করুন ঐশ্বর্যের সেবাদাস। দেশের স্বাধীনতার চেয়ে আপনার কাছে বড় হলো ধন-রত্ন-ঐশ্বর্য? আপনার মত জাতিদ্রোহীকে পিতা বলে পরিচয় দিতেও আমি ঘৃণাবোধ করি।

[প্রস্থান।

আলিমর্দান। নিয়তি তোমার চুলের মুঠি ধরে টানছে সমর সিংহ! শত চেষ্টা করেও আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না।

[প্রস্থান ।

যুদ্ধরত বক্তিয়ার খিলজী ও দুর্জয় সিংহের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। এখনো ফিরে যাও হিন্দু! বক্তিয়ার খিলজী হিংস্র শার্দুল।

দুর্জয়। মনে রেখো বক্তিয়ার! দুর্জয় সিংহও মূষিক নয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুদ্ধরত ধিনিকেষ্ট ও হাসেম খাঁর প্রবেশ।

হাসেম। কেষ্ট! তুমি আমাদের দলে ভিড়ে যাও—খাওয়া পরার অভাব হবে না।

ধিনিকেষ্ট। চুপ কর হালায়! নইলে জোতা মাইরা সিদা করমু।

হাসেম। তবে রে নেমকহারাম—

ধিনিকেষ্ট। আয় হালার পুত, তোর বউরে হালায় বিধবা করমু।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুদ্ধরত আলিমর্দান ও সমর সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

আলিমর্দান। পান্না, তুই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস, একটু বিশ্রাম নে বাবা।

সমর। বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন নেই পিতা। এ যুদ্ধ আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের যুদ্ধ নয়; এ যুদ্ধ হচ্ছে একটা জাতির ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কার, ঐতিহ্য রক্ষার জন্য।

আলিমর্দান : পান্না!

সমর। এ যুদ্ধ স্বৈরাচার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে—এ যুদ্ধ ব্যাভিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে—এ যুদ্ধ অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে।

আলিমর্দান। আমি তোকে কথা দিচ্ছি পান্না! স্বৈরাচার আর ব্যাভিচারের মূলোচ্ছেদ করে আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো। হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান ঘুচিয়ে আমি এক নতুন যুগের সূচনা করবো পুত্র।

সমর। আপনার নতুন যুগের অর্থ হচ্ছে—বাংলার বুক থেকে হিন্দুর সনাতন ধর্মের চির-বিলুপ্তি।

আলিমর্দান। পান্না!

সমর। আমি জানি পিতা! হিন্দুরা আপনাকে সমাজে স্থান দেয়নি, তাই জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে বাংলার বুক থেকে হিন্দুর অস্তিত্ব আপনি মুছে ফেলতে চান। কিন্তু আপনার সে আশা আমি সফল হতে দেবো না। দেহের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়ে, আমিও বাংলার বুকে এক নতুন ইতিহাস রচনা করবো।

আলিমর্দান। তাহলে এসো পুত্র, বিলম্বে কোন প্রয়োজন নেই—

সমর। [পদধূলি লইয়া] আশীর্বাদ করুন দেব। যেন দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষায় আমার এই তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি। এই ভীরু জাতির বুকে জাগিয়ে তুলতে পারি দেশপ্রেমের জ্বলন্ত পাবকশিখা।

আলিমর্দান। [সমরকে বুকে ধরিয়া] আশীর্বাদ করি পুত্র! জয়ী হয়ে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করো। আর আমি যদি মরে যাই পান্না—তোর মাকে তুই দেখিস বাবা! হতভাগিনী—

সমর। মার কথা আমি ভুলবো না বাবা! দেশের মঙ্গলার্থে

যিনি তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করেছেন, ইতিহাস হয়তো তাঁর কথা লিখবে না, সম-সাময়িক সমাজ তাঁকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দেবে না, কিন্তু আমি—আমি আমার মাকে দেবো দেবীর আসন।

আলিমর্দান। এসো পুত্র, রণক্ষেত্রে অযথা সময় নষ্ট করা অমার্জনীয় অপরাধ!

সমর। আমি তৈরী পিতা। [উভয়ের তুমুল যুদ্ধ, আলিমর্দানের তরবারি বিদ্ধ হইল সমরের বুকে।] আঃ! মা—বাবা—

আলিমর্দান। পান্না! পান্না! একি করলাম—একি করলাম আমি! নিজের হাতেই নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটা—পান্না—পান্না—[ধরিল]

সমর। বাবা—বাবা! তুমি আমাকে একটু মার কাছে নিয়ে চলো—আঃ! মা—আমি মার কোলে ঘুমুবো। বাবা—বাবা! দেরী করো না—আমার চোখে আঁধার নেমে আসছে—

আলিমর্দান। [অস্ত্র ফেলিয়া] চল বাবা! হতভাগী চন্দ্রাবতীর অঞ্চলের নিধি—তার কোলেই তোকে ফিরিয়ে দেবো। [প্রস্থানোদ্যত]

মুক্ত কৃপাণ হস্তে বক্তিয়ার খিলজীর প্রবেশ।

বক্তিয়ার। সে সুযোগ আমি তোদের দেবো না বেইমান।

আলিমর্দান। জাঁহাপনা—জনাব।

বক্তিয়ার। খামোশ কুত্তিকা ঔলাদ। কবরে যাবার জন্য তৈয়ার হও আলিমর্দান।

আলিমর্দান। সুলতান! ইনসানিয়ৎ বলে কি পৃথিবীতে কিছু নেই?

বক্তিয়ার। চোপরাও বেইমান। ইনসানিয়ৎ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—বক্তিয়ার খিলজী ইনসানিয়তের মাথায় মারে লাথো পয়জার। তুই ভেবেছিলি শয়তান, আমাকে হত্যা করে গৌড়ের মসনদে বসবি?